869

869
455

দাদা ও আমি

নাটিকা।

"কে যূয়ং?" "স্থল এব সম্প্রতি বয়ং।"
(সাহিত্যদর্পণম্।)

অর্দ্ধমৃত ক্ষোভে, শোকে, লাজভয়ে,
কি বলে প্রবেশি ভারতসমাজে।
কত না যাতনা জানে না জগতে,
কত না লাঞ্ছনা সহে না দেহে রে॥

* * * * *

আর্য্যগুণে, আর্য্যগণ, সকরুণে,
লহিবেন্, তাঁরে সাদরে মাতৃভূমে।
বাঁধিবেন্ অধমে কৃতজ্ঞতাপাশে,
জীবনে বাঁধিবেন্ শরণাগতারে॥
(বিদেশিনী।)

কলিকাতা,
বহুবাজার, শ্রীনাথ দাসের গলি, ১৭ সং ভবনে,
"সময়" কার্য্যালয়ে
শ্রীঅমৃতলাল ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।
সন ১২৯৫।

১৭ সং শ্রীনাথ দাসের গলি, "সময়" কার্য্যালয়ে, ২০১ সং করন্‌ওয়া-লিস ষ্ট্রীট, "মেডিক্যাল লাইব্রেরী" নামক পুস্তকালয়ে এবং অন্যান্য স্থানে প্রাপ্তব্য।

মাতৃদেবী স্মরণে——

জননী,

যে অবধি আপনি আমাদের এই——পাপ-পৃথিবী বলিতে যাইতে ছিলাম, কিন্তু বলিব না ; উহা এক টা সমাজের "বুলি" মাত্র, এবং প্রচলিত, অন্যান্য কতিপয় "বুলির" ন্যায় জঘন্য অলীক ; ধরার অনেক দেশ পরিভ্রমণ করিলাম, অনেক বর্ণের, অনেক ধর্ম্মের, অনেক জাতির লোকের সহিত মিশিলাম, "সহবাস" করিলাম, সর্ব্বত্রই, সকল স্থানেই দেখিলাম, নিরীহের অপেক্ষা সত্যাশীলের, দ্রোহীর অপেক্ষা বান্ধবের, কলঙ্কিনীর অপেক্ষা বরবর্ণিনীর—সর্ব্বত্রই, সকল স্থানেই দেখিলাম, প্রথমোক্তদিগের অপেক্ষা দ্বিতীয়োল্লিখিতগণের সংখ্যা অধিক, শুদ্ধ অধিক নহে, অনেক অধিক, না, শুদ্ধ অনেক অধিক নহে,প্রায় অমেয় রূপে অনেক অধিক——জননী, যে অবধি আপনি আমাদের এই সুখদুঃখপূর্ণা মেদিনী পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, আপনার দুঃখী সন্তানের ক্লেশ ও অকল্যাণের পর্য্যন্ত নাই। ভ্রমপ্রমাদোপরি ভ্রমপ্রমাদ, স্খলনোত্তরে স্খলন, ঝঞ্ঝাবাতপশ্চিমে ঝঞ্ঝাবাত। স্বর্গ আছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু স্বর্গের যদি মনুজচন্দ্রয়জগদ্বহির্ভূত, স্বাধীন, স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে, মা, আপনি তাহার অধিবাসিনী। মা গো, আপনার সেই স্বর্গ হইতে আশীর্ব্বাদ করিবেন, যেন "দাদা ও আমি"র প্রকাশ [illegible] হইতে আমার বিপদ্রাশির অন্ত আরম্ভ হয়।

প্রণত পুত্র।

বিজ্ঞাপন।

পাঠিকাঠাকুরাণী বা পাঠক মহাশয়,

প্রগল্‌ভতা ক্ষমা করিবেন। আপনাকে আমার স্বীয় ইতিবৃত্তের এক অধ্যায় দিতেছি।

প্রায় দ্বাদশ বর্ষ আমি মাতৃভূমি-বিচ্যুত। অমিশ্রিত, অবিচ্ছিন্ন বিরামে ঐ দ্বাদশ বর্ষের প্রতি পল, প্রতি বিপল যাপিত হয় নাই, ইহা বলা কি আবশ্যক? স্মরণ হয়, এক বার অশনিপাতে—পূর্ব্বে দুই তিন টী প্রবল বাত্যার আঘাত পাইয়াছিলাম—মুমূর্ষু হইয়া পড়ি। সংজ্ঞালাভে দেখিলাম, বন্ধুহীনের, বিদেশীয়ের ও দরিদ্রের অদ্বিতীয়, আমার একমাত্র, বন্ধুর অনুকম্পায় সাধারণ চিকিৎসাগারে নীত হইয়াছি। তথায় অবলম্বিত প্রতীকার-বিধি অতি সহজ—সাংসারিকপিপীলিকাদংশনবর্জ্জন ও বিষে (যে বিষে শরীর ও মন উভয়ই জর্জ্জরিত হয়, সেই বিষে) হস্তক্ষেপনিবারণ। ফল হইল—ক্রমে ফলিল—হৃদয়াবেগশান্তি ও (উক্ত বন্ধুর সাহায্যে) "অন্তর্দ্দাপরণ"। "দেখিতেছি, বয়সাধিক্যে ও তীব্রবিপদ্‌পরম্পরাক্রমণে তোমার মস্তিষ্কশিথিলতা ও বাগাড়ম্বরপ্রিয়তা জন্মিয়াছে।" হইতে পারে। কিন্তু আমার বিশ্বাস অন্যবিধ। সে যাহাই হউক, চিকিৎসালয়ে স্থিতিকালে হৃদয়ের মরুভূমিতে পাঁচ টী পুষ্পের বীজ উপ্ত হইল।

"দাদা ও আমি" তাহাদিগেরই অন্যতম। যদিও প্রথম প্রকাশিত, ইহা জ্যেষ্ঠ নহে—বয়সেও নয়, প্রযত্নাদরেও নয়। "প্রহসন" স্বরূপে কল্পিত ও আরব্ধ হয়। যাহা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতেও এমন কিছুই নাই। "বিকাল বেলার জলখাবার" বলিলেও অত্যুক্তি হইবে কি না, জানি না। ইহা পাঠে বা দর্শনে আপনার ওষ্ঠপ্রান্তে যদি এক বার মাত্রও স্মিতের রেখা মাত্রও উদিত হয়, অন্তরের সহিত আহ্লাদিত হইব।

১৩, রিভর-সাইড, লারণ, আয়রল্যাণ্ড,
১০ই নভেম্বর, ১৮৮৭।

বশম্বদ ও পুরাতন ভৃত্য,
প্রবাসী।

প্রকাশকের নিবেদন।

ঠিক এক বৎসর হইল, ২রা ডিসেম্বর, ১৮৮৭, লারণের নদীপৃষ্ঠস্থ কুটীর হইতে "দাদা ও আমি"র পাণ্ডুলিপি কলিকাতায় প্রেরিত হয়। এত দিন তাহা অপ্রকাশ সম্বন্ধে——ধীরেন্দ্রকুমারের দূরবীক্ষণের ন্যায়——কিঞ্চিৎ "ইতিহাস" আছে। কিন্তু সে দুঃখের কাহিনী গাইয়া আর কি হইবে! বহু দিবসের পর প্রিয় জন্মভূমির সন্দর্শন লাভ করিয়াছি। বন্ধু ও হিতৈষীগণ কৃপাদৃষ্টি রাখিবেন। অধিক আর কি বলিব।

১৮ই অগ্রহায়ণ, ১২৯৫,
(২রা ডিসেম্বর, ১৮৮৮,)
১৭, শ্রীনাথ দাসের গলি,
কলিকাতা।

অনুগত,
উপেন্দ্র নাথ দাস।

নাট্যোল্লিখিত স্ত্রী ও পুরুষ।

স্ত্রী।

কল্যাণী	...	...	ঘটকী।
চারুবাহিনী	...	...	কৃষ্ণনগরের এক সুবংশজা কুমারী।
তরঙ্গিণী	...	...	ঐ ঐ।

পুরুষ।

ধীরেন্দ্রকুমার	...	...	রাণাঘাটের এক জন ভদ্র যুবক।
অনন্তকুমার	...	...	ধীরেন্দ্রকুমারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।
নবীনকৃষ্ণ	...	...	কৃষ্ণনগরস্থ জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি।

দাস দাসীগণ।

অশুদ্ধ সংশোধন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৪	২৪	সতন্ব্রূয়াৎ	সত্যম্ব্রূয়াৎ
”	২৫	সত্যমপ্রিম্	সত্যমপ্রিয়ম্
২১	১	প্রথম	দ্বিতীয়
২৭	২৫	ষোড়	ষোড়
২৯	১১	কেত্থাও	কোত্থাও
৩০	৯	কথো	কথোপ
৩১	২৩	দেখেলে	দেখলে
৩২	২৯	হব	হবে
৩৫	২	ছূঁড়ী	ছুঁড়ী
৬৭	১১	পেয়েছে	পেয়েছে
৬৯	১৫	চিবেচনা	বিবেচনা
৮৩	১৯	সম্যক্	সম্যাক্
৮৪	২	মরজীবনভাগরেখা-	মরজীবন ভাগরেখা-
৮৫	৩	বলবে	চলবে
৮৬	১৮	সকলে	সকলের
৮৭	৫	হয়েছে	হয়েছে
৯১	২	স্কন্ধে	স্কন্ধে
৯৪	১	তৃতীয়	চতুর্থ
”	১৩	কিন্ত	কিন্তু
”	১৪	কারে	করে
৯৬	২	উত্থানানান্তর	উত্থানানন্তর

দাদা ও আমি।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাণাঘাট—ধীরেন্দ্রকুমারের বাটীর প্রাঙ্গণ।

ধীরেন্দ্রকুমার ও কল্যাণীর প্রবেশ।

ধীরেন্দ্র। ঘটকীঠাকরুণ, আমি আধবুড়, আমাকে নিয়ে আর টানাটানি কেন!

কল্যাণী। হ্যাঁ, কিসের আধবুড় গা? ষেটের বাছা, শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে, সবে ২৭ বচ্ছর, আধবুড় কেন হতে গেলে গা? আজকাল কত লোকে যে ৫০ বচ্ছর বয়সে তেজবরে হয়ে বে করে।

ধীরে। ৫০ বৎসর বয়সে পুনরায় বিবাহ!

কল্যা। কেন, ঐ যে ওপাড়ার শ্যামলালবাবুর প্রথম স্ত্রী, ২৬ বচ্ছর বয়সে, ৭টী ছেলেমেয়ে রেখে মরে গেল—তাদের কেবল সেজ আর ছোটটী বেঁচে আছে—তার দুমাস পরে তিনি ফের বে করলেন। এই বেতে তাঁর দশটী ছেলে হয়, সেজটীই বাঁচে। তার পরে সে স্ত্রীরও কাল হল। শ্যামলালবাবুর বয়স তখন ৪৮এর বড় কম হবে না। পূর মাসটা না যেতে যেতেই, তিনি আবার বে করে বসলেন। দক্ষিণপুরের গোবর্দ্ধনবাবু——

ধীরে। হয়েছে, হয়েছে! জানই ত, ঘটকীঠাকরুণ, সকলের রুচি সমান নয়। আমার বিবাহ করবার সাধ নাই। বস্তুতঃ কি, আমি এর পূর্ব্বেই স্ত্রী মনোনীত করেছি।

কল্যা। (চক্ষুবিস্তারপূর্ব্বক) তোমার আবার বে হল গো কবে, বড়-বাবু? বোএর কালই বা হল কবে?

ধীরে। আমার স্ত্রী জীবিত। তিনি অমর।

কল্যা। ঠাট্টা করছ না কি ? তোমার বে হয়েছে, এই প্রথম শুনলেম! আমি ঘটকী, কার বে হল, কার স্ত্রী মল, এ যে আমার নখের কণার উপর!

ধীরে। (গম্ভীরভাবে) সত্যই আমি বিবাহিত।

কল্যা। আচ্ছা, আমি বাড়ীর ভেতর গিয়ে দেখে আসি। (গমনোদ্যম।)

ধীরে। (সস্মিতে) ঘটকীঠাকরুণ, আমার প্রিয়তমাকে সেখানে পাবে না!

কল্যা। কেন, কেউ চুরী করে নে যাবে বলে, কোথাও লুকিয়ে রেখেছ না কি!

ধীরে। আমার স্ত্রীকে কেউ চুরী করতে পারে না। কিন্তু লুকিয়ে রেখেছি বটে।

কল্যা। আমার মাথার দিব্যি, সত্য করে বল, তাকে কোথায় রেখেছ।

ধীরে। এই এখানে। (নিজললাটনির্দ্দেশ।)

কল্যা। সে আবার কি ? লোকে আদর করে স্ত্রীকে বুকের ভেতর রাখে, শুনেছি। মাথার ভেতরে পুরেছ, এ আবার কি ধরণের কথা ? বলি, আমাকে পাগল পেয়েছ না কি ?

ধীরে। ঘটকীঠাকরুণ, আমার স্ত্রী জ্যোতির্ব্বিদ্যা।

কল্যা। কিসের বিদি ?

ধীরে। জ্যোতির্ব্বিদ্যা।

কল্যা। ও মা, একটা বেদীর মেয়ে বে করেছ!!

ধীরে। ঘটকীঠাকরুণ, জ্যোতির্ব্বিদ্যা, অর্থাৎ, তারা, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্যের বিদ্যা। ঐতেই প্রাণমন সমর্পণ, সঙ্কল্প। দারপরিগ্রহ করব না।

কল্যা। রাম বল, ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল! আমার বুকটা ধড়াস ধড়াস করছিল! মনে করেছিলেম, বুঝি আমাকে ফাঁকি দিয়ে, সত্য সত্যই বে করে ফেলেছ! তা শোন, তুমি আমার হাত এড়াতে পারবে না। যেমন এই গত ৫।৬ বচ্ছর, ফি বচ্ছর এসে, তোমাকে বে করবার জন্য জ্বালাতন করেছি, তেমনি বছর বছর করব—দেখিব্জিখি, তোমার মন

ফেরাতে পারি কি না! ফচকিমি করেও আমাকে তাড়াতে পারবে না, রাগ করেও পারবে না। এক দোর দিয়ে বের করে দেবে, আর এক দোর দিয়ে আসব।

ধীরে। হাম সাদি নাহি করেঙ্গা!

কল্যা। আর আমি যদি তোমাকে সাদি না করাই, ত আমি শালীর শালী! পুরুষের পণ, আর মেয়েমানুষের পণ—দেখ দেখি, কার পণ বজায় থাকে।

ধীরে। (স্বগত) ভয়ানক ব্যাপার! (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, ঘটকীঠাকরুণ, তুমি এখানে অনেক দিন আসা যাওয়া করছ, তাতে তোমার অনেক সময় নষ্ট হয়েছে, আর অর্থব্যয়ও হয়েছে কতক, কারণ এখান থেকে তোমাদের গ্রাম অনেক দূর, তা, না হয়, তোমাকে ঘটকালীর টাকাটা দিই, যদি আমাকে———

কল্যা। (সরোষে) তুমি আমাকে এমনি ছোটলোক ভেবেছ? আমি কেবল টাকার জন্য তোমার কাছে ঘটকালী করতে আসি? আর তোমার বে না দিয়ে তোমার টাকা ছোঁব? তোমার মার সঙ্গে একবার ছেলেবেলা আদর করে "বেলযুঁই ফুল" পাতিয়ে ছিলেম———সেই সুবাদ যদি না থাকত, কোন শালী আর তোমার বাড়ী মাড়াত! ঘটকালীবিদায় নিই বলে কি আমার চাঁড়াল মন? আপনার পর জ্ঞান নেই? মায়া মমতা নেই? কেবল টাকাই চিনি? (অভিমানাশ্রুবর্জ্জন।)

ধীরে। (লজ্জিত ও নম্রভাবে) ঘটকীঠাকরুণ, আমার অপরাধ হয়েছে! কথাটা রূঢ় হয়েছিল, স্বীকার করি, কিন্তু আমি কিছু বিশেষ মন্দ ভেবে বলি নি।

কল্যা। (সুস্নিগ্ধস্বরে) আচ্ছা. বল, বে করবে?

একজন ভৃত্যের প্রবেশ।

ভৃত্য। এই খানা এই মত্তর এল। (ধীরেন্দ্রহস্তে তাড়িতসংবাদ-লিপিপ্রদান।)

[ভৃত্যের প্রস্থান।

ধীরে। (পাঠান্তর, আনন্দোত্তেজিতকণ্ঠে) ঘটকীঠাকরুণ, ঘটকীঠাকরুণ, অনন্ত আজ আসছে, আমার ভাই আসছে, আমার ভাই আজ বাড়ী আসছে! তুমি আমার ভাইকে দেখ নি?

কল্যা। না। যখনই এসেছি, "কলকেতায় পরীক্ষার জন্য পড়ছে," এই উত্তর পেয়েছি।

ধীরে। ঘটকীঠাকরুণ, আমার ভাইকে দেখতে চাও, ত চক ধুয়ে এস। এমন কখনও দেখ নি, দেখবে না।

কল্যা। বটে! আচ্ছা, আজ দেখে চক সার্থক করব। আহা, আহা, আমার বেলফুলের ছোট ছেলে, বিধাতা করুন, বেঁচে থাকুক! বয়স কত?

ধীরে। এই আমার চেয়ে ৫ বৎসরের ছোট।

কল্যা। তুমিই না তাকে মানুষ করেছ?

ধীরে। হ্যাঁ, ঐ, এক রকম বটে। অনন্ত যখন চার মাসের, পিতার কাল হয়। মা তখনও সম্পূর্ণ ভাল হন নি। সেই শোকে, তার দুমাসের মধ্যে, তিনিও আমাদের ছেড়ে গেলেন। মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে—আমি বাইরে খেলা করছিলেম—আমাকে ডাকিয়ে পাঠিয়ে, খোকাকে আমার কোলে দিয়ে বললেন, "বাবা, তোমার ছোট ভাই, এর আর কেউ নেই, একে দেখো।" (অশ্রুত্যাগ।) আমি তাঁর কথা অবহেলা করি নি।

কল্যা। (চক্ষু মুছিয়া) না, না, অমন কথা কেউ বলতে পারে না। ঐ নিয়ে জগৎসুদ্ধ লোক তোমার প্রশংসা করে। তা, তোমাকে মানে ত?

ধীরে। আমার বিরুদ্ধে একবার একটা কথা বলে দেখ না, মানে কি না! তোমার মাথাটা বেশি ক্ষণ যোড়া থাকবে না!

কল্যা। আজ কাল ছেলে বাপকেই মানে না, তা দাদা ত দাদা, তাই জিজ্ঞেস করছিলেম। শুনে, যা হোক, সুখী হলেম।

ধীরে। ঘটকীঠাকরুণ, তোমাকে ত আগেই বলেছি, আমার ভায়ের মত কেউ নেই! বয়স হয়েছে, বিদ্যা হয়েছে, লোকসমাজে গণ্যমান্য হয়েছে, কিন্তু আমার সঙ্গে এখনও ঠিক সেই ছেলেবেলার ভাব।

কল্যা। ভাল, ভাল। তুমি তাকে যত্ন আদর কর, আর সে তোমাকে শ্রদ্ধাভক্তি করে, এ বড়ই আহ্লাদের কথা।

ধীরে। (ঈষৎ হাস্যের সহিত) ঘটকীঠাকরুণ, ঐ শ্রদ্ধাভক্তিটে কিন্তু আর এক কথা! অনন্ত আমার সঙ্গে ইয়ার্কি দেয়!

কল্যা। বড় ভায়ের সঙ্গে ইয়ার্কি!

ধীরে। হানি কি? ঘটকীঠাকরুণ, আমার বিশ্বাস বয়সে ভায়ে ভায়ে ইয়ার্কিতে ইষ্ট বই অনিষ্ট নেই। বাইরের পচা ইয়ার্কি, যার অনুগ্রহে অনেক সময় পাপের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়ে যায়, সেটা বন্ধ থাকবার একটা পথ থাকে।

কল্যা। তা, তোমাদের ভায়ে ভায়ে যদি এত ভাব, তার একটী বে দাও, আর নিজেও কর।

ধীরে। "হরের্নাম, হরের্নাম, হরের্নামৈব কেবলম্"! "আপনি পায় না, রামসন্নাকে ডাকে"!

কল্যা। (বিরক্তভাবে) তা, নিজে বরাবর আইবুড় থাকবে, আর ছোট ভাইকেও সেই রকম রাখবে না কি?

ধীরে। (গাম্ভীর্য্যসহকারে) ঘটকীঠাকরুণ, অনন্তের বিবাহসম্বন্ধে আমি কখনও হস্তপ্রসারণ করব না। করে, ভাল—না করে, তাও ভাল। কিন্তু আমি করব না। মনের কথা খুলে বলি, শোন। ঘটকীঠাকরুণ, যে ভ্রাতৃবিবাদে আমাদের এত সম্ভ্রান্ত কুল একেবারে উচ্ছিন্ন যাচ্ছে, লয় পাচ্ছে, তার মূলে ঘরের স্ত্রী—যায়ে যায়ে ঈর্ষাকলহ। সেই ঈর্ষাকলহ, সেই বিবাদবিসম্বাদ আমাদের এই বংশাবাসে, এই সুখের আলয়ে, আনতে আমার ইচ্ছা নাই।

কল্যা। সব যায়ে যায়ে ত আর ঝগড়া করে না?

ধীরে। আমি অনিশ্চিতের জন্য নিশ্চিতটা পরিত্যাগ করতে পারি নে। হাতের লক্ষী পায়ে তাড়াব?

কল্যা। তা, এই বংশটা লোপ হয়ে যাক?

ধীরে। (চিন্তিতভাবে) তাও ত বটে। তা—না—হয়—অনন্ত—বে —করুক——আমাকে জেঠা বলে ডাকবে।

কল্যা। (হাস্যবদনে) কে গো, বড়বাবু, তোমার ভাদ্রবউ তোমাকে জেঠা বলে ডাকবে না কি?

ধীরে। আঃ, না, না——

(বহির্দ্দেশে) "দাদা, দাদা।"

ধীরে। ঐ যে, অনন্ত এসেছে!

[দ্রুতবেগে প্রস্থান।

কল্যা। (ধীরেন্দ্রের তাদৃশ দ্রুতপ্রস্থানে আশ্চর্য্য হইয়া) ভ্যালা যা হোক!——বলে, "আপনি পায় না, রামসন্নাকে ডাকে"। আপনিও পাবে, রামসন্নাও পাবে। "হাতে দিলাম মাকু, ভ্যা করত বাপু"! (শিরঃ-সঞ্চালনপূর্ব্বক) দেখবে, দেখবে, তোমাদের দুজনকেই ভ্যা করাই কি না!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

ধীরেন্দ্রকুমারের বাটীর এক গৃহ।

এক দিক্ হইতে অনন্তের ও অপর দিক্ হইতে ধীরেন্দ্রের প্রবেশ।

অনন্ত। দাদা, দাদা——

ধীরে। আরে, অনন্ত এসেছিস! (সস্নেহে পরস্পরালিঙ্গন ও দুই খানা চৌকী টানিয়া লইয়া উভয়ের উপবেশন।)

ধীরে। এ বারে এত শীঘ্র এলে কেমন করে?

অন। পরীক্ষার ফল নির্দ্দিষ্ট সময়ের এক পক্ষ পূর্ব্বে বেরয়। ঐ শেষ।

ধীরে। সব ভাল ত?

অন। পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন রূপে—শারীরিক, মানসিক, বৈবাহিক। দাদা, তুমি নিজে ভাল আছ ত?

ধীরে। এই যেমন রেখেছেন।

অন। আচ্ছা, "এক পোষে শীত যায় না"। বাড়ির এঁয়ারা, (গলা সাড়া দিয়া) বলি, বাড়ির এঁয়ারা সব ভাল আছেন ত?

ধীরে। আপনার আশীর্ব্বাদে। তুমিই "বৈবাহিক" বলে আরম্ভ করেছিলে। তা, আপনার কনিষ্ঠ জামাতার বাতরোগের কিঞ্চিৎ উপশম হয়েছে কি?

অন। তোমাকে ত আর বৈবাহিক বলি নে? আমার কনিষ্ঠ জামাতা কচুবৃক্ষোপরি আরোহণ পূর্ব্বক, লাঙ্গুল [বাড়াইয়া, দুই হস্তে,] পোড়া নয়, কাঁচা কচু ভক্ষণ করিতেছেন। তা, সে যা হোক, আমার প্রশ্নের এখনও উত্তর দেও নি। বলি, তুমি ভাল আছ ত?

ধীরে। দেখতে পাচ্ছ না? পরিধির বৃদ্ধিতেই তার পরিচয়!

অন। "অহঙ্কার ধায় পতনের পূর্ব্বে"। আমি তোমার মোটাত্বের পরীক্ষা করতে চাই।

ধীরে। গজ দিয়ে?

অন। বোকাসুর গণ্ডমূর্খ! আমি দেখতে চাই, তোমার মোটাত্ব, যা নিয়ে তুমি এত গর্ব্ব করলে, সে টা বলাধান-সূচক মাংসের আয়, না কেবল—না কেবল—দূর ছাই, তাড়াতাড়িতে একটা লম্বা চৌড়া উপমা পেলেম না—না কেবল ফাঁপাত্ব।

ধীরে। কেমন করে দেখবে?

অন। ওঠ, ডাঁড়াও, দেখাচ্ছি। (ভ্রাতৃদ্বয়ের উত্থান।) রাজধানীতে অনেক বিদ্যা শিখেছি। তার মধ্যে একটী আবশ্যকীয়তম হচ্ছে সরষ্টি-বিদ্যা। তোমাদের পাড়াগেঁয়ে ঘো—ও—ও—ষা—ঘুষি নয়, যথার্থ কীল-কবিজ্ঞান। এতে অনেক কল কৌশল আছে, শিখতে অনেক সময়ও লাগে। একটা প্রধান কথা এই—দক্ষিণ হস্ত রক্ষা করে, বাম হস্ত আঘাত দেয়। এইরূপ। (প্রদর্শন।)

ধীরে। ও আবার কি ধারা? ডান হাতেই ত প্রহার সহজে আসে।

অন। আমি বলিছি কি না, তুমি একটা চাষা! দাদা, শেখ, শেখ। পড়েইছ ত—"গৃহীত ইব কেশেষু," ইত্যাদি, ইত্যাদি। লাগে?

ধীরে। (বাহুসঞ্চালনপূর্ব্বক) কেমন বাধ বাধ ঠেকে, কিন্তু আপত্তি

নাই। (পরস্পরকে আঘাত করিবার চেষ্টায় কিয়ৎকাল তাঁহাদিগের অগ্রসরণ, পশ্চাদ্গমন, ইত্যাদি।)

অন। (ধীরেন্দ্রের কপালে মুষ্টিন্যাস করিয়া) শিক্ষা ও অভ্যাস—এক।

ধীরে। উ—হুঃ—হুঃ। (আহত স্থানে একহস্তপ্রদান ও অপরহস্ত-দ্বারা স্বরক্ষা।)

অন। শিক্ষা ও অভ্যাস—দুই। (ধীরেন্দ্রের চিবুকে কীলযোগ।)

ধীরে। উ—হুঃ—হুঃ। (চিবুকে হস্তস্পর্শ।)

অন। আর———

ধীরে। আর স্বাভাবিক বল ও সাহস—তিন! (দক্ষিণ হস্ত দ্বারা সবলে অনন্তের বক্ষে মুষ্ট্যাঘাত, ও অনন্তের পতন।)

অন। (উত্থানপূর্ব্বক) ও যে নিয়মবিরুদ্ধ হল, ডান হাতে———

ধীরে। আচ্ছা, ফের লাগে? (মুষ্টিচালনা।)

অন। না, আপাততকার পক্ষে যথেষ্ট হয়েছে। তুমি বড় ভাই কি না, বেশি শাস্তি দিলে তুমি মনে দুঃখ পাবে যে———তা, আর এক দিন দেখা যাবে। (দুইজনের উপবেশন।) দরোয়ান বললে, যে তুমি ঘটকীর সঙ্গে ইয়ার্কি দিচ্ছ। তাৎপর্য্য?

ধীরে: (স্মিতাস্যে) দরোয়ান বললে, আমি ঘটকীর সঙ্গে ইয়ার্কি দিচ্ছি!

অন। ও ত হল প্রশ্নের পরিবর্ত্তে প্রশ্ন। আমি জিজ্ঞাসা করলেম, তাৎপর্য্য। তাৎপর্য্যটা কি?

ধীরে। ও সেই পুরণ গল্প। বে করতে বলে।

অন। হরি হে, রক্ষা কর! তা, দাদা, তুমি বে কর না কেন?

ধীরে। আর তুমি?

অন। জ্বালাও কেন, দাদা, বেশ আছি। সুখে থাকতে ভূতে কীলয়।

ধীরে। বলে, বংশলোপ হবে।

অন। বংশ গিয়ে শিকেয় ঝুলুন!

ধীরে। তা, ওখানকার কিছু নূতন সংবাদ আছে কি?

অন। (গম্ভীরস্বরে) সূর্য্যের নিম্নে নূতন কিছুই নাই।

ধীরে। ওটা বাঙ্গালা হল কি না, জানি না, কিন্তু ওর অতলস্পর্শ

গভীরতার বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই! এমনি অতলস্পর্শ গভীরতা, যে অমিশ্র জড়িমা হতে তাকে বিভেদ করা বড়ই কঠিন!

অন। তোমার এত বড় আস্পর্দ্ধা, আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী, শ্রীল, শ্রীযুক্ত, অনন্তকুমার সর্ব্বজয়ী, তুমি আমাকে নীরেট বোকা বল?

ধীরে। (করযোড়ে) হে সর্ব্বজয়ী মহাশয়, হে আধুনিক লাপ্লাস মহাশয়, নূতন কিছু-কি দেখেছেন?

অন। দাদা, পড়ার ধমকে আত্মাপ্রাণ শুকিয়ে যায়, অন্য কিছু দেখবার শোনবার সময় থাকে না। তবে পরীক্ষার পর বারকয়েক এখানে সেখানে গিয়েছিলেম। দু দিন "নব রঙ্গালয়ে" অভিনয় দেখতে গিয়েছিলেম।

ধীরে। (সোৎসুকে) বটে, বটে! কেমন দেখলে?

অন। অভিনেতাদের মধ্যে অকর্ম্মণ্যও আছে, ভালও আছে। কিন্তু শুনতে পাই, না কি, পূর্ব্বের ন্যায় আর এখন কেউ নেই।

ধীরে। ওটা, কি জান, ভাই, "যে মাছটা পালিয়ে যায় সেই মাছটাই বড়"। আমাদের এখনকার অভিনেতারা যে তাঁদের পূর্ব্ববর্ত্তীদের অপেক্ষা বিশেষ নিকৃষ্ট, তা সম্ভবপর বলে বোধ হয় না। বাঙ্গালীদের বুদ্ধি কি এরি মধ্যে অধোনতির দিকে প্রবহমান হয়েছে?

অন। শালীরা, কিন্তু দাদা, বড়ই চমৎকার অভিনয় করে!

ধীরে। (নিজ চৌকী অনন্তের নিকটতর প্রদেশে আনয়ন পূর্ব্বক) বটে, বটে!

অন। দাদা, তুমি যদি একবার দেখতে যাও, ত মোহিত হয়ে যাবে!

ধীরে। বটে, বটে!

অন। রঙ্গভূমির অধ্যক্ষের মাথায় হাত বুলিয়ে, যবনিকান্তরালে, বেশ-গৃহে পর্য্যন্ত একবার গিয়েছিলেম!

ধীরে। বটে, বটে! ভিতরে গিয়ে কি দেখলে?

অন। (চৌকী ধীরেন্দ্রের নিকটতর করিয়া) দাদা, অভিনেত্রীদের সঙ্গে আলাপ করলেম—অর্থাৎ—অর্থাৎ—বুঝলে কি না, দাদা, তাদের সঙ্গে কিঞ্চিৎ আ—আ—আলাপ করলেম!

ধীরে। (চৌকী অনন্তের আরও নিকটে আনিয়া) হিঃ হিঃ হিঃ, বটে,

বটে ! তা, খুলেই বল না, কি হল ! ভয় কি ? আমি ইয়ার্কির কথা শুনতে খুব ভাল বাসি ! নটীরা তোমার সঙ্গে কথা কইলে ?

অন। হুঁঃ, কথা কইলে ? আমি কওয়ালেম।

ধীরে। বটে, বটে ! এই "বৌ কথা ক"র গোছ না কি ?

অন। না, না, প্রশংসা করে। প্রশংসার ধারা জানলে, বোবাকে পর্য্যন্ত কথা কওয়ান যায়, ত নটী ত নটী !

ধীরে। বটেই ত, বটেই ত ! হাজার হোক, আমার ভাই কি না ! তা, ব্যাপার খানা কি হল, ভেঙ্গেই বল, ছাই !

অন। এক জনকে বললেম, "হে অভিনেত্রী——

ধীরে। হিঃ হিঃ হিঃ ! (অনন্তকে "কাতুকুতু" প্রদান, ও তন্মুখে "গোঁ" শব্দ।) "হে অভিনেত্রী," তার পর ?

অন। তুমি তাড়াতাড়ি কর কেন ? বললেম, "হে অভিনেত্রী, এই যে রমণীয় অভিনয় হল, এতে গুণগরিমা অধিক কার, রচয়িতার বা নাটকারিণীর, সে টা তর্কের স্থান" !

ধীরে। হিঃ হিঃ হিঃ ! সত্য সত্য বললে, ভয় পেলে না ?

অন। হুঁঃ, ভয় ? আর একজনকে বললেম, "হে নটীবরা, এই অংশের অভিনয় অভিনয় নয়, অভিনেত্রীর নিজপ্রতিভাকৃত সৃষ্টি" !

ধীরে। (সন্দিহান ভাবে) বলি, তুমি ফচকিমি করছ না ত ?

অন। হুঁঃ, ফচকিমি ? তৃতীয়াকে বললেম, "নাটরাজ্ঞী, দ্রষ্টাগণ মুগ্ধ, শ্রোতৃবর্গ মুগ্ধ—মৃতবৎ মুগ্ধ। তারা অভিনেত্রীর না স্বরমাধুর্য্য, না অভিনয়-সৌন্দর্য্য, না অপূর্ব্বপরিচ্ছদবিন্যাসকারুকার্য্য, না অমলবিমোহনরূপচ্ছবি-কিরণবিভূতি, কিসের যে প্রথম প্রশংসা করবে, তা ঠিক করে উঠতে পারছে না" !

ধীরে। (স্বগত) আমার ভারি সন্দেহ হচ্ছে, ছোঁড়াটা উপরচালাকী করছে ! স্ত্রীলোকের সম্মুখে ওর কখন জিব ফুটতে দেখি নে ! (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, এই বেশগৃহের প্রবেশদ্বার কোন দিকে ?

অন। (সসাহসে) কেন, দক্ষিণ দিকে। চতুর্থাকে— (ধীরেন্দ্রকে উঠিতে দেখিয়া) যাও কোথায় ?

ধীরে। নাঃ, কোথাও যাচ্ছি নে। (পুস্তকাধার হইতে গোপনে একখণ্ড মানচিত্র ও একখানা সংবাদপত্র গ্রহণ, ও তদ্দর্শন।) আচ্ছা, ভাই, অভিনেত্রীদের সঙ্গে এত আলাপ করেছ, ওদের দু এক জনের নাম বল ত।

অন। হুঁঃ, দু এক জনের? ভবগঙ্গা, দীর্ঘকেশী, উষ্ট্রমুখী, ঊর্ম্মিলা, বসুন্ধরা———

ধীরে। বেশগৃহের দ্বার নিশ্চয়ই নাট্যশালার দক্ষিণে?

অন। হুঁঃ, দক্ষিণে না ত কি পশ্চিমে? আমার দিগ্বিদিক্ জ্ঞান নেই, বুঝি?

ধীরে। আর অভিনেত্রীদের নাম হল গে———

অন। হয়েশ্বরী, গজতারিণী, বেত্রসিংহা, ক্ষেমঙ্করী———

ধীরে। ঐ আগে যে বললে, ভবগঙ্গা, দীর্ঘকেশী———

অন। কি আপদ্! এরাও, ওরাও। তা, তুমি ওখানে কি করছ? এইখানে এস, শোন, চতুর্থাকে কি বললেম। বললেম, "হে মঞ্চদেবী———

ধীরে। (দন্তমধ্য হইতে) এই যে আসছি!

অন। বললেম, "হে মঞ্চদেবী, হে অতুলনে, আমি যদি———

ধীরে। (অনন্তের নিকটে আগমনপূর্ব্বক, তৎপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া) "হে মঞ্চদেবী, হে অতুলনে, আমি যদি"—বল, শেষ কর।

অন। তুমি বস না?

ধীরে। এই যে বসছি। বল—"আমি যদি"———

অন। "আমি যদি পৃথিবীর সম্রাট্ হতেম———

ধীরে। এই তোমাকে পৃথিবীর সম্রাট্ করছি। (ঝটিতি অনন্তকে আক্রমণ, ও তাঁহার উভয় পার্শ্বে অতিশয় "কাতুকুতু" প্রদান দ্বারা তাঁহাকে ভূপাতিত করণ, এবং তৎসন্নিকটে উপবিষ্ট হইয়া পুনরায় তাঁহাকে "কাতুকুতু" প্রদান।)

অন। ওঃ, আঃ, গেঁা। বলি, বৃত্তান্তটা কি? গেঁা, গেঁা———

ধীরে। বৃত্তান্ত টা কি? আজ আমি তোকে কীচকবধ করব! ("কাতুকুতু" প্রদান।) আমি প্রথম থেকেই সন্দেহ করছিলেম! বেশগৃহের দ্বার দক্ষিণে, বটে? ("কাতুকুতু" প্রদান, ও অনন্তের চীৎকার।) আমি মান-

চিত্রে দেখলেম, দক্ষিণে প্রাচীর, দ্বারমাত্র নেই, আবাসবাটীর ঘনসন্নিবেশ। দক্ষিণে দ্বার, বটে? ("কাতুকুতু" প্রদান, ইত্যাদি।) আর সংবাদপত্রের নাটকীয় স্তম্ভে, বিজ্ঞাপনে দেখলেম, ও নামের একজনও অভিনেত্রী নেই। ("কাতুকুতু" প্রদান, ইত্যাদি।) আমার সঙ্গে ইয়ার্কি?

অন। (সান্দ্রভাবে শ্বাসপরিত্যাগের সহিত) কেন তুমি যে বললে, "আমি ইয়ার্কির কথা শুনতে খুব ভাল বাসি"!

ধীরে। সে সত্যকার ইয়ার্কি। আমার সঙ্গে মিথ্যা ইয়ার্কি? ("কাতুকুতু" প্রদান, ইত্যাদি।)

অন। আমি মনে করেছিলেম, তোমার সঙ্গে একটু রঙ্গ করব, তুমি কিছু জান না, ধরা পড়ব না। তুমি পাঁজি পুঁথি নিয়ে আসবে, তা কে জানে!

ধীরে। ("কাতুকুতু" প্রদান পূর্ব্বক) কেন, পৃথিবীর সম্রাট্ হবে না? মুখচোরা, কাপুরুষ, স্ত্রীলোক দেখলে তুমি ভয় পাও, তুমি অভিনেত্রীদের সঙ্গে ইয়ার্কি দেও? ("কাতুকুতু" প্রদান, ও অনন্তের তারধ্বনি।) বল্, ঘাট হয়েছে?

অন। তোমার ঘাট হয়েছে।

ধীরে। আমার ঘাট হয়েছে? ("কাতুকুতু" প্রদান।) (হঠাৎ তাঁহাকে ফেলিয়া দিয়া অনন্তের উত্থান ও ধাবন। ধীরেন্দ্রের অবিলম্বে স্বোদ্ধার ও অনন্তানুসরণ।)

অন। (একখানা চৌকী লইয়া আত্মসংরক্ষণসহ) বললেম, "হে নাট-রাজ্ঞী, হে অতুলনে, আমি যদি পৃথিবীর সম্রাট্ হতেম, সেই সাম্রাজ্য——

(ধীরেন্দ্রকর্তৃক অপর একখানি চৌকী উত্তোলন ও অনন্তকে পরাভব করণের চেষ্টা।)

অন। "সেই সাম্রাজ্য——

[চৌকীহস্তে পলায়ন।

[ধীরেন্দ্রের তৎপশ্চাদ্ধাবন।]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

ধীরেন্দ্রকুমারের বাটীর এক অনত্যুচ্চ বারাণ্ডা।

কল্যাণীর প্রবেশ।

কল্যা। চাকর টা বললে, তাঁরা এই দিকে আছেন। এই ঘরটায় এক বার দেখি।

চৌকীসমেত, দ্রুতগতিতে অনন্তের প্রবেশ।

কল্যা। (সত্রাসে) ও মা, এ কে গো!

অন। (চৌকী ন্যস্ত করিয়া, হাঁপাইতে হাঁপাইতে, তদুপরি উপবেশন।) কীচকবধ! একশ টা কীচকবধ এর চেয়ে ভাল! বাবা রে! এর ধাক্কা সামলাতে আমার তিন ঘণ্টা লাগবে! দাদা টা অত চালাক, তা কে জানে! আমি ভেবেছিলেম, আমি বন দেশে শেল রাজা! যা হোক, এই ছ মাস দাদার সঙ্গে দেখা হয় নি, এক চোটে তার শোধ তুলে নিয়েছি! দাদার সঙ্গে মধ্যে মধ্যে একটু ইয়ার্কি না দিলে, প্রাণ টা ছোঁক ছোঁক করে! কেমন সেই ছেলেবেলা থেকে অভ্যাস হয়ে গিয়েছে, যেখানেই যাই, দাদাকে না পেলে মনটা বসে না।——দাদা না থাকলে যে কি করতেম, বলতে পারি নে। লোকে বলে, মা-মরা ছেলের মত দুঃখী আর কেউ নেই। কৈ, আমি ত তার কিছুই দেখলেম না। আমার বেশ মনে আছে, আমার একবার ব্যারাম হলে——(কল্যাণীকে দর্শন করিয়া সচকিতে উত্থান ও চৌকীর অন্তরালে স্থিতি।)

কল্যা। (নিকটে আসিয়া) ছোটবাবু, আমি কল্যাণী ঘটকী—তোমাকে কীচকবধ করব না, ভয় নেই!

অন। (স্বগত) ওঃ, সেই ঘটকী! তা বেড়ে হয়েছে! দাদার মুণ্ডুটা চিববার একটা পন্থা করছি, দাঁড়াও! (প্রকাশ্যে) ঘটকীঠাকরুণ, ইত্যগ্রে তোমাকে কখনও দেখি নে বটে, কিন্তু দাদার মুখে অনেকবার তোমার নাম

শুনেছি। তা, তাঁর সঙ্গে তোমার পূর্ব্বে পরিচয় বলে, তাঁতে আমাতে কিছু ইতরবিশেষ করবে না ত?

কল্যা। বালাই, ইতরবিশেষ! তোমরা দু জনেই আমার বেল ফুলের ছেলে, দু জনেই সমান আদরের জিনিস, ইতরবিশেষ কেন করব গা?

অন। আচ্ছা, ঘটকীঠাকরুণ, তুমি শুনেছ দাদাতে আর আমাতে খুব ভাব, আমি কখনও দাদার বিরুদ্ধে মিছিমিছি কোনও কথা বলব না?

কল্যা। তোমাদের ভায়ে ভায়ে ভাব ত রাষ্ট্র কথা।

অন। ঘটকীঠাকরুণ, এখানে আর কেউ নেই, তোমাকে একটা কথা বলি, শোন, কাকেও বলবে না ত?

কল্যা। কোন শাল্টি কাকেও বলবে!

অন। (নিম্নস্বরে) আমার দাদা পাগল হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছেন!

কল্যা। (ভয়াশ্চর্য্যে) য়ঁ্যা, সে কি?

অন। ঐ, আর কিছু নয়, বের জন্য পাগল হয়েছেন। স্ত্রীলোকের নাম শুনলে হাঁপাতে আরম্ভ করেন।

কল্যা। বাঃ, আমি যার এই পাঁচ বচ্ছর ধরে বের জন্য তাঁকে ঝুলঝুলি করছি, এতই যদি বের পাগল, বে করেন না কেন? আটক কিসে?

অন। ঘটকীঠাকরুণ, গুহ্য কথা বলা বড়ই দোষ, বিশেষতঃ নিজের দাদার প্রতিকূলে।———তুমি অবশ্য "কিরাতার্জ্জুনীয়" পড়েছ?

কল্যা। (সস্মিতে) আমি আবার ইংরিজী পড়লেম গো কবে, ছোটবাবু!

অন। না, না, ও একখানা সংস্কৃত মহাকাব্য, অর্থাৎ, ভয়ঙ্কর পুঁথি। তা, ঐ, তাতে রাবণ একদিন বিভীষণকে বলছেন———

"সতম্ব্রয়াৎ, প্রিয়ম্ব্রয়াৎ, ক্রয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্"।

বুঝেইছ ত, ঘটকীঠাকরুণ, "ক্রয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্"—"সত্যমপ্রিম্।"

কল্যা। ওঃ, ঐ যে ভালবাসার কথা হচ্ছে, বটে? ঐ যে "প্রিম্" কি বললে?

অন। না গো, ঘটকীঠাকরুণ, তা নয়। রাবণ কহিছেন, "হে মার পেটের ভাই বিভীষণ, তুমি যদি সেই ম্লেচ্ছানী বিবিটেকে আমার বিপরীতে কিছু বলতে চাও, বলো, কিন্তু দুঃখের সহিত বলো, কারণ আমি দাদা।"

সেই রকম আমিও আমার দাদার কথা বলব, কারণ সত্যের দায়, কিন্তু দুঃখের সহিত—নিরতিশয়, হৃদয়ভেদী দুঃখের সহিত। ঘটকীঠাকরুণ, দাদা বের জন্য পাগল, অথচ বে করেন না—এই সমস্যা আমাকে পূরণ করতে বলছ? তবে বলি, শোন। দাদার অনেক গুণ, কেবল একটা ভয়ানক দোষ—ভারি মুখচোরা, কাপুরুষের একশেষ, স্ত্রীলোক দেখলে ভয় পান!! আমার মত নয়! আমি কিছুতেই ভয় পাই নে! এই যেমন, তোমাকে কখনও আগে দেখি নে, কিন্তু অকস্মাৎ দেখে কি ভয় পেয়েছিলেম?

কল্যা। (ঈষৎস্মিতমুখে) নাঃ, আমাকে দেখে একটুও ভয় পাও নি! পাবেই বা কেন, আমি ত আর বাঘ ভাল্লুক নই!

অন। দাদা মনে মনে খুব বে করতে চান, কিন্তু ত্রাসে এগন না! ঘটকীঠাকরুণ, এর একটা উপায় কি, বল দেখি? আমি দাদার বিবাহের জন্য চিন্তায় ব্যাকুলাত্মা হয়েছি।

কল্যা। ছোটবাবু, তোমার সঙ্গে নিরিবিলি দেখা হয়ে বড়ই ভাল হয়েছে। আমরা দু জনে পরামর্শ করে এর একটা বিধি করতেই চাই। তা, তুমি তাঁকে ভাল করে বুঝিয়ে বল না কেন যে প্রথম প্রথম একটু আতঙ্ক হতে পারে বটে, কিন্তু ক্রমে সে সব সেরে যাবে?

অন। হুঁঃ, বুঝিয়ে বলি নে কেন? এসে অবধি করছিলেম কি? কত বললেম, কত বোঝালেম, "বলি, দাদা, স্ত্রীলোকেরা যথার্থই মনুষ্য-জাতির মধ্যে পরিগণিত, হিংস্র চতুষ্পদও নয়, বক্রগামী সরীসৃপও নয়, আমাদেরই মত শৃঙ্গ পক্ষহীন, লাঙ্গূলত্যক্ত দ্বিপদ। বিপদের কোনও আশঙ্কাই নেই, আর আমি সদা সর্ব্বদা নিকটে থাকব, যদিই কখনও কিছু ভয়ের কারণ উপস্থিত হয়, প্রাণ দিয়ে পর্য্যন্ত তোমাকে রক্ষা করব"। কিন্তু "চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী"।

কল্যা। (সহাস্যে) তা, তিনি কি বলেন?

অন। বলবার আছে কি, তা বলবেন? লোক তর্কে পরাস্ত হলে যা করে, দাদাও তাই করেন——হস্তের ব্যাপার। আমার বেলা, "কাতু-কুতু"। বললেন, "ফের বের নাম করলে তোকে কীচকবধ করব।" সেই ভয়ে আমি পালিয়ে এলেম।

কল্যা। (হাস্যমুখে) ছোটবাবু, আমার বোধ হচ্ছে, এর মধ্যে তোমার ভেজাল আছে খানিক টা! কিন্তু আসল কথা টা ঠিক। তোমার দাদার শীঘ্র বে করা উচিত, বয়স হতে চল্‌ল।

অন। আমিও ত তাই বলি, আমিও ত তাই বলি। দিন যায়, রয় না। আর দেখ, ঘটকীঠাকরুণ, এই সঙ্গে একটা কথা বলে নিই। দাদার জন্য খুব চালাক, চচ্চড়ে, ফটফটে, সরসরে, কিছু বললে অমনি মাথায় চড়ে বসে, এমনি একটা মেয়ে যোগাড় করতে চাও। ঐ তোমার নম্রা, বিনয়-মধুরা, লাজশালিনী, কাণে ভেঁপু বাজালেও মুখ দিয়ে কথা সরে না, আধ-মরার গোছ মেয়ে হলে চলবে না।

কল্যা। (হাস্যবদনে) তা, আমি একটা বেহায়া, ঝগড়াটে, মেয়ে কোথা থেকে ধরে আনব গো, ছোটবাবু?

অন। ঘটকীঠাকরুণ, তুমি বুঝলে না। বেহায়া, ঝগড়াটে মেয়ের কথা বলছি নে। দাদাকে বশে রাখতে পারে, এই আমার মানে। দাদারই ভালর জন্য। আমি যদি কোনও সুপরামর্শ দিই, এই মনে কর, যদি বলি, "দাদা, বুড় বয়সে আর নাটক দেখতে গিয়ে, যত রাজ্যের পচা, পচকুড় নটীগুণর সঙ্গে ইয়ার্কি দিও না, দেখায়ও না ভাল, শোনায়ও না ভাল", দাদা তক্ষণি চড়াও করে বসেন, আমার পাশের চামড়া কিঞ্চিৎ পাতলা, "কাতুকুতু" দিয়ে আমার সর্ব্বনাশ করেন, আর আমার হুঁ করবার যো থাকে না! কিন্তু বৌ যদি দু ট কথা বলে—আমি আড়ালে থেকে শিখিয়ে দেব, বুঝতেই পেরেছ—বৌ যদি দু ট ছেড়ে দশ টা বলে, দাদাকে অমনি বোবার মত চুপ করে বসে থাকতে হবে, আমার অপমানের শোধ যাবে।

কল্যা। (সহাস্যে) আর বৌকেও যদি ঐ রকম "কাতুকুতু" দিয়ে বশ করেন?

অন। বাহবা, দাদা যে পুরুষ মানুষ, স্ত্রীলোকের গায়ে হাত দেবেন কেমন করে!

কল্যা। (সস্মিতে, স্বগত) আহা, আহা, ছেলেমানুষ, সোজা মন, কিসে কি হয়, কিছুই বোঝে না। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, ছোটবাবু, ঐ সঙ্গে কেন তুমিও একটা বে কর না, বেশ রাঙ্গা টুকটুকে বৌ হবে, তোমার পাশে পাশে বেড়াবে———

অন। (সত্রাসে, স্বগত) কাঁদে পা পড়েছে রে! (প্রকাশ্যে) ঘটকী-ঠাকরুণ, আমি আহ্লাদের সহিত তোমাকে বাধিত করতেম, কিন্তু ঘোর অন্তরায়—(দীর্ঘনিশ্বাসাদিসহ) আমার যক্ষ্মাকাশ আছে। বিবাহের অল্প দিন পরেই যদি আমি কালের করাল গ্রাসে পতিত হই, আমার স্ত্রী বিধবা হবে, আর তুমি ত জান, ঘটকীঠাকরুণ, বিধবার জীবন, সুখের জীবন নয়। পুনরায় বিবাহ করতে পারে বটে, কিন্তু আমার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই ত তা করতে পারবে না? লোকলজ্জার অনুরোধেও না হোক, কিছু দিন অপেক্ষা করে থাকতে হবে। আর ভেবে দেখ দেখি, ঘটকী-ঠাকরুণ, সেই বৈধব্যদাহন, যদিও অচিরস্থায়ী, কি ভয়াবহ! (দীনস্বরে) আহা, আহা, ক্ষুদ্র বালিকা একাদশীর ভীমভার বহন করবে কেমন করে? ক্ষুদ্র বালিকা! ক্ষুদ্র বালিকা! না, ঘটকীঠাকরুণ, আমার বিবাহ অসম্ভব, কারণ অনুচিত, কিন্তু দাদার———

বহির্ভাগে।

"অনন্তটা কোথায় লুকিয়েছে, খোঁজই পাচ্ছি নে। দেখি, যদি এইখানে থাকে।"

অন। ঘটকীঠাকরুণ, তোমার পাএ পড়ি, দাদাকে বলো না। আমাকে দেখলেই কীচকবধ করতে আরম্ভ করবেন। কিন্তু তাঁর বের কথাটা ভুলো না। (সত্বর তিরস্করিণীপার্শ্বে লুক্কায়ন।)

ধীরেন্দ্রের প্রবেশ।

ধীরে। ঘটকীঠাকুরুণ যে!!

কল্যা। এই তোমার কাছে আসছিলেম গো, বড়বাবু। ছোটবাবুর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে।

ধীরে। (সগর্ব্বে) কেমন, আমার ভায়ের সদৃশ কাকেও দেখেছ?

কল্যা। আহা, বেঁচে থাকুক, বেঁচে থাকুক, বড় ভাল ছেলে। (কিঞ্চিৎ অপসরণ পূর্ব্বক, অনুচ্চস্বরে) তাঁকে কেমন ক্ষীণ ক্ষীণ বলে বোধ হল। তাঁর সম্প্রতি কোনও ব্যারাম ট্যারাম হয় নি ত?

ধীরে। অনন্তর ব্যারাম! ষণ্ডামার্ক! প্রত্যহ কুস্তি করে! ব্যারামের মধ্যে ফচকিমি! তাতে নাম সার্থক—অনন্ত!

কল্যা। বলি, তাঁর কখনও কোনও যক্ষ্মাকাশ টাশ ত হয় নি?

ধীরে। অনন্তর যক্ষ্মাকাশ! তোমাকে আমাকে, অক্লেশে, এককালীন উদরসাৎ করতে পারে!

কল্যা। তাই ত বলি, তাই ত বলি, অমন সুপুরুষ, যক্ষ্মাকাশ হতে গেল কেন গা!

অন। (একবার মুখ বাড়াইয়া, স্বগত) কি ষড়যন্ত্র করছে! ঘটকীটেকে বিশ্বাস নেই—বরের ঘরের পিসী, কনের ঘরের মাসী! (তিরোধান।)

ধীরে। ও সন্দেহ তোমার মনে জন্মাল কেমন করে?

কল্যা। কেন, তিনি নিজেই বললেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেম, "ছোটবাবু, বে কর না কেন"? তিনি উত্তর দিলেন, "আমি বে করতে সম্পূর্ণ স্বীকার আছি, আমি আর আর লোকের মত স্ত্রীলোক দেখলে ভয়ে কেঁদে ফেলি নে, কিন্তু আমার যক্ষ্মাকাশ আছে, যদি বে করি, আমার স্ত্রী শীঘ্র বিধবা হবে, সেই জন্য বে করতে চাই নে"।

ধীরে। (উচ্চহাস্যের সহিত) আর তুমি তাই বিশ্বাস করলে! স্ত্রীলোকদের ভয় করে না! ঘটকীঠাকরুণ, জান, অনন্ত তাদের দিকে যেতে চায় না?

কল্যা। বটে, এমন? (স্বগত) আমি এখন এর কতকটা সুঁহ্ পাচ্ছি, ভায়ে ভায়ে দুজনাই মুখচোরা! ছেলেবেলা হতে কেবল পুরুষ ঘেঁষা, কাজেই মেয়েমানুষের নামে ডরিয়ে ওঠে! এত বড় বাড়িতে যার এক টা মেয়ে চাকরাণী পর্য্যন্ত নেই! (প্রকাশ্যে) যক্ষ্মাকাশের কথা টা, যা হোক, অনেক দিন ভুলব না!

ধীরে। যক্ষ্মাকাশ! একবার দেখতে পেলে হয়, তার যক্ষ্মাকাশের আদ্যকৃত্য করি!

অন। (সহসা নির্গমন ও কল্যাণীকে ব্যবধান করিয়া) চতুর্থাকে বললেম, "হে মরুদেবী, হে অতুলনে, আমি যদি পৃথিবীর সম্রাট্ হতেম, (অত্যুচ্চস্বরে) তোমার শ্রীচরণে আজ সেই সমগ্র সাম্রাজ্য অঞ্জলি দিতেম,

কিন্তু তাতেও আমার মনস্তুষ্টি হত না"! ইতি ক্রমশঃ প্রকাশিত! আর তস্য পরে——

বারাণ্ডা হইতে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক নিষ্ক্রমণ।

ধীরেন্দ্রেরও তথাকরণ।

কল্যা। (আতঙ্কাশ্চর্য্যে) ওঃ, ওঃ, অ মা, অ মা, তোমরা কর কি গো?

যবনিকাপাত।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

নবীনকৃষ্ণের বাটীর মণ্ডপ।

নবীনকৃষ্ণ ও কল্যাণী উপস্থিত।

নবীন। এই আবেদন করতে সঙ্কুচিত হচ্ছিলে!

কল্যা। তা, কি জানেন, কর্ত্তা মহাশয়, আমি ভেবেছিলেম, আপনি ত আর আজকালের ছেলে ছোগরার দল নয়, পরম ধার্ম্মিক—কি জানি, যদি ও কথা শুনে বিরক্ত হন বা রাগ করেন!

নবী। আমার তাতে কিছুমাত্র আপত্তি নাই। পূর্ব্বে আমাদের দেশে স্বয়ম্বরপ্রথা প্রচলিত ছিল, শুনে থাকবে। আর, কন্যা যদি বিবাহের পূর্ব্বে, বরের সাক্ষাতে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাঁর পূর্ব্বেতিবৃত্ততথ্যগ্রহণে অধিকারিণী, বর যে কেন কন্যাবিষয়ে তদ্রূপকরণে অসমর্থ বা অক্ষম, তা ত আমি অনুধাবন বা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি না। তবে পাশ্চাত্যীয়দের মধ্যে যে তাদৃশ প্রণালী কখনও কখনও বিষফলপ্রসবিনী হয়ে থাকে, সে টা, বোধ হয়, নিয়মের স্বীয় দোষে সজ্ঘটিত হয় না। অতিরেকের সন্তানকে ব্যবহারের ক্রোড়ে অর্পণ করা কি ন্যায্য বা বিবেকপ্রশংসিত?——তাঁরা যদি আমার তনয়াকে দেখতে চান, দেখুন, আমি সন্তোষের সহিত অনুমতি প্রদান করলেম। ঘটকীঠাকরুণ, আমি বৃদ্ধ, আমার বচনে প্রণিধান কর। উত্তম যা কিছু, আর্য্য যা কিছু, সে সমস্তই আমাদের এই সনাতন ধর্ম্মে আছে। যা কিছু বাস্তব অন্যায়, বা বাস্তব অপ্রশস্ত—তাই অনার্য্য, অহিন্দু। আমাদের আর্য্যধর্ম্মের যথার্থ মাহাত্ম্য ও উদারতা বোঝে, এরূপ লোকের সংখ্যা বিরল। আর্য্যধর্ম্ম অমর, কারণ আর্য্যধর্ম্ম ব্যাপকভাবে উদার।——দুই ভায়ের কথা বলছিলে না? কোন টী আমার কন্যাপ্রার্থী?

কল্যা। ছোট।

নবী। জ্যেষ্ঠের পরিণয় হয়েছে কোথায়?

কল্যা। তাঁর বে হয় নি, তিনি মোটে বে করতে অস্বীকার।

নবী। (সাশ্চর্য্যে) কেন?

কল্যা। তিনি বলেন, "আমাদের দুই ভায়ে বেশ মিল আছে, দু টা বা বাড়িতে ঢুকলেই আমাদের মধ্যে বিবাদ কলহ বাধিয়ে দেবে"।

নবী। এ কি বালকের ন্যায় কথা! বিবাহ সাংসারিকের এক টী অবশ্য সম্পাদনীয় ক্রিয়া—ধর্ম্মাংশ। আমি তাঁর ভ্রমাপনোদনে সবিশেষ প্রয়াসী হব।

কল্যা। (সভয়ে) না, না, আপনি কিছু বলবেন না। আমি পাকে প্রকারে চেষ্টা দেখব। সুস্পষ্ট বললে পালিয়ে যেতে পারেন। আসল কথা টা কি জানেন, কর্ত্তামহাশয়, বলতে কি, দু ভাইই ভারি লাজুক, বাড়িতে মেয়ে-ছেলে ত কখনও দেখেন নি, তাদের সুমুখে এগুতে চান না। ঐ যে ছোট বাবুর বের অর্দ্ধেক মত করেছি, আমার ভয় হয়, পাছে তিনি ও বা হাত পিছলে যান।

নবী। হাঁ, ঐ প্রকার অতিলজ্জা উত্তম নয় বটে, কিন্তু ঔদ্ধত্যের অপেক্ষা শতগুণে আদরণীয়। তা, জ্যেষ্ঠের শাস্ত্রানুসারে অনুমতিক্রমে কনিষ্ঠ যদি আমার কুমারীর পানিগ্রহণেচ্ছুক হন, আমি সুখে তাঁকে আমার কন্তা সম্প্রদান করব। তাঁরা কবে এখানে উপনীত হবেন?

কল্যা। তাঁরা কাল এসেছেন। উত্তরপাড়ায় বাসা ভাড়া করে আছেন।

নবী। না, না, না, না, তাতে আমি কোনও প্রকারেই সম্মত হতে পারি না। এই বাটীতে গৃহেরও অভাব নাই, দাস দাসীরও অভাব নাই। যত দিন তাঁরা কৃষ্ণনগরে থাকবেন, আমার নিমন্ত্রিত বন্ধু স্বরূপে, আমার আলয়ে তাঁদের অবস্থান করতে হবে। প্রজাপতির অনুগ্রহে আমার কন্যার বিবাহবন্ধন স্থির ও সুসম্পন্ন হয়, ভালই। কিন্তু তা হোক বা নাই হোক, আমি তাঁদের বাসা ভাড়া করে থাকতে দিতে পারি না। তাতে আমার কুলকলঙ্ক হবে। চল, ঘটকীঠাকরুণ, আমাকে তাঁদের

বাসা দেখিয়ে দেবে, চল—আমি স্বয়ং গিয়ে, তাঁদের অন্বেষণ করে লয়ে আসি। এ কি কথা, বড় ঘরের সন্তান, আমার কন্যা দেখতে এসে, বাসা করে থাকবেন ?

চারুবাহিনীর প্রবেশ।

চারুবাহিনী। বাবা, বাবা——(কল্যাণীকে দেখিয়া লজ্জাবনতমুখী)।

নবী। কি, মা, কি বলতে এয়েছিলে ?

চারু। আপনার স্মরণ আছে, ও পাড়ার সেই তরঙ্গিণী, যাকে আপনি এত স্নেহ করতেন ?

নবী। তোমার পাঠসখী ? বেশ স্মরণ আছে। তিন বৎসর হল, তার পিতৃব্যের সহিত নাগপুরে গিয়েছে না ?

চারু। তাঁরা আজ সকালে বাড়ী ফিরে এসেছেন। দাসী দিয়ে সংবাদ পাঠিয়েছেন। তরঙ্গিণী না কি আমাকে দেখবার জন্য ব্যস্ত। তা, যাব কি ?

নবী। যাও না, মা। আমার আশীর্ব্বাদ জানিও, আর জিজ্ঞাসা করো, জেঠার জন্য কি এনেছে। (কল্যাণীর প্রতি) এক প্রতিবাসীর কন্যা, পিতা মাতা মৃত, পিতৃব্য অভিভাবক, আমার কন্যকার প্রিয়সখী, বড় ভাল মেয়ে, বাল্যাবধি আমাকে "জেঠা" সম্বোধন করে থাকে।

কল্যা। বে হয়েছে ?

নবী। (ঈষৎ হাস্যের সহিত) প্রধান কথাটা আমরা কখনও ভুলি না! না, তাঁর পিতৃব্য আমারই ন্যায় ও বিষয়ে নিদানগুরু চরকের মতানুলম্বী। আর বিশেষ কি জান, ঘটকীঠাকরুণ, কন্যাসন্তান বড়ই স্নেহের দ্রব্য, ছাড়তে হৃদয়বেদনা উপস্থিত হয়—আমার ত আর কেহই নাই! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ।)

কল্যা। আপনি জ্ঞানী মানুষ, আপনি জানেনই ত, কর্ত্তামহাশয়, মেয়েছেলে জন্মায় কেবল পরের ঘর ভরতে।

নবী। হাঁ, কন্যা সর্ব্বত্রই পিতৃগোত্রত্যাগিনী। (চারুবাহিনীর প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক) বিধাতার ইচ্ছা! (দীর্ঘনিশ্বাসবর্জ্জন।)

অনতিদূরে "হুঁ, হুঁ, ধাঁইকিড়ি," ইত্যাদি,

পাল্কীর বেহারার রব।

নবী। ঐ দেখ, মা, তরঙ্গিণী আর অপেক্ষা করতে না পেরে নিজেই এসেছে।

তরঙ্গিণীর প্রবেশ।

তরঙ্গিণী। (নবীনকৃষ্ণকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণামানন্তর) কি, জেঠামহাশয়, কেমন আছেন? চারু, তুমি ভাল আছ ত, ভাই? (চারুবাহিনীকে আলিঙ্গন।)

নবী। তুমি নিজে ভাল আছ ত, জেঠাইমা? (সস্মিতে) এই তিন বৎসরে এমনি বাড় বেড়েছ যে চেনাই ভার! তোমার কাকা মহাশয় ভাল আছেন?

তর। হ্যাঁ, তিনি ভাল আছেন, তিনি কাল আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। আজ অত্যন্ত শ্রান্ত।

নবী। (স্মিতবদনে) ঘটকীঠাকরুণ, নিঃসন্দেহ এঁদের দু জনের পরস্পরকে বলবার অনেক কথা আছে; চল, আমরা যাই, আমরা কেবল সেই কথার অন্তরায় হচ্ছি।

কল্যা। (স্বগত) বেশ মিলবে। এখন মেলাতে পারলে হয়। হরির ইচ্ছা! (চারুবাহিনীর প্রতি) মাসীমা, আমি এখন আসি, আবার আসব।

নবীনকৃষ্ণ ও কল্যাণীর প্রস্থান।

চারু। হ্যাঁ, ভাই, তুমি ভাল আছ ত? (পুনরায় আলিঙ্গন।)

তর। বলি, তোমার বের সম্বন্ধ হচ্ছে না কি?

চারু। (সলজ্জে) ঐ কে জানে, ভাই, ঐ ঘটকী বাবার কাছে কোথাকার কার একজনের নাম করছিল। তা, তুমি——

তর। চারু, তিন বৎসরের মধ্যে, ভাই, আমি এমনি পর হয়ে গিয়েছি, যে আমাকে বলতে লজ্জা করছ? (সাভিমানে) আচ্ছা, ভাই।

চারু। (তরঙ্গিণীর হস্তধারণ পূর্ব্বক) না, ভাই, তোমাকে সব বলতে যাচ্ছিলেম, কেবল———

তর। "নারি নারীলাজ পাসরিতে"!

চারু। (তরঙ্গিণীর গাল টিপিয়া) অরে আমার নূতন কবি রে! কেবল, তোমার দিগ্বিজয়ের কথা টা আগে শোনবার ইচ্ছা ছিল!

তর। আমার দিগ্বিজয়ে অদ্ভুত আশ্চর্য্য কিছুই নাই। যা কিছু বলবার বা শোনবার ছিল, চিঠিতেই প্রকাশ। তা, এখন শ্রীমতী চারুবাহিনীর ভাবী-পতিবিজয়ের পালাটা আরম্ভ হতে আজ্ঞা হোক। শ্রোতৃসমাজ সোৎসুকে গায়িকার প্রবেশ অপেক্ষা করছে।

চারু। ভাই, বেশি কিছু বলবার নেই। তাঁর নাম না কি অনন্তকুমার, বয়স ২২।২৩ বৎসর, সবে বিশ্ববিদ্যালয়োত্তীর্ণ, আত্মীয়র মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মাত্র বর্ত্তমান, সমৃদ্ধ বংশ।

তর। দেখতে কেমন?

চারু। ঘটকী ত, ভাই, দু মুখে প্রশংসা করে। (লজ্জিতভাবে) তাঁরা, শুনতে পাই, দেখতে আসছেন।

তর। তাঁ—রা?

চারু। দু ভাইই।

তর। (সস্নেহে চারুবাহিনীর প্রতি দৃষ্টি পূর্ব্বক) দু বার দেখতে হবে না!

চারু। তরঙ্গিণীর চক্ষে চারু ভাল বলে, তাঁরাও যে তাই ভাববেন, এমন কিছু কথা নেই।

তর। শুদ্ধ তরঙ্গিণীর চক্ষে? জগতের চক্ষে।——তা, ভাই, যদি তোমার বিবাহ হয়, আশা করি, তুমি সুখী হবে।

চারু। (সস্মিতে) কথাগুল মিষ্ট, কিন্তু সুরটা কেমন কেমন! মিষ্টতার অপেক্ষা বিজ্ঞতার ভাগ অধিক! কেন, ভাই, সে বিষয়ে কি তোমার কিছু সন্দেহ আছে?

তর। চারু, দেশভ্রমণে শীঘ্র চক খোলে।

চারু। (সহাস্যে) নাগপুরে তিন বৎসর বাস—ফল, মস্তিষ্কে প্রবীণতারোহণ!

তর। নাগপুরে মাত্র নয়, ভারতবর্ষের সকল প্রধান নগরে।

চারু। ভারতবর্ষের "সকল" প্রধান নগর তোমাকে কি বহুজ্ঞতা দান করেছে, শুনতে পাই নে কি!

তর। চারু, এ ঠাট্টার বিষয় নয়। বিবাহ—লটারির খেলা। সহস্রের মধ্যে কেবল এক জনের নামে ওঠে, আর অবশিষ্ট ৯৯৯——শূন্যের ভাগী।

চারু। তরঙ্গ, লটারিতে পুরস্কারের বস্তু একটা মাত্র, সুতরাং ৯৯৯ জনকে ফাঁকি পড়তে হয়। আমার বোধ হয়, বিবাহে, জীবনের কার্য্যে, যারা ফাঁকি দিতে চেষ্টা করে, তারাই ফাঁক পড়ে।

তর। বিজ্ঞতম অধ্যাপকমহাশয়, বলতে পারেন, বিবাহের ২।৩ বৎসর পরে ক জন স্বামী স্ত্রীকে প্রথমকার মত যত্ন আদর করে?

চারু। তা, ভাই, জানি নে। তোমার এত বার বিবাহ হয়েছে, তুমি, হয়ত, সে প্রশ্নের উত্তর দিতে পার!

তর। আমি যত বে করব, তা ত জানাই আছে! কাকা যদি না নিবারণ করেন, কোনও স্ত্রীবিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রী হয়ে জীবন কাটাব।

চারু। সত্য কথা বলতে কি, ভাই, আমি ও রকম অর্দ্ধসন্ন্যাসিনী হয়ে থাকতে পারব না। আমি চাই———

তর। ভালবাসা। (সবেগে) আমি কি চাই নে? কিন্তু ভালবাসা দিয়ে যদি মনের মত ভালবাসা না পাই? এখন স্বাধীন আছি, এক বার ডানা কেটে ফেললে ত আর যোড়া লাগবে না!

চারু। মন্দর দিক্‌টাই আগে ভাববে কেন? ও প্রকার অসন্তুষ্ট, সন্দিগ্ধ চিত্ত তোমার কত দিন হয়েছে? তুমি ত আগে এ রকম ছিলে না, ভাই?

তর। তুমি কি শোন নি, একজন প্রধানতম দার্শনিক ও তত্ত্ববিৎ বলেছেন, "সন্তুষ্ট বরাহ অপেক্ষা অসন্তুষ্ট সক্রেটিস হওয়া ভাল"?

চারু। ঠিক তাই নয়, কিন্ত আমাদের সম্বন্ধে (সস্মিতে) ওর মানে কি, তরঙ্গ, আমি বরাহ আর তুমি সক্রেটিস? (হস্ত দ্বারা তরঙ্গিণীর মুখ তুলিয়া) দেখ, ভাই, আমার এক বিপরীত অনুমান হচ্ছে! আমার বিশ্বাস, তুমি বিবাহের জন্য চঞ্চল, একেবারে অধীর!

কল্যাণীর প্রবেশ।

কল্যা। কে গো বের জন্য চঞ্চল, অধীর ?

চারু। (স্মিতমুখে) ঘটকীঠাকরুণ,এঁর জন্য এক টা সম্বন্ধ আনতে পার ?

কল্যা। এক টা ? একশ টা আনতে পারি! অমন সোনার মেয়ে আছে, জানলে, লোকে এসে ওঁর কাকার উঠনে হত্যা দিয়ে বসে।

চারু। এই নাও, তরঙ্গ, এই এক শ নিবেদকের মধ্যে এক জন না এক জন অবশ্য মনোনীত হবে!

তর। (লজ্জিতভাবে) ঘটকীঠাকরুণ, চারু তামাসা করছে।

কল্যা। ওগো তরঙ্গমাসী—ঐ, ওঁকে চারুমাসী বলে ডাকি, তা, তোমাকে তরঙ্গমাসী বলব—ওগো তরঙ্গমাসী, অনেক কথা ঐ রকম ঠাট্টায় আরম্ভ হয়, কিন্তু শেষে দাঁড়ায় অন্য রকমে। তোমার বর আমার হাতে রয়েছে বললেই হয়, তবে কিছু ঘষামাজা চাই। ঐ যে অনন্তবাবু, তাঁর দাদার নাম ধীরেন্দ্রবাবু, তাঁকে যদি তোমার জন্য যোগাড় করতে পারি——

চারু। দোজবরে ?

কল্যা। না গো,তিনি এত দিন বে করেন নি, এখনও করতে চান না। আমি ধের বলা কওয়াতে ছোট ভায়ের বে দিতে স্বীকার হয়েছেন। ছোটবাবুও, কিন্তু, একবার এগন একবার পেছন।

তর। (সাশ্চর্য্যে) তাঁরা চারুকে দেখতে আসছেন, "একবার এগন, একবার পেছন"!

কল্যা। ওগো মাসীমা, সে অনেক কথা, পরে বলব, কিন্তু ছোট বড়-ভায়ের কথা ফেলবেন না, সে টা নিশ্চিত। ঐ বড়বাবুকে হাত করা-টাই শক্ত।

চারু। কেন, তিনি বিবাহ করতে অনিচ্ছুক কেন ?

কল্যা। তাঁর ভারি ভয়, দুই যাএ ঝগড়া করে, শেষে তাঁদের ভায়ে ভায়েও মনান্তর বাধিয়ে দেবে।

চারু। (তরঙ্গিণীর কটিদেশ বাহুদ্বারা বেষ্টন পূর্ব্বক) ঘটকীঠাকরুণ, যদি তরঙ্গর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়, আর——

কল্যা। আর ছোটবাবু তোমাকে বে করেন——

চারু। তরঙ্গতে আমাতে কখনও ঝগড়া হবে না।

তর। নিজে না করে, ছোট ভায়ের যে বিবাহ দিতে গেলেন?

কল্যা। ছোট ভাইকে বড় ভাল বাসেন। ও গো মাসীঠাকরুণরা, ভায়ে ভায়ে এমন ভাব কখনও দেখি নি! বললে বা না প্রত্যয় যাবে, ভাইকে ভাই, ইয়ারকে ইয়ার!

চারু। (সাগ্রহে) ঘটকীঠাকরুণ, যদি তাঁর সঙ্গে তরঙ্গর বিবাহ দিয়ে দিতে পার!

তর। আর তরঙ্গ নিজে স্বীকার হোক বা নাই হোক!

কল্যা। তরঙ্গমাসী, স্বীকারের কথা কি বলছ, এমন সুচরিত্র, সোজা-মন, দু ভাই পৃথিবীতে কোথাও পাবে না! আমি ত এই দশ বচ্ছর ঘটকালী করছি, এমন টী কখনও দেখি নি! বড়মানুষকে বড়মানুষ, বিদ্বান্‌কে বিদ্বান্, সুপুরুষকে সুপুরুষ, কিন্তু শরীরে পাপ নেই, যেন সেকেলে মুনি ঋষি!

চারু। (সহাস্যে) আমাদের মন ভেজাবার জন্য অনেক টা বাড়িয়ে বলছ, না?

কল্যা। কোন শালী ঘুণাক্ষরেও বাড়িয়ে বলছে।

তর। তা, ঐ যে বড়বাবু—তিনি যদি বিবাহ করব না বলে প্রতিজ্ঞা করে থাকেন?

কল্যা। হ্যাঃ, তুমিও যেমন, মাসীমা, প্রতিজ্ঞা! তোমাকে দেখলে প্রতিজ্ঞা গিয়ে গলায় দড়ি দেবে! একবার তোমাদের চকোচকী করে দিতে পারলে হয়! এমন পাগলের কথা কখনও শুনেছ, বলেন, তারা-নক্ষত্র নিয়ে থাকব, তাদের সঙ্গে বে হয়েছে!

চারু। এই দেখ, তরঙ্গ, তোমার যোড় মিলেছে! এঁকে যদি না জয় করতে পার——

কল্যা। লেখা পড়া শেখা সব মিথ্যা হয়েছে। তরঙ্গমাসী, তোমরা দুজনে ত যেন বন, আর তাঁরা সুদ্ধ ভাই নন, অমন দু ভাই, কেমন সুখের সংসার হবে, বল দেখি!

তর। (হাস্যপূর্ব্বক) আমরা এখানে বসে লঙ্কাভাগ করছি, আর——

নবীনকৃষ্ণের প্রবেশ।

নবী। (প্রীত ও ব্যস্তভাবে) ঘটকীঠাকরুণ, আমি কার্য্য সমাধা করে এসেছি, তাঁরা আসছেন, প্রহরার্দ্ধের মধ্যে আসবেন। (চারুবাহিনীর প্রতি)মা, তুমি বেশপরিবর্ত্তন কর গে। সে দিনকার সেই বারাণসীখানা পরো, মা। (তরঙ্গিণীর প্রতি, সস্মিতে) জেঠাইমা, তোমার কাকার সহিত আমার এই মাত্র সাক্ষাৎ হয়েছে, তিনি অবিলম্বে তোমাকে দেখতে চান, তুমি ত্বরায় বাড়ি যাও। (চারুবাহিনীর প্রতি, জনান্তিকে) শীঘ্রই আবার ওঁকে প্রত্যাগতা হতে হবে।—ঘটকীঠাকরুণ, আমার নাম করে, ভৃত্যবর্গকে প্রয়োজনীয় সমস্ত আয়োজন করতে বল গে। অভ্যর্থনাগৃহের তত্ত্বাবধান আমি নিজস্কন্ধে গ্রহণ করলেম। সুপাত্র, আঢ্যকুলোদ্ভব, আমার হস্তে কখনও তাঁদের অনাদর, অমর্য্যাদা হবে না।

প্রস্থান।

কল্যা। যেন তুফান বয়ে গেল! তা, আমিও যাই, একটু কিছু ভুল চুক হলে, আমি শালীর গর্দ্দান কাটা যাবে!

প্রস্থান।

চারু। তরঙ্গ, দেখ, আমার মন টা ছনছন করছে!

তর। তা, ভাই, তোমার বিবাহ, তোমার মন ত ছনছন করতেই পারে।

চারু। দেখবে, তোমারও!

তর। আমি ত, ভাই, পূর্ব্বেই বলেছি, জ্ঞানের আলোচনা ও বিতরণেই আমার জীবনাতিবাহ হবে।

চারু। নিশ্চয়ই——ধীরেন্দ্রবাবুর জ্যোতির্ব্বিদ্যালয়ে, তাঁর সন্তানদের মাতাস্বরূপে!

উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কৃষ্ণনগর—এক অর্দ্ধগ্রাম্যপথ।

ধীরেন্দ্র ও অনন্তের প্রবেশ।

অন। দাদা, আমার আর পা এগচ্ছে না। তুমি গিয়ে দেখে এস।

ধীরে। এই দেখ, পাগল দেখ! তিনি নিজে এসে আমাদের নিমন্ত্রণ করে গেলেন, এখন তুমি না গেলে তিনি মনে ভাববেন কি?

অন। তুমি একটা ছোট্টখাট্ট, "সাদা" মিথ্যা কথা বলো—"তার অসুখ করেছে"।

ধীরে। তাতে কতক্ষণ অবসর পাবে? তিনি পুনরায় দৌড়িয়ে আসবেন।

অন। তোমায় যে, দাদা, কি পেয়েছে বলতে পারি নে। কোথাও কিছু নেই, আমার বের জন্য ক্ষেপে উঠলে! তা, তুমি, না হয়, আমার হয়ে বে কর গে।

ধীরে। শোন, অনন্ত, ঠাট্টা ফচকিমির সময় গিয়েছে। ও সব পুরন তর্ক এনে লাভ? আমি বারম্বার বলেছি।—এ শুদ্ধ কন্যা দেখা বই ত নয়? বিবাহ করতেই হবে, এমন ত কিছু দিব্য দেওয়া নেই, দেখে যদি তোমার অনিচ্ছা হয়, চলে আসতে কত ক্ষণ? এক জন স্ত্রীলোক, বালিকামাত্র বললেই হয়, তাকে দেখতে যেতে এত ভয়?

অন। ভয় কে বলে? আমার মনের ভিতর খুব সাহস আছে। কেবল, বলব কি, দাদা, আমার পা দু খানা পালিয়ে যেতে চায়!—আচ্ছা, দাদা, যখন সেই সে টা আসবে, আমাকে কি বলতে হবে?

ধীরে। এই টে আর জান না? বলবে—অর্থাৎ—অর্থাৎ—বলবে—অর্থাৎ—অর্থাৎ—এই টে আর বুঝলে না? সে সময়ে যা মনে আসবে, তাই বলবে।

অন। যদি কিছু মনে না আসে?

ধীরে। মনে যদি কিছু না আসে? বাঃ! মন ত সম্পূর্ণ শূন্য থাকতে পারে না? কিছু না কিছু মনে আসা চাইই চাই।

অন। সেই কিছু টা যদি সময়োপযোগী না হয়? আমার যদি তখন ফরাসিবিপ্লবের কথা মনে পড়ে যায়—কি ঘুম আসে?

ধীরে। কি পাগল! ভয় পুষে রাখতে চাও না কি? এমন ছেলে মানুষ যদি কোথাও দেখে থাকি! তোমাকে এক টা সঙ্কেত বলে দিই, শোন। স্ত্রীলোকদের সঙ্গে, বিশেষতঃ যুবতী বা অল্পবয়স্কাদের সঙ্গে, কথোপকথনে প্রধান আবশ্যক—গাম্ভীর্য্য। যখনই তোমার পা দু ট পলায়নপর হবে, তৎক্ষণাৎ, আমার পরামর্শ স্মরণ করে, গম্ভীর হবে। গম্ভীর—বুঝলে, কি না—গম্ভীর হবে। অন্যান্য সব কাজের মত, এতেও প্রথমটাই কঠিন। আর, আমিও তৎকালে আমার কর্ত্তব্য বিস্মৃত হব না। যেই দেখব তোমার গলা শুকিয়ে আসছে, অমনি কাণে কাণে বলে দেব—"অনন্ত, অনন্ত, গম্ভী—ী—ী—ী—র হও"। আর নৌক একবার ভাসলে, স্রোতের জলেই টেনে নিয়ে যাবে, তোমাকে নিজে বড় টানাটানি করতে হবে না। যদিই, কিন্তু, আকস্মিক, কোনও ব্যাঘাতের উৎপত্তি হয়, মহৌষধ—গম্ভীর—ী—ী—ী—ী—ী—র হবে।

উভয়ের প্রস্থান।

চারুবাহিনী ও তরঙ্গিণীর প্রবেশ।

তর। তোমার বাবার মুখে তাঁদের প্রশংসা শুনে, কাকা ত, ভাই, ব্যগ্র হয়ে পড়েছেন। আমি কি করব, কিছু বুঝতে পারছি নে।

চারু। করবে আর কি, চককাণ বুজে ওষুধ গিলে ফেলবে!

তর। (অদূরে দৃষ্টিপূর্ব্বক) ঐ দেখ, চারু, কে দু জন আসছে, ঘটকী সঙ্গে রয়েছে।

চারু। (সভয়ে) হয়ত, তাঁরাই বা হবেন! এস, ভাই, এই গাছটার পিছনে লুকই।

এক বিটপীপার্শ্বে উভয়ের গোপন।

কল্যাণীর সহিত ধীরেন্দ্র ও অনন্তের পুনঃপ্রবেশ।

ধীরে। তোমার সঙ্গে না দেখা হলে ত আমরা কোথায় যেতে কোথায় যেতেম!

কল্যা। নতুন জায়গায় এলে প্রথম প্রথম সকলেরই এক বার না এক বার পথভুল হয়ে থাকে। আমি এই দিক্ দিয়ে যাচ্ছিলেম, ভালই হয়েছে।

অন। ও গো ঘটকীঠাকরুণ, বলি, সেখানে কে কে থাকবে?

কল্যা। আর কেউ থাকবে না, এই তোমরা দু ভাই, আমি, আর তোমার তিনি—আর—আর—

অন। (আশঙ্কিতভাবে) আর আবার কে, কর্ত্তামহাশয় নন ত?

কল্যা। না গো, ছোটবাবু—ঐ, ঐ, কেবল এক জন পাড়াপড়সী স্ত্রীলোক।

অন। দাদা, দেখ, এই এক আবিক্রিয়া! তুমি বলেছিলে, আর কেউ থাকবে না। (কল্যাণীর প্রতি) আবার আর এক জনকে ডেকে আনলে কেন?

কল্যা। তা, সে তোমাকে কিচ্ছু বলবে না গো, ছোটবাবু, তোমার কোনও ভয় নেই।

ধীরে। অনন্ত স্ত্রীসমাজে কখনও মেশে নি। সেই প্রতিবাসিনীর উপস্থিতি কি একান্তই আবশ্যকীয়?

কল্যা। বড়বাবু, তিনি চারুবাহিনীর বিশেষ বন্ধু, ভগ্নী বললেই হয়। কর্ত্তামহাশয়ের নিতান্ত ইচ্ছা যে তরঙ্গিণী—বেশ নামটী, না গা?—সেই খানে থাকেন।

অন। এই নেও, দাদা, দেখলে, শ্রাদ্ধ গড়ায়!

ধীরে। (কল্যাণীর প্রতি) আমি তোমার কথার ভাবে মনে করেছিলেম, তিনি একজন বয়স্থা স্ত্রীলোক। আমার নিজের এতে কোনও আপত্তি নেই, কিন্তু দেখছ ত, অনন্ত সাতিশয় অনিচ্ছুক। তা——

কল্যা। ও গো, বড়বাবু, ছোটবাবু, তোমাদের একটা কথা বলে দিই, শোন, কিন্তু আমার মাথার দিব্যি, আমি তোমাদের বলিছি, কেউ যেন না

টের পায়। চারুবাহিনী তরঙ্গিণীদের বাড়ি গিয়েছেন, তাঁরা এই পথ দিয়েই ফিরে আসবেন। যদি তোমরা এই খানে গাছ গাছড়ার আড়াল টাড়ালে কোথাও থাক, তাঁরা যখন যাবেন, তোমরা তাঁদের বেশ দেখতে পাবে, অথচ তাঁরা তোমাদের দেখতে পাবেন না। তা হলেই তোমাদের ভয় ভাঙ্গা হয়ে যাবে, কেমন কি না ?

অন। (সাহসপূর্ব্বক) ভয়, ঘটকীঠাকরুণ, ভয়! আমরা দু ট স্ত্রীলোক দেখে ভয় পাব, মনে করেছ, বুঝি ? দু ট স্ত্রীলোক দেখে ভয়! আমি যখন কলকাতায় নাটক দেখতে যেতেম, নটীরা আমার সঙ্গে কথা কয়বার জন্য ঝুলঝুলি করত। চার দিকে এসে ঘেরাও করে দাঁড়াত। আমি, বুঝি, ভয় পেতেম ? তাদের উপর কর্কশভাবে এক বার মাত্র চেয়ে বলতেম, "আমি স্ত্রীলোকদের সঙ্গে কথা কয়ে, আপনার নিকটে আপনাকে ঘৃণার পদার্থ করতে চাই নে"। স্ত্রীলোক দেখে ভয়! তবে দাদা ভয় পেতে পারেন বটে, নাট্যালয়েও কোনও দিন যান নি, অন্য কোথাও বা কথনও স্ত্রীলোক দেখেন নি।

ধীরে। (গম্ভীরস্বরে) অনন্ত, তুমি ছোট ভাই, তোমাকে ক্ষমা করলেম। ঘটকীঠাকরুণ, বলি, দেখ, সূর্য্য পৃথিবীর—এই আমাদের পৃথিবীর—১২, ৬০,০০০ গুণ বড়, আর ৩,২৭,০০০ গুণ ভারি। ঐ যে অস্থিরালোক নক্ষত্র সকল দেখতে পাও, ওরা ও এক একটা সুবৃহৎ সূর্য্য, অনেক দূরে আছে বলেই অমন ক্ষুদ্রায়তন ভাবে প্রতীয়মান হয়। নিকটবন্ধু,চন্দ্রের কলঙ্ক তদুপরিস্থপর্ব্বতমধ্যগত,সূর্য্যকিরণাপ্রবেশজনিত,উপত্যকাব্যাপী,ছায়া মাত্র। আমি তোমাকে ঐ সকল পর্ব্বতের উচ্চতার অবিকল পরিমাণ পর্য্যন্ত বলে দিতে পারি। এবম্বিধ, সমস্ত, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বিষয়ের আন্দোলনে আমি মনকে অহর্নিশ নিযুক্ত রাখি। সেই আমি এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর ক্ষুদ্র পতঙ্গ, স্ত্রীলোক, দেখে ভয় পাব! ঘটকীঠাকরুণ, তাও কি সম্ভব ?

কল্যা। তবে তোমরা দু ভায়ে এই খানেই থাক, তাঁদের আসতে অধিক বিলম্ব নেই, ভাল করে তাঁদের দেখতে পাবে এখন।

অন। (সসঙ্কোচে) আমরা যে এখানে আছি, তা তাঁরা জানেন না। ও প্রকারে তাঁদের দেখবার জন্য অপেক্ষা করে থাকা কি ভদ্রোচিত হব ?

ধীরে। না, না, আর তাঁরা কিছু তাদৃশ সমধিকবয়স্কা নন, আমাদের দেখে লজ্জা পেতে পারেন। ক্রমলতাবরণে অবস্থিতিই উত্তমতর মীমাংসা।

কল্যা। (হাস্যাস্যে) বটেই ত! তা, আমি এখন পালাই। আমাকে এখানে দেখলে, তাঁরা সন্দেহ করতে পারেন, আমিই তোমাদের শিখিয়ে দিইছি।

[প্রস্থান।

অন। দাদা, শীঘ্র এস, গাছের আড়ালে লুকই, কে জানে, তারা কখন আসবে।

ধীরে। দাঁড়াও না, একটা মজা করছি! (বগলি হইতে একটা দূরবীক্ষণ বহির্ভূত করিয়া) দেখেছ?

অন। (সানন্দে) আঃ, দাদা, বেড়ে হয়েছে, বেড়ে হয়েছে! শতবুদ্ধির দাদা, সহস্র বুদ্ধি! কিন্তু, দাদা, আর বিলম্ব করা উচিত নয়।

ধীরে। সেই গম্ভীর হবার পরামর্শ টা কিন্তু ভুলো না। দৈববশতঃ স্ত্রীলোকদের একেবারে সামনেই পড়ে যাও, বা সুযোগক্রমে গাছ পর্ব্বতের আড়াল থেকে, অতি সাবধানে, দূরবীক্ষণ দ্বারাই তাদের দেখ, গম্ভীর হওয়ার মত আর কিছুই নেই। অনন্ত, স্মরণ রেখ—স্ত্রীলোক দেখবে, আর গম্ভীর হবে। তা হলেই সকল বিঘ্নবিপত্তি কেটে যাবে।

অন। আঃ, তা হবে। এখন এই খানে এস। (যে বৃক্ষের অন্তরালে চারুবাহিনী ও তরঙ্গিণী লুকাইয়া আছেন, তদ্দিকে প্রয়াণ, ও হঠাৎ তাঁহাদিগকে দেখিয়া) য়ঁ্যা—য্যা—য্যা—য্যা—য্যাঃ———

লম্ফপাদক্ষেপের সহিত পলায়ন।

ধীরে। (সভয়াশ্চর্য্যে) সে টা হল কি? (অঙ্গুষ্ঠোপরি ভর দিয়া, সতর্কে, উক্ত বৃক্ষের নিকটে গমন, ও উঁকি মারিয়া দেখিয়া) য়ঁ্যা—য্যা—য্যা—য্যা—য্যা—য্যাঃ———

হস্ত হইতে দূরবীক্ষণপতন ও ঊর্দ্ধশ্বাসে অনন্তপশ্চাৎ ধাবন। চারুবাহিনী ও তরঙ্গিণীর অন্তরাল হইতে আগমন, তরঙ্গিণী-কর্ত্তৃক দূরবীক্ষণ গ্রহণ, ও অপর দিক্ দিয়া উভয়ের সত্বর প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

নবীনকৃষ্ণের বাটীর অভ্যর্থনা গৃহ।

নবীনকৃষ্ণ, ও তৎসমভিব্যাহারে, চতুষ্কী, বেত্রাসন, বর্ত্তিকা, দীপাধার প্রভৃতি লইয়া কয়েকজন ভৃত্যের প্রবেশ।

নবী। অরে,আমার পরম বন্ধু,সীয়ারসোলের কুমার বাহাদুর,মহানুভব, শ্রীল, শ্রীযুক্ত দক্ষিণেশ্বর মালিয়া মহোদয়ের সমাদরে সে বার এই ঘর টা যেমন সাজিয়েছিলি, ঠিক সেই রকম সাজা, যেন কোনও অন্যথা না হয়। (ভৃত্যসকলের তথাকরণ ও তাঁহার পরিভ্রমণ।) এমন কি পুণ্য করেছি, ঈদৃশ সু বংশে, গুণী পাত্রে আমার কন্যা সম্প্রদান করতে.পারব! আশাতীত! তবে ঈশ্বরের করুণা। (ভৃত্যগণের প্রতি) হ্যাঁ,বেশ হয়েছে, যা। অন্যান্য বিষয়ে যা যা বলেছি, ভুলিস নে। (ভৃত্যবর্গের প্রস্থান।) চারুবাহিনীর গর্ভধারিণী যদ্যপি অদ্য জীবিত থাকতেন! ঈশ্বরেচ্ছা, ঈশ্বরেচ্ছা। কিন্তু এই উদ্বাহক্রিয়া সমাধা হলে, আমার আগার শূন্য হবে, অন্তর অরণ্য হবে। (দীর্ঘ-নিশ্বাসবর্জ্জন।) মা আমার চারুশীলা, সর্ব্বগুণময়ী। আর ঐ তরঙ্গিণীও আমার কন্যাসমা—সর্ব্বতোভাবে ও সর্ব্বপ্রকারেই।———যাই, দাসীদের কত দূর হল, দেখে আসি।

[প্রস্থান।

মার্জনী আদি হস্তে দাসীত্রয়ের প্রবেশ ও গৃহ পরিস্কার করণ।

১ম দাসী। এমন সুখের চাকরী, ভাই, আর কখনও হবে না। মুখ খিঁচন নেই, গালাগাল দেওয়া নেই, কোনও ঝঞ্ঝাটই নেই। যেন আমাদের বাপের বাড়ী!

২য় দা। দিদিঠাকরুণের বে হয়ে গেলে কিন্তু, ভাই, আমাদের কি হবে? আমাদের, বুঝি, জবাব দেবে?

৩য় দা। আরে, মল যা, লক্ষ্মীছাড়া ছুড়ী, আপদ্ টেনে নিয়ে আসে, দেখ। দিদিঠাকরুণের বের পরে কি আর ঘর নিকন, বাসন টাসন মাজান দরকার হবে না? সে সব ত চাকরেরা করবে না, কাজেই আমাদের রাখতে হবে। তুই এমন নেকী, ভয়তরাসে, তা জানতেম না।

২য় দা। আমি নেকী আছি, ভয়তরাসে আছি, আমিই আছি, তোর তাতে কি লা? তোর ত মস্ত বুকের পাটা আছে, তাই ধের।

১ম দা। আয়, নে ভাই, এমন শুভ দিনে আর তোরা দু জনে ঝগড়া কোঁদল বাঁধাস নে। (দ্বিতীয়ার প্রতি) এ দিকে এখন জনপ্রাণী নেই, তোর সেই গান টা আর একবার গা না, ভাই।

২য় দা। না, বাবু, গাইলে আমি আবার বা নেকী হব, আমার আর গান গেয়ে কাজ নেই।

৩য় দা। আমার ঘাট হয়েছে, ভাই, তুই গা।

২য় দা। আচ্ছা, কিন্তু একটু আস্তে গাব।

গীত।

সাহানা—একতালা।

ধরে কি রূপমাধুরী, শরদে মেঘে বিজলী।
উষাতে তরুণ রবি, প্রদোষে অস্ফুট কলি॥
ধরি হৃদয়ে কুমারী, নব রত্ন প্রণয়েরি।
বিকাশে রূপের ভাতি, পরাজয়ি সে সকলি॥

চল্, ভাই, আমরা যাই—আমাদের এ যাত্রা এই পর্য্যন্ত।

[দাসীদিগের প্রস্থান।

বিভিন্ন দ্বার দিয়া নবীনকৃষ্ণ ও কল্যাণীর প্রবেশ।

কল্যা। কৈ, তাঁরা এখনও আসেন নি?

নবী। না। তাঁদের অভ্যর্থনার জন্য সমস্তই প্রস্তুত, জ্ঞাতসারে কিছুরই

ত্রুটি করা হয় নাই। এখন তাঁরা এলেই পরম প্রীতি লাভ করি।

কল্যা। আমি একটু এগিয়ে দেখে আসি।

[প্রস্থান।

নবী। যদি তরঙ্গিণী ও ধীরেন্দ্রকুমারের——প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ।

কল্যাণীর সহিত ধীরেন্দ্র ও অনন্তের প্রবেশ।

কল্যা। এই নিন, কর্ত্তামহাশয়।

(ধীরেন্দ্র ও অনন্তের বিনীত ভাবে প্রণাম।)

নবী। এস, বাবাজীগণ। (হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক) শুভমস্তু। কুললক্ষ্মী আজ আমার প্রতি সুপ্রসন্ন। ঘটকীঠাকরুণ, এঁদের জলযোগের——

ধীরে। (নম্রস্বরে) যদি আমাদের ক্ষমা করেন—স্বল্প কালই হল, বাসায় আমাদের আহার হয়েছে।

নবী। ক্ষমা কি, বাবাজী! এ তোমাদের নিজের বাড়ী, নিজের ঘর। সকল বিষয়েই স্বেচ্ছানুযায়িক করবে। (ঈষৎ হাস্যের সহিত) তা, হস্তমুখের ব্যাপার না হোক, চক্ষুকর্ণের ব্যাপার টা হোক, শুভে বিলম্বের আবশ্যক কি?

[প্রস্থান।

কল্যা। উনি মেয়েকে নিয়ে আসতে গেলেন।

অন। (জনান্তিকে) দাদা, আমার গা টা কেমন করছে!

ধীরে। (জনান্তিকে) ভয় কি, ভয় কি, আমি আছি! (কল্যাণীর প্রতি) ঘটকীঠাকরুণ, তুমি উপস্থিত থাকবে ত? আমরা অপরিচিত, আমাদের মাত্র দেখলে তিনি লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হতে পারেন।

কল্যা। হ্যাঁ, প্রথম টা আমি থাকব বই কি। আর তাঁর সঙ্গে তাঁর সেই সখী থাকবেন।

অন। (উদ্বিগ্নতর স্বরে, জনান্তিকে) দাদা, সত্যই আমার গা টা কেমন কেমন করছে।

ধীরে। কিচ্ছু ভয় নেই, ভাই! কোনও ভয় নেই! একটু গম্ভীর

হলেই সব সেরে যাবে। মনে আছে ত? (কল্যাণীর প্রতি) বলি, এই বার টা কেবল নবীন বাবুর কন্যাই এলে ভাল হত না?

কল্যা। বড়বাবু——

অবগুণ্ঠনবতী চারুবাহিনী ও তরঙ্গিণীকে লইয়া নবীন-কৃষ্ণের পুনঃপ্রবেশ।

(ধীরেন্দ্র ও অনন্তের ব্রীড়াবনতমুখে স্থিতি।)

নবী। লজ্জা কি, মা, এগিয়ে এস। বাবাজীগণ, আমার আত্মজা, শ্রীমতী চারুবাহিনী, আর আমার দুহিতার আশৈশব বন্ধু, আমার দুহিতৃ-স্থানীয়া, শ্রীমতী তরঙ্গিণী। (সস্মিতে) অবশিষ্ট জ্ঞাতব্য, যথাসময়ে, উঁহাদের নিজপ্রমুখাৎই অবগত হবে! অনন্তকুমার বাবাজী——

"অস্তি কন্যারত্নং মে, গৃহ্যতামুপযোগী চেৎ"।

সেই উপযোগিতার বিচারভার তোমারই হস্তে। আর, ধীরেন্দ্রকুমার বাবাজী, একটা গূঢ় কথা বলি, শোন——

"ন রত্নমন্বিষ্যতে, মৃগ্যতে হি তৎ"।

এই যে এঁকে দেখছ—(কল্যাণীকর্তৃক, জনান্তিকে, নিষেধ)—(ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক) ইনি নিতান্ত দুর্ব্বত্তা নন! তা, আমার একটা বিশেষ কর্ম্ম আছে, আমি এখন চললেম।

[প্রস্থান।

কল্যা। ও গো চারুমাসী, তোমার বাপের জন্মতিথিতে, বুঝি, খুব ঝড় হয়েছিল! উনি ত ঝড় ভিন্ন কথা কন না! যখনই কিছু বলেন, ঝড় বয়—ঝড়, ঝড়, ঝড়। তা, এগিয়ে এস না। অত কি লজ্জা করতে হয়, ওঁরা ত আর "হাম" করে খেয়ে ফেলবেন না! (চারুবাহিনীর অবগুণ্ঠন মোচনে বিফল হইয়া) তা, না হয়, একটু এগিয়েই এস। (তরঙ্গিণী ও চারুবাহিনীকে ধীরেন্দ্র ও অনন্তের নিকটতর করণ।) (ধীরেন্দ্রের কিঞ্চিদপসর্পণ। অনন্তের ধীরেন্দ্রপার্শ্বে লুকাইবার চেষ্টা।)

অন। (অতি নিম্নস্বরে, জনান্তিকে) দাদা, আমার গা টা ভারি কেমন করছে।

ধীরে। (পুনরায় কিঞ্চিদপস্থত হইয়া, জনান্তিকে) ভারি কেমন করছে, বটে! তাই ত! আমারও ঘরটা—গরম বলে বোধ হচ্ছে।

কল্যা। ও গো, তোমরা দু ভায়ে কি বলাবলি করছ গা, আমরা কি শুনতে পাই নে?

ধীরে। না—এই—ঘরটা—ঠাণ্ডা—গরম—ঠেকছে—তাই—বলছিলেম।

কল্যা। ওঃ, "ঠাণ্ডাগরম" ঠেকছে! এইখানে এস দেখি, "গরমঠাণ্ডা" হবে এখন! (তাঁহাদিগের সন্নিকটে গমন।)

অন। (সন্ত্রাসে, জনান্তিকে) দাদা, আমি এক বার বাইরে যাই, আমার মাথা টা বন্‌বন্‌ করে ঘুরছে, আবার আসব এখন। (প্রস্থানের উপক্রম।)

ধীরে। (সভয়ে, জনান্তিকে) না, না! (কল্যাণীকর্তৃক তাঁহার পথাবরোধ।) (প্রস্থানপরায়ণ অনন্তের দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক, শুষ্ককণ্ঠে) অ—রে—অ—ন—স্ত—রে——

[অনন্তের প্রস্থান।

কল্যা। ছোটবাবু আবার গেলেন কোথায়?

ধীরে। (অশ্রুতপ্রায় ধ্বনিতে) ওঁর—কিঞ্চিৎ—জ্বরভাবের—মত—হয়েছে—তাই—একটু—বায়ু—সেবন—করতে—গেলেন—গেলেন—আমি—সঙ্গে—যাই।

কল্যা। না, না, আবার পথ ভুলে কোন দিকে যেতে কোন দিকে গিয়ে পড়বে, তুমি এই খানেই থাক, আমি তাঁর সন্ধানে যাচ্ছি। (গমনোদ্যম।)

ধীরে। (সাতিশয় ব্যগ্রতার সহিত) ঘটকীঠাকরুণ, যেও না, যেও না, দেখছ না, ওঁরা লজ্জা পাবেন!

কল্যা। তা, না হয়, তুমিই আগে বৌ দেখ, ছোটবাবু পরে দেখবেন?

ধীরে। (জনান্তিকে) তা—আমি—স্বীকার—আছি, কিন্তু তুমি যেও না।

কল্যা। আচ্ছা, তা, ওঁকে কি জিজ্ঞেস করবে, কর না।

ধীরে। (জনান্তিকে) ঘটকীঠাকরুণ, তুমি আমার হয়ে জিজ্ঞাসা কর, তা হলেই হবে।

কল্যা। কেন গা, আমি কি ওঁকে বে করতে এসেছি, না, বৌ দেখতে এসেছি ? যার কাজ, সে নিজে করবে।

ধীরে। আচ্ছা, ওঁকে জিজ্ঞাসা কর—জিজ্ঞাসা কর—অর্থাৎ—ও গো ঘটকীঠাকরুণ, তুমি আমাকে একটা শিখিয়ে দেও না, কি জিজ্ঞাসা করব।

কল্যা। জিজ্ঞেস কর না, তোমার ভাইকে ওঁর বে করতে ইচ্ছা আছে কি না।

ধীরে। আচ্ছা, তুমি তাই জিজ্ঞাসা কর।

কল্যা। একটু গলা তুলেই, না হয়, কথা কও।—অ মাসী, তোমার ভাশুর তোমাকে জিজ্ঞেস করছেন, তুমি ওঁর ছোট ভাইকে বে করবে ?

তর। (জনান্তিকে, চারুবাহিনীর প্রতি) কেমন পরিপাটী প্রশ্ন দেখেছ ! তা, উত্তর দাও।

চারু। (জনান্তিকে) তুমি আর জ্বালিও না, ভাই, তোমারও এক দিন আছে।

তর। (জনান্তিকে) জ্যোতির্বিদ্যার সঙ্গে না কি ! ভাল কথা মনে পড়ে গেল। (কল্যাণীকে সঙ্কেত।)

কল্যা। কি গো তরঙ্গমাসী ?

তর। (জনান্তিকে) আমি যদি ওঁকে কথা কওয়াতে পারি, আমাকে কি দেবে ?

কল্যা। এমন দুই লাজুক ভাই, বাবু, যদি কখনও দেখে থাকি ! তোমাদের চারটে করে ঠ্যাং, কি দু ঠুট, তা পর্য্যন্ত পরিষ্কার রকম জানেন কি না, বলতে পারি নে ! যদি ওঁর মুখ খোলাতে পার, আমি হার মানি।

ধীরে। (কল্যাণীর প্রতি, মৃদুস্বরে) আমি অনন্তকে ডেকে আনি। (গমনোপক্রম।)

কল্যা। আঃ, না গো, বড়বাবু, না, তিনি নিজেই, হয়ত, একটু পরে

আসবেন এখন। (জনান্তিকে তরঙ্গিণী ও চারুবাহিনীর প্রতি) ও টা কেবল পালাবার ফন্দি! তা, ওঁকে কি বলবে, বল না। (তরঙ্গিণীকর্তৃক কল্যাণীর কর্ণে কথন।) বড়বাবু, ইনি, এঁর কাকার সঙ্গে,অনেক দেশ বিদেশ বেড়িয়েছেন। ইনি বলেন, যে আমরা যত পশ্চিমে যাই, ততই ঘড়ি পেছিয়ে যায়! এই এখানে যখন বেলা ১০টা, আর এক জায়গায় ৯টা মাত্র, আর আরও পশ্চিমে কোন খানে বা তখন ৮টাও বাজে নি। এমন ধারা টা কেন হয় গা, বড়বাবু? আমাদের ভাল করে বুঝিয়ে দেও দেখি। তুমি ত তারা, নক্ষত্র, তিথি, ঘণ্টার কথা তলিয়ে বোঝ, পণ্ডিত মানুষ।

ধীরে। হ্যাঁ, ঐ সব বিষয় কিছু কিছু জানি বটে—তা, আর একদিন বলব। আমার ভাই, অনন্ত———

কল্যা। (তরঙ্গিণীর বাক্যে কর্ণপাতানন্তর) আর ইনি বলেন, যে আমাদের দেশে যখন শীত কাল, তখন, না কি, কোথায় চৎবশেখের গর্ম্মি! বলি, সে টা সম্ভবে কেমন করে গা?

ধীরে। ও বোঝাতে অনেক সময় লাগবে। অনন্ত———

কল্যা। (তরঙ্গিণীর শিক্ষণে) ইনি বলছেন, সূর্য্য ত প্রত্যহ ওঠে, প্রত্যহ ডোবে, তবে যে শোনা যায় কোন দেশে ছ মাস রাত্তির আর ছ মাস দিন, এ কি অন্যায়, অসম্ভব কথা?

ধীরে। (সাশ্চর্য্যে, স্বগত) আমি মনে করতেম, বালিকাবিদ্যালয়ে আজকাল এ সব বিষয়ের বিধিমত শিক্ষা দেয়! (প্রকাশ্যে) ঘটকীঠাকরুণ, সূর্য্য ওঠেও না, ডোবেও না, কিন্তু আমার ভাই———

কল্যা। (তরঙ্গিণীর নির্দ্দেশে) ইনি শুনেছেন বটে যে সূর্য্যের উদয় অস্ত নেই, সূর্য্য ঘোরে না, আমাদের এই পৃথিবী ঘোরে, কিন্তু ইনি তা বিশ্বাস করেন না।

ধীরে। বিশ্বাস করেন না!!

কল্যা। (তরঙ্গিণীপ্রণোদিত হইয়া) না, বিশ্বাস করেন না। উনি বলেন, যে ঐ রকম, আশ্চর্য্য, আশ্চর্য্য কথা না লিখলে বই বিকয় না, সেই জন্যেই লোকে ঐ রকম লেখে। ওর এক আধটা প্রমাণ কিছু আছে?

ধীরে। এক টা নয়, দশ টা আছে। কিন্তু অনন্ত———

চারু। (সহাস্যে, জনান্তিকে, তরঙ্গিণীর প্রতি) আর কেন, থাম না, ভাই!

তর। (জনান্তিকে) ছোট ভায়ের বে দিতে এসে কথা কইবেন না, বাঃ! দেখছ না, ক্রমে কথা সরছে! (কল্যাণীর কর্ণে কহন।)

কল্যা। দশ টা ছেড়ে যে একটাও আছে, তা ইনি সন্দেহ করেন। ইনি বলছেন কি যে, "উনি নিজেই, হয়ত, জানেন না, কেবল শোনা কথা মুখস্থ বলছেন"।

ধীরে। শোনা কথা মুখস্থ বলছি!!! আচ্ছা, এর এক টা সহজ প্রমাণ দিচ্ছি। কোনও উচ্চ কীর্ত্তিস্তম্ভের উপর হতে যদি একটা গোলক পরিত্যাগ করা যায়, (ক্রমে উৎসাহবৃদ্ধির সহিত) সেই ত্যক্ত গোলক——

[তরঙ্গিণীর ইঙ্গিতে, ধীরে ধীরে, তাঁহার সহিত চারুবাহিনীর ও কল্যাণীর প্রস্থান।]

ধীরে।———কথিত কীর্ত্তিস্তম্ভের অব্যবহিত মূলদেশে পতিত না হয়ে, কিয়ং পশ্চিমতর ভাবে ধরাপ্রাপ্ত হয়।———

অন্য কেহ নাই দেখিয়া অনন্তের প্রবেশ।

অন। এ আবার হচ্ছে কি!

ধীরে।——যদি পৃথিবীর গতি না থাকত———

অন। (ধীরেন্দ্রের কর্ণে, নিয়তীক্ষ্ণ স্বরে) দাদা—া—া—া—া—া———

ধীরে। (হস্তাদিবিস্তার ও অর্দ্ধলম্ফপ্রদান পূর্ব্বক) ওরে বাবারে!

অন। (শিরঃসঞ্চালন করিয়া) কিসের কীর্ত্তন হচ্ছে?

ধীরে। ওঃ, তুমি!

অন। হচ্ছিল কি?

ধীরে। ঐ—ঐ—এক টা বক্তৃতা মুখস্থ করছিলেম—সকলকে শুনিয়ে দেব বলে। তা না হলে মান্য করবে কেন? গম্ভীর হওয়া চাই ত?

অন। বটে? তা, ওদের সঙ্গে কি রকম টা হল?

ধীরে। হবে আবার কি রকম? বেশ হল। অনেক কথাবার্ত্তা হল।

অন। দাদা, তুমি সত্য তাদের সঙ্গে কথা কয়েছিলে?

ধীরে। মুখ গোঁজ করে বোকার মত বসে ছিলেম, বুঝি? মেয়ে টী বড় ভাল। তোমাকে বিবাহ করতে স্বীকার আছেন কি না, জিজ্ঞাসা করা হল।

অন। তা, কি বললে?

ধীরে। ভদ্র লোকের মেয়ে, বলবেন আবার কি? লজ্জায় ঘাড় হেঁট করে রইলেন।

অন। বলি, দাদা, বলি——

ধীরে। কি, বলই না।

অন। বলি—বলি—(হঠাৎ) সে টা দেখতে কেমন?

ধীরে। কেন, তুমি কি ঘটকীর মুখে শোন নি, তিনি দেখতে কেমন?

অন। হ্যাঁ, কিন্তু তোমার চকে ঠেকল কেমন?

ধীরে। অনন্ত, আমার দ্বারা ঘটকীর বর্ণনার অলীকতা প্রমাণ হবে যদি আশা করে থাক, তোমার ভ্রম হয়েছে।

অন। তবু——

কল্যাণীর পুনঃপ্রবেশ।

কল্যা। এই যে, ছোটবাবু এসেছেন!

ধীরে। অনন্ত তাঁকে আর একবার দেখতে বড়ই ইচ্ছুক, তাঁর অঙ্গ-সৌষ্ঠবের বিষয় নিঃসন্দেহ হতে চায়।

কল্যা। বটেই ত, সে ত ভাল কথাই। আমি তাঁকে নিয়ে আসছি। (গত্যারম্ভ।)

অন। (ত্রস্তভাবে) না, না, দাদা দেখেছেন, তাই যথেষ্ট, আবার আনবার কোনও প্রয়োজন নেই, কষ্ট দেওয়া হবে মাত্র।

কল্যা। কিসের কষ্ট, কেবল ও ঘর থেকে এ ঘর।

[প্রস্থান।

(অনন্তের পুনঃপলায়নের উপক্রম ও ধীরেন্দ্র কর্ত্তৃক ধারণ।)

ধীরে। ও রকম করে তোমার চলে যাওয়া টা ভাল নয়। বিবাহ তোমার, ওঁরা মনে করবেন কি?

অন। কারও, বুঝি, মাথা ধরে না? (সত্রাসে) দাদা, ঐ আসছে!

চারুবাহিনী ও তরঙ্গিণীকে লইয়া কল্যাণীর পুনরায় আগমন।

কল্যা। এই নাও, ছোটবাবু, এই বার ভাল করে নিজের ধন নিজে চিনে নেও।

ধীরে। (কৌশলে অনন্তকে গৃহমধ্যবর্ত্তী করিয়া, জনান্তিকে) এ বার তোমার দেখবার খুব সুবিধা হয়েছে, কোনও অন্তরায় নেই। বেশ করে দেখে নাও। কি জান, ভাই, চিরজীবনের ব্যাপার।

অন। (অক্ষিপ্রান্ত দ্বারা দর্শন, ও জনান্তিকে) দাদা, ওরা এ বাগে কেউ চেয়ে নেই। তুমি যদি ঐ ও বাগে খানিক চাও, ত, আমি এক বার চেষ্টা দেখি—চেষ্টার অসাধ্য ক্রিয়া নাই। (চারুবাহিনীর মুখের দিকে মুহূর্ত্তের জন্য চক্ষুরুন্নমন, ও সেই সময়ে তাঁহার প্রতি চারুবাহিনী ও তরঙ্গিণীর দৃষ্টিপাত।) (ভয়সঙ্কোচে) দাদা, চায় যে!

ধীরে। (জনান্তিকে) তা ত কিছু অস্বাভাবিক নয়। তুমিও চাও না, গম্ভীর হয়ে ও দের বাগে চাও, ওঁরা ভয় পেয়ে যাবেন এখন।

কল্যা। ওগো, বড়বাবু, ছোটবাবু, বলি এ কি রকম কনে দেখা গো! চেয়েই দেখ!

অন। (জনান্তিকে) দাদা, তুমি আগে চাও। আমি তোমার পরে চাইব।

ধীরে। (হঠাৎ অনন্তের নিকট হইতে অপগত হইয়া, অনুচ্চস্বরে) ঘটকীঠাকরুণ, অনন্তকে তোমার কাছে রেখে গেলেম———

অন। (জনান্তিকে) অ দাদা, তোমার পায়ে পড়ি যেও না, অ দাদা, তোমার পায়ে পড়ি যেও না———

ধীরে।——যা জিজ্ঞাসাদি করতে হবে, তুমি আবশ্যকমত সব বলে টলে দিও।

অন। (জনান্তিকে, কাতরে) অ দাদা, তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে এই বাঘিনীদের হাতে ফেলে দিয়ে যেও না, অ দাদা———

ধীরে। (অনন্তের প্রতি) আমি আসছি এখনি আবার।

[প্রস্থান।

কল্যা। (চারুবাহিনীকে অনন্তের কিঞ্চিন্নিকটে আনিয়া, ও তাঁহার অবগুণ্ঠন সম্পূর্ণ উন্মোচন পূর্ব্বক) দেখ দেখি, ছোটবাবু, এমন মেয়ে কখনও দেখেছ!

অন। (চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, সকম্পে, স্বগত) অরে বাবা, এর চেয়ে যে সেই নটীগুণ ভাল ছিল, এত কাছে আস ত না!

কল্যা। মাসী, এই আলোর দিকে আর একটু এস, উনি ভাল করে দেখতে পাচ্ছেন না। (চারুবাহিনীকে অনন্তের আরও নিকটবর্ত্তী করণ।)

অন। (স্বগত) গিয়িছি, বাবা, একেবারে গিয়িছি! কোন শালা আর নটীদের নিন্দা করবে, তারা এমন করে গায়ে ঢলে পড়ত না!

কল্যা। (অনন্তের মুখের প্রতি নিরীক্ষণ পূর্ব্বক) ও মা, চক বুজিয়ে রয়েছ, দেখি!— পরে কত কোলে করবে, আদর সোহাগ করবে, অত লজ্জা কেন গা?

অন। (স্বগত) গিয়িছি গো, বাবা, গিয়িছি—গিয়িছি, গিয়িছি, গিয়িছি! কোলে করবে! আদর সোহাগ করবে! এই যাত্রা টা একবার রক্ষা পেলে হয়, ভাল করে বে করব এখন!

তর। (জনান্তিকে) ঘটকীঠাকরুণ, আমি প্রতিবাসিনী, আর এর পর সম্পর্কে এক প্রকার শালী হলেও হতে পারি, আমি ওঁর সঙ্গে কথা কইলে কিছু দোষ আছে?

কল্যা। দোষ, মাসী! বড়বাবুকে যেমন কথা কইয়েছিলে, এঁকেও তেমনি পার, ত, ধন্য মেয়ে বলি।

তর। (জনান্তিকে) কিন্তু রোগ গুরুতর। তাঁর সুদ্ধ কন্যা দেখা, আর ইনি হচ্ছেন নিজে কর্ম্মী। (অনন্তের প্রতি কোমল স্বরে) আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন, চারুবাহিনী আমার প্রায় ভগ্নী, জন্মে না হোক, স্নেহে। আপনি কি যথার্থই তাঁকে বিবাহ করতে অভিলাষী?

অন। উঁ—হুঁ—দাদা।

তর। ওঃ, আপনার দাদা বিবাহ করবেন?

কল্যা। ওগো, মাসীমারা, আমি এখানে না থাকলে, হয়ত, উনি তোমাদের সঙ্গে মন খুলে কথা কইবেন।

[প্রস্থান।

অন। (হতাশভাবে, স্বগত) যাঃ, যে এক জনকে চিনতেম, সেও গেল। আমার বুকের ভিতর টা যেন কি হচ্ছে। হে দাদা, যদি এই সময়ে একবার এস!

তর। আপনি বিদ্বান্, বুদ্ধিমান, আমাদের সঙ্গে কথা কইতে যে কেন কুণ্ঠিত হচ্ছেন, তা বুঝতে পারি নে। ও কি লজ্জায়—না ঘৃণায়?

অন। হুঁ—না।

তর। "হুঁ—না"। অর্থাৎ, প্রথমে বলতে যাচ্ছিলেন "হুঁ"—আমাদের সঙ্গে ঘৃণায় কথা কইতে চান না। তার পরে শিষ্টাচারের বিধি স্মরণ হওয়াতে, বললেন "না"।

অন। না।

তর। অস্বীকার করলে আর কি হবে? তা, আপনি আমাকে ঘৃণা করতে পারেন বটে, কারণ আমার হস্তক্ষেপ অনধিকারচর্চ্চা——

অন। (দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত, স্বগত) অনন্তকুমারের যা একটু বুদ্ধি শুদ্ধি ছিল, ঐ বক্তৃতার চোটে, আর বাগ্মিতার স্রোতে, তাও আজ ভেসে গেল——

তর। কিন্তু যাঁকে আপনি বিবাহ করতে এসেছেন, অন্ততঃ, বিবাহোদ্দেশে পরীক্ষা করতে এসেছেন, যিনি, সম্ভবতঃ, আপনার সহধর্ম্মিণী, জীবনসখী——

অন। (কল্যাণীর কথা স্মরণপূর্ব্বক, স্বগত) অর্থাৎ কি না, কোলে করতে হবে, আদর সোহাগ করতে হবে——

তর। সম্পদে, বিপদে, স্বদেশে বিদেশে, সহচারিণী, একমাত্র সঙ্গিনী——

অন। (স্বগত) ছিনে জোঁকের মত——

তর। সুখে সুখবৃদ্ধিকারিণী, দুঃখে দুঃখহ্রাসবিধায়িনী——

অন। (স্বগত) যদি ভাল থাকি ত কথা কয়ে, বকিয়ে, জ্বালাতন করে মারবে, ঐ হল "সুখে সুখবৃদ্ধিকারিণী"; আর অসুখ হলে, তার উপর আরও বকিয়ে আমার প্রাণ টা একেবারে বের করে দেবে, তাই হল

"দুঃখে দুঃখহ্রাসবিধায়িনী"। আচ্ছা, বল, বল, বলে যাও, অদৃষ্টে আরও কত নিগ্রহ আছে, না জানি। সব গুল আগে থাকতে শুনে নিই———

তর। যিনি, বা, এক সময়ে আপনার এবম্বিধ, আত্মীয়তম আত্মীয়া হবেন, প্রণয়ে যিনি আপনার সুদ্ধ অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী নন, কোনও দিন অন্তরের অন্তরও হতে পারেন———

অন। (স্বগত) বক্তু্ঠাকরুণ, ঐ খানে দাঁড়ি দাও, আমাকে না চিরে ফেললে ত আর তা হবার যো নেই? কোলে বসতে চায়, বসুক, তাতে; না হয় (দীর্ঘনিশ্বাসপরিত্যাগ), এক দিন স্বীকার আছি, কিন্তু "অন্তরের অন্তর" কিঞ্চিৎ বাড়াবাড়ি হচ্ছে না?———

তর। আপনার তাঁকে উপেক্ষা করা, তাঁকে ঘৃণা করা, আমার বিবেচনায় উচিত বলে বোধ হয় না। তবে, অবশ্য, আপনার বিশ্ববিদ্যালয়সুগভীর-পরীক্ষাসুমার্জ্জিতবুদ্ধির নিকষণে এ সমস্ত অন্য বর্ণে প্রতীয়মান হতে পারে। আমি মূর্খা। আপনি বিদ্বান্। ঘৃণিতা, অনধিকারচারিণীকে মার্জ্জনা করবেন। (প্রায় ভূতল স্পর্শ পূর্ব্বক প্রণাম।) (স্তম্ভিত ভাবে অনন্তের প্রতিপ্রণাম।)

[তরঙ্গিণীর প্রস্থান।

অন। (স্বগত) আমি ত ওকে কিছু বলি নি, ও রাগ করলে কেন?

চারু। (ভূপতিতচক্ষু ও চিন্তিত অনন্তের প্রতি দৃষ্টি করিয়া, স্বগত) আমি ত এর কিছুই বুঝতে পারছি নে! এ কি অভিনয় না, আর কিছু? (প্রকাশ্যে অতিশয় মৃদু ও স্নিগ্ধ স্বরে) আপনি———

(তরঙ্গিণী পুনরাগতা বোধে অনন্তের তাঁহাকে প্রণাম করণ।)

[লজ্জারুষ্টভাবে চারুবাহিনীর প্রস্থান।

অন। (জড়বৎ) আমি দাঁড়িয়ে কি বসে, তা জানি নে। দাদা যদি আসে———

ধীরেন্দ্রের পুনঃপ্রবেশ।

ধীরে। কেমন, আমাকে যে একলা ফেলে পালিয়ে গিয়েছিলে, তার শোধ পেয়েছ?

অন। দাদা—কোলে—বসতে—চায়। (এক খানা চৌকীতে উপ-বেশন পূর্ব্বক, প্রায় মূর্চ্ছিতের ন্যায় অক্ষিনিমীলন ও কষ্টে শ্বাস গ্রহণ।)

ধীরে। (তৎসন্নিধানে আগমনপূর্ব্বক, উদ্বিগ্নচিত্তে) এ কি, এ কি? (অনন্তের হস্তাদি পরীক্ষণ।)

অন। কো—লে—কো—লে—ব্—স—তে—চা—য়———

কল্যাণীর প্রবেশ।

কল্যা। বলি, খুব যা হোক!

ধীরে। (রুমালদ্বারা ব্যজন করিতে করিতে, শোকাভিভূত স্বরে) ঘটকীঠাকরুণ, কিছু বলো না, বলো না, দেখছ না, সর্দ্দিগর্ম্মি হয়েছে! ঘরের ছেলে, ভালয় ভালয় এখন ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারলেই বাঁচি।

কল্যা। (সোদ্বেগে) য়্যঁা, বটে! (ব্যস্ত ভাবে জল আনয়ন ও অনন্তের মুখে তাহা সিঞ্চন।) আহা হা, ছেলে মানুষ, বৌ দেখে মূর্চ্ছা গেছে।

(উভয়ের ব্যজন, ইত্যাদি।)

যবনিকাপতন।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

নবীনকৃষ্ণের গৃহবাটিকা।

কল্যাণী, তরঙ্গিণী ও চারুবাহিনী উপস্থিত।

কল্যা। আমি ত এর কিছু দিশে রাহা দেখতে পাচ্ছি নে। ওগো মাসীমারা, তোমরা আজকালের মেয়ে, এত লেখাপড়া জান, ভেবে চিন্তে তোমরা নিজে এর কোনও একটা উপায় করতে পার না?

তর। (চিন্তাপূর্ব্বক) পা—রি, কিন্তু কিছু ছলনার আবশ্যক।

চারু। ছলনা!

তর। মারাত্মক নয়—সম্পূর্ণ নূতনও নয়। কিন্তু প্রয়োগে সাহস ও কৌশল উভয়েরই প্রয়োজন।

কল্যা। আচ্ছা, কৌশল টা তুমি বলে দাও, সাহসের ভার আমার। ও দুই ভাইকে পাড়বই পাড়ব, তা যা আছে কপালে। এত টা কাল ঘটকী-গিরি করে এসে, এই বুড় বয়সে, ঐ দু জন ছেলে ছোগরার কাছে হেরে যাব? নাক কাণ কেটে ফেলব না?

তর। চারু, আমি কাট খড় যুগিয়ে দেব, কিন্তু, ভাই, গড়তে হবে তোমাকে নিজে। স্বীকার আছ?

চারু। (সঙ্কোচের সহিত) বাবা কি বলবেন?

কল্যা। আঃ, কিসের বাবা গো, মাসীমা? তিনি টেরই পাবেন না! তাঁকে বলতে যাবে কে? আর যত দিন না এর একটা ধার্য্য হয়, তরঙ্গ-মাসী এই খানে থাকবেন, তা ত জান—ওঁর কাকা মত দিয়েছেন। তোমরা দু জন আছ, আর আমি আছি, ভয় কি?

তর। চারু, এক বার দীন বেশ ধরতে পার? "থান" পরতে বলছি নে, এক খানা সামান্য ফরশডাঙ্গার, বা সিমলের ধূতি হলেও চলবে। ঢাকাই,

বারাণসী বাদ। বালা রাখতে পার, কিন্তু "ঘড়োয়া" নয়, আর অন্য কোনও আভরণও নয়।

চারু। দুঃখীর মেয়ে সাজতে হবে! তোমার কাকা সে বার যে শান্তি-পুরে কাপড় খানা দিয়েছিলেন, তাতে হবে?

তর। হবে। কিন্তু এ রণের প্রথম শর—"ভাই ভাই, ঠাঁই ঠাঁই"। দু ভাইকে পৃথক্ করতে হবে। এ ত জানই—যোগে বল, বিয়োগে ক্ষয়।

চারু। দু ভাই যে অভিন্নসংযোগ, যুগলদেহে এক আত্মা! পৃথক্ করবে কেমন করে?

কল্যা। রেখে দাও না, চারু মাসী—মেয়ে বুদ্ধিতে ওর চেয়ে শক্ত যোড় ভাঙ্গতে পারি। তরঙ্গ মাসী, এই যুদ্ধে তুমি গুরু, আমরা চেলা। এক বার হুকুম দেওনা, বড়কেই হোক, আর ছোটকেই হোক, একেবারে নদীপার করে দিয়ে আসি।—আর তার পর?

তর। (সস্মিতে) পরে বলব, কিন্তু তাঁদের তত দূর পার করতে হবে না! কেবল, পালাক্রমে, এক বার এঁকে, এক বার ওঁকে ঘরের পার করা চাই। পারবে?

কল্যা। (তীব্র কণ্ঠে) পারব! পারব না, হারব? নাক কাণ কেটে আঁস্তাকুড়ে ফেলে দেব না? পারব! (অঙ্গুলিমোটনের সহিত) এই এক শ বার পারব, এই দু শ বার পারব, এই দু হাজার বার পারব।

চারু। (সহাস্যে) ঘটকীঠাকরুণ, দেখছি, ওঁদের জন্যে পণ করেছেন!

কল্যা। পণের কথাই ত, মাসী! কনে দেখতে এসে সর্দ্দিগর্ম্মি যায়! (উত্তেজিতভাবে) সর্দ্দিগর্ম্মি গো, মাসী, সর্দ্দিগর্ম্মি!! সর্দ্দিগর্ম্মি!!!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

নবীনকৃষ্ণের বাটীর ক্ষুদ্র অধিবেশনগৃহ।

ধীরেন্দ্র ও অনন্তের প্রবেশ।

অন। দাদা, কোমও রকমে কি পালিয়ে যাবার উপায় নেই ?

ধীরে। না, না, না, পালিয়ে যাওয়া কোনও মতেই হতে পারে না। আমরা এসেছি ভদ্রলোকের মত, যাবও ভদ্রলোকের মত—চোরের মত নয়। কিন্তু, ভাই, দেখ, এক টু সাহস করে যদি বিবাহ টা করে ফেলতে পার, বড়ই ভাল হয়। তুমি নিজেও সুখী হবে, আমাকেও সুখী করবে। অনন্ত, আমি তোমাকে কখনও কোনও অনুরোধ করি নি—ভাই, এই বার করছি, যদি আমার কথা টা রাখ।

অন। দাদা, আমি ওতে স্বীকার হলে কি তুমি যথার্থই সুখী হও ?

ধীরে। ভাই, আমি অত্যন্ত সুখী হই, মনের সহিত সুখী হই।

কল্যাণীর প্রবেশ।

কল্যা। বড়বাবু, কর্ত্তামহাশয় তোমাকে ডাকছেন।

ধীরে। কেন ?

কল্যা। কি এক টা দরকার আছে।

ধীরে। তিনি কোথায় ?

কল্যা। দালানে। চল, আমি তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি।

ধীরে। চল।

[কল্যাণীর সহিত ধীরেন্দ্রের প্রস্থান।

অন। ঐ, আমার বের কথা বলবার জন্য, আর কিছুই নয়। পৃথিবী-সুদ্ধ লোক আমার বের জন্য পাগল হয়েছে! আমি যেন এক টা কি! (পরিক্রমণ) তা, কি বল, বে টা করে ফেলি? এক বার বই ত আর দু বার করতে

হবে না? আসল কথা টা হচ্ছে, আমি দাদার মনে কষ্ট দিতে পারি নে। যদি পাপ থাকে, দাদার কথার উল্লঙ্ঘনে আছে। কেবল ছুঁড়ী টে কানা কি খোঁড়া, তা জানতে পারলেম না, এই দুঃখ রইল। আর সে বিষয়ে দাদাও, বোধ হয়, তেমনি পণ্ডিত! (দ্বারের দিকে দৃষ্টি করিয়া) আরে মলো, এ আবার কে এক টা আসছে! (ত্বরিত উপবেশন, ও এক খণ্ড সম্বাদপত্র লইয়া, পাঠাভিনিবিষ্টভাবে, তদ্ব্যবধানে মুখগোপন।)

চারুবাহিনীর প্রবেশ।

চারু। (স্বগত) বটে! আচ্ছা, দেখি, তোমার মুখ দেখতে পাই কি না! (নিকটে আগমন পূর্ব্বক, প্রকাশ্যে) ছোটবাবু মহাশয়, আপনার যদি পড়া হয়ে থাকে, বাড়ীর ভিতরে তাঁরা ঐ কাগজ খানা চাচ্ছেন।

অন। (স্বগত) ওঃ, একটা চাকরাণী! (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, এই নিয়ে যাও। (ভিন্ন দিকে আননাবর্ত্তন পূর্ব্বক, সাবধানে, সম্ভবতম দূর হইতে, চারুবাহিনীকে সম্বাদপত্র প্রদান।)

চারু। (অনন্তের মুখের দিকে কিঞ্চিৎ সরিয়া) আর, ছোটবাবু মহাশয়, বড়বাবু মহাশয় কর্ত্তামহাশয়ের সঙ্গে বেরিয়ে গিয়েছেন, সন্ধ্যার আগে ফিরবেন না, তা আপনার জলখাবারের আসন পাতা যাবে কি?

অন। (অন্য দিকে বদনপরীবর্ত্তের সহিত, স্বগত) বাড়ীর চাকরাণী গুণ পর্য্যন্ত কাছে এসে কথা কইতে চায়! আমি কি কালা না কি? (প্রকাশ্যে) না, আমার ক্ষুধা নেই।

চারু। (পুনরায় অনন্তাভিমুখে গমন করিয়া) তা, না হয়, এই খানে নিয়ে আসি?

অন। (অবনত মুখে, স্বগত) কচুপোড়া খেলে যায়ে লক্ষীছাড়া চাকরাণী টে, মুখের দিকেই আসে! (প্রকাশ্যে, ঈষৎ রুষ্ট স্বরে) আমি পূর্ব্বেই বলেছি, আমার ক্ষুধা নেই।

চারু। (নয়নে অঞ্চল দিয়া, ক্রন্দনের ভাবে) আপনি আমার উপর রাগ করবেন না, আমার ঘাট হয়েছে। তাঁরা বলে পাঠিয়েছিলেন বলেই আপনাকে বললেম। তা, আমার ঘাট হয়েছে।

অন। (স্বগত) অত টা কড়া করে বলা টা ভাল হয় নি, ভয়ে কেঁদে ফেলেছে! (চারুবাহিনীর দিকে অল্প মুখ তুলিয়া, মৃদুভাবে) না, আমি ত তোমার উপর রাগ করি নি, আমার সত্যই ক্ষুধা নেই।

চারু। (অঞ্চলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে) আমি মনে করলেম, আপনি, বুঝি, আমার উপর রাগ করেছেন। তা, আপনি রাগ করেন নি?

অন। (চারুবাহিনীর প্রতি এক বার পূর্ণ দৃষ্টি পূর্ব্বক, সাহসে, স্বগত) অরে, এক টা ছেলে মানুষ! (প্রকাশ্যে) বাঃ, আমি তোমার উপর রাগ করব কেন, তুমি ত কোন দোষ কর নি! আমি তোমাকে পূর্ব্বে কখনও এ বাড়ীতে দেখি নি। তুমি কি নূতন এসেছ?

চারু। (বিনীত কণ্ঠে) আজ্ঞা, না, আমি এখানে অনেক দিন আছি।

অন। (স্বগত) ভাল মানুষ, ভাল মানুষ বলে বোধ হচ্ছে। দাঁড়াও, একে সেই সেটার কথা জিজ্ঞাসা করি। না জেনে এক টা কানা খোঁড়া মেয়ে বে করব, এ কোন দেশী কথা! (প্রকাশ্যে) তুমি এ বাড়ীর সকলকে চেন?

চারু। আজ্ঞা, হ্যাঁ, চিনি বই কি।

অন। (নিম্নতর স্বরে) দেখ, তোমাকে এক টা কথা বলতে চাই। তুমি কাকেও বলবে না?

চারু। (উৎসাহদায়ক ভাবে) কি, বলুন না।

অন। ঐ যে নবীন বাবুর মেয়ে, সে দেখতে কেমন, আমাকে বলতে পার? তুমি ঠিক সত্য বলো, আমি কাকেও বলব না, তোমার ভয় নেই।

চারু। কেন, আপনি কি তাঁকে দেখেন নি?

অন। ভাল করে নয়।

চারু। আমি তাঁকে বলব গিয়ে, আপনি তাঁকে ভাল করে দেখতে চান!

অন। (সত্রাসে) না, না, না, না। (স্বগত) এমন ছেলে মানুষ কোথায়ও দেখি নে! কিছু বোঝে না। (প্রকাশ্যে) বলি, তুমি এই অল্প বয়সে দাসীবৃত্তি কর কেন? তোমার কি কেউ নেই?

চারু। (নয়নে পুনর্ব্বার অঞ্চল দিয়া) ও কথা টা তুলবেন না, তুলবেন না।

অন। (সদয় চিত্তে, স্বগত) হয়ত বিধবা, কিন্তু হাতে ত বালা দেখছি। (প্রকাশ্যে) তুমি ছেলে মানুষ—বিধবা হয়েছ কত দিন?

চারু। (সহসা মুখ তুলিয়া, সস্মিতে) অনন্ত বাবু, আমার এখনও বিবাহ হয় নি!

অন। (স্বগত) হুঁ, দেখতে মন্দ নয়। তা, সেই চারুবাহিনী টে যদি এর মত কতক টা হয়, তা হলেও যে রক্ষা পাই! (প্রকাশ্যে) তুমি দাসী, আমার নাম করতে তোমার ভয় হল না?

চারু। (ভীতস্বরূপে, করযোড়ে) অধিনীর অপরাধ হয়েছে, নিজের মহানুভাবতাগুণে মার্জ্জনা করবেন।

অন। (সাশ্চর্য্যে, স্বগত) "অধিনীর অপরাধ হয়েছে, নিজের মহানুভাবতাগুণে মার্জ্জনা করবেন"! হে ছেনা চাকরাণী, তুমি ও রকম সাধু ভাষা শিখলে কোথায়!—যদি স্ত্রীলোক না হত, এটার সঙ্গে একটু ইয়ার্কির চেষ্টা দেখতেম। (গম্ভীরভাবে) তোমাকে ক্ষমা করলেম। তোমার নাম কি? আর তোমার বিবাহ হয় নি কেন? তুমি লেখা পড়া শিখলেই বা কোথায়?

চারু। প্রথম প্রশ্নের উত্তর——দাসী বলেই সম্প্রতি পরিচয়, ভবিষ্যতে অধিক অবগত হলেও হতে পারেন। দ্বিতীয় প্রশ্নের সিদ্ধান্ত——বিবাহের উপযুক্ত পাত্র কেউ পূর্ব্বে সম্মুখীন হন নি। তৃতীয়ের সমাধা——পিতৃভবনে ও কুমারী-বিদ্যালয়ে।

অন। (সাতিশয় আশ্চর্য্যে, স্বগত) কাণ্ডকারখানা টা কি! অনন্তকুমার, তোমাকে না পূর্ব্বেই বলেছিলেম, স্ত্রীলোকদের সঙ্গে মিশো না, তুমি তাদের সমকক্ষ নও! (প্রকাশ্যে) সেই পিতৃভবন কোথায়, জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

চারু। জিজ্ঞাসা আপনি নিশ্চয়ই করতে পারেন, কিন্তু উত্তরপ্রাপ্তি পরসাপেক্ষ।

অন। (উত্থান করিয়া, স্বগত) আমার বুদ্ধি টে আবার লোপ পেয়ে আসছে। (প্রকাশ্যে) যাঁকে আমি প্রথমে দাসী বলে ভেবেছিলেম, তিনি আমার বিষয় সমস্ত বিদিত, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, তাঁর নাম পর্য্যন্ত

আমি অজ্ঞাত। আমার রূঢ়তায় কুপিত না হয়ে, দয়া করে তিনি যদি আমার সেই অজ্ঞতা বিদূরিত করেন, আমি নিরতিশয় অনুগৃহীত হই।

চারু। মহাভাগ, দাসীর দাসীত্বে সন্দিহান হবেন না। দাসী, দাসী—চিরদাসী।

অন। (স্বগত) অহে অনন্তকুমার ভায়া, তুমি এখন কোথায়? তোমাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি নে। কিন্তু তোমাকে এক টা সু পরামর্শ দিই, শোন। কেন আর কলঙ্ক বাড়াও, তুমি এ কর্ম্মের কর্ম্মী নও। সকলেই জানে, তুমি এক টা বিখ্যাত বোকা। গ্রামের, বলীবর্দ্দ, গ্রামে ফিরে যাও। (প্রকাশ্যে) অজ্ঞাতপরিচয়ার নিকট অধম অদ্য সবিনয়ে বিদায় গ্রহণ করছে। (প্রস্থানোদ্যম।)

চারু। (উদ্বিগ্নভাবে, অনন্তের পথরোধ পূর্ব্বক) আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

অন। যেখানে ভয় নাই, শান্তি আছে——নিজালয়ে, রাণাঘাটে।

চারু। (উদ্বিগ্নতরস্বরে) আপনি কি ক্ষিপ্ত? আপনার দাদা মনে করবেন কি?

অন। (চিন্তিতাস্যে, স্বগত) দাদা—পৃথিবীর অনন্যোপম, অকপট বন্ধু—তাঁর মনে কষ্ট দেওয়া—কিন্তু—কি করি—কেবল অপমান বৃদ্ধি মাত্র—আমাদের উভয়েরই। (প্রকাশ্যে) বোধ হয়, প্রশ্নকারিণী তাঁকে ক্ষিপ্তের প্রস্থানসংবাদ দিতে অস্বীকৃত নাও হতে পারেন?

চারু। আপনি ক্ষিপ্ত হতে পারেন, কিন্তু প্রশ্নকারিণীর ক্ষিপ্ততা এখনও স্থির দাঁড়ায় নি। (দ্বারাবরোধ পূর্ব্বক স্থিতি।)

অন। ক্ষিপ্তপলায়ননিবারণকারিণীর অধ্যবসায় অসাধারণ, সন্দেহ নাই, কিন্তু নীতিসঙ্গত কি?

চারু। (দ্বার পরিত্যাগ করিয়া) আচ্ছা, আপনি যান, আমিও আপনার সঙ্গে যাব।

অন। কি স্বত্বে?

চারু। বীরবর, স্ত্রীর সত্বে!

[প্রস্থান।

অন। (হতবুদ্ধিভাবে) সে টা আবার হল কি?

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

নবীনকৃষ্ণের বাটী——প্রাসাদশিখর।

ধীরেন্দ্রের প্রবেশ।

ধীরে। তিনি নিজেই এক মহৎ কাব্য, বা জীবন্ত পুস্তকাগার। তাঁর সাহায্যে অদ্য সংস্কৃত সাহিত্যসাম্রাজ্যের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্তে গমন করেছি——তন্ন্যায়ালঙ্কার-কাব্য-বিজ্ঞান-সমূদ্র মন্থন করেছি! বাস্তবিক, বলতে কি, আমাদের পুরাতন উচ্চতম চিন্তা ও পরিদর্শনে আর আধুনিক, পাশ্চাত্য, উচ্চতম চিন্তা ও পরিদর্শনে এত সৌসাদৃশ্য ও নিকট সম্বন্ধ আছে, তা জানতেম না! যখন ডাকিয়ে পাঠান, মনে করেছিলেম, ঐ বিবাহের সম্বন্ধে, বুঝি, কি বলবেন। শঙ্কিত হয়ে ছিলেম। তা নয়, "আর্য্য-ধর্ম্মের উদারতা, আর্য্যবিদ্যার গভীরতা", এই প্রসঙ্গ! কিন্তু আমার সময় নষ্ট হয় নি, মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করি। (পরিক্রমণ।) শুনলেম, অনন্ত এই খানে আছে। গেল কোথায়? এই বিবাহের উত্তেজনায় যেন সমগ্র ধরণী বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়েছে। শেষ হলেই পরিত্রাণ পাই।

তরঙ্গিণীর প্রবেশ।

তর। (মৃদুগম্ভীর স্বরে) আপনার ভ্রাতার বিবাহ নিষ্পন্ন হলে, শুদ্ধ আপনি নন, আমরাও সকলেই পরিত্রাণ পাই। বাড়ীর দাসীদের সঙ্গে যথেচ্ছা কথোপকথন, তাদের অত্যাবশ্যকীয় গৃহকর্ম্মে ব্যাঘাত প্রদান, নিভৃতে তাদিগকে তাদের প্রভুকন্যার বিষয় জিজ্ঞাসাবাদ—বোধ হয়, আপনার সোদরের উপযুক্ত, বা ভদ্রানুযায়ী ব্যবহার নয়।

ধীরে। (লজ্জাশ্চর্য্যজিত কণ্ঠে) আপনি কে? আর কি বললেন, কিছুই বুঝতে পারলেম না!

তর। কল্যাণী মাসী, ঘটকীঠাকরুণ, আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তাঁর শরীর কিঞ্চিৎ অসুস্থ, নিজে আসতে পারেন নি—আমি তাঁর প্রতিনিধি। আর আপনার অনুজের কথা, তাঁর লজ্জাহীনতার, অশিষ্টতার কথা বলছিলেম।

ধীরে। (তীব্র স্বরে) আমার ভাই লজ্জাহীন ও অশিষ্ট, এ কথা কে বলে?

তর। আমি বলি।

ধীরে। প্রমাণ?

তর। স্বচক্ষে দৃষ্টি।

ধীরে। সময় ও স্থান?

তর। কিয়ৎকাল মাত্র পূর্ব্ব—দ্বিতলস্থ অধিবেশন গৃহ।

ধীরে। কি দেখলেন, বা শুনলেন?

তর। দেখলেম—তিনি এক অনধিকবয়স্কার সহিত অকুণ্ঠিতভাবে আলাপ করছেন। শুনলেম—তাকে জিজ্ঞাসা করেছেন, তার নাম কি, সে বিধবা কি না, চারুবাহিনী দেখতে কেমন——

ধীরে। অনন্ত লজ্জার বেলা অতিক্রম করেছে! অনন্ত এ রূপ অশিষ্টাচারদোষদুষ্ট! অসম্ভব! অচিন্তনীয়! আপনার ভ্রম হয়েছে।

তর। চক্ষু, কর্ণ—দুয়েরই?

ধীরে। ক্ষমা করবেন—নিঃসন্দেহ। আমার ভ্রাতা বিদ্যা, বুদ্ধি, গুণের আধার—ও রূপ আচরণ করতে পারে না, জানে না।

তর। তাঁর বিরুদ্ধে যদি অপর সাক্ষী আনতে পারি?

ধীরে। (দৃঢ় ভাবে) সমুদয় জগতের সাক্ষ্যে বিশ্বাস করব না।

তর। (বদনাবর্ত্তন পূর্ব্বক, ক্রোধব্যঙ্গস্বরে) যিনি মুখের উপরে আমাকে মিথ্যাবাদী বলতে সঙ্কুচিত হচ্ছেন না, তাঁর ভ্রাতা যে শীলতার আদর্শ, ঔদার্য্যের চরমাশ্রয়, তা কি কেউ মুহূর্ত্তের জন্যও সন্দেহ করতে পারে?

ধীরে। (সলজ্জে) আমি, শুদ্ধ আপনার ভ্রম হয়েছে, বলেছিলেম। দেখুন, ভ্রম সকলেরই হতে পারে।

তর। ওঃ, আপনার কখনও হয় না।

ধীরে। (বিনয়বদনে) আমার ভ্রাতাকে আমি আশৈশব দেখে আসছি। তার চরিত্রাদি বিশেষরূপ জ্ঞাত আছি। সেই জন্যই, যে টা অসম্ভব বলে বোধ হল, হঠাৎ তা বিশ্বাস করতে পারি নি। কিন্তু তৎসমর্থনে, সাধুবিগর্হিত ভাবে যদি কিছু বলে থাকি, নিজ দয়ায় মার্জ্জনা করবেন।

তর। তাঁর মঙ্গলপ্রার্থী হয়ে যদি কেউ কিছু জানায় বা করে, আপনি প্রীত হন?

ধীরে। (সাগ্রহে) যে আমার ভ্রাতার শুভানুধ্যায়ী, সে আমার পরম উপকারক—প্রিয় বন্ধু।

তর। ইতিপূর্ব্বে যা বলতে যাচ্ছিলেম, তা ত আপনি উড়িয়েই দিলেন। কিন্তু এ টা বিশ্বাস করবেন কি—সত্যই তাঁর হিতেচ্ছায় বলছি—চারুবাহিনীর ন্যায় স্ত্রী তিনি আর কোথাও পাবেন না? আপনি আপনার ভাইকে "বিদ্যা," "বুদ্ধি," "গুণের" আধার বলে প্রশংসা করছিলেন। ঐ তিনে যদি "রূপ" যোগ দেন, চারুবাহিনীর যথার্থ বর্ণনা হয়।

ধীরে। তাতে আমার কিছু মাত্র সন্দেহ নেই—বিন্দু মাত্রও নয়। এই বিবাহপ্রস্তাবের কার্য্যোপনয়ে যদি আপনি সাহায্য করেন, আমি সত্যই উপকৃত হই।

তর। শুনতে পাই না কি তিনি তাঁকে আজও দেখেন নি।

ধীরে। ঐ লজ্জায়, আর কিছুই নয়।

তর। এক টা কথা বলব বলব বলে মনে করছি। যদি মুখরতা মার্জ্জনীয় হয়, ত, বলি।

ধীরে। বলুন।

তর। বিবাহার্থী হয়ে এসে, অবধারণে বা পরিচয় গ্রহণে এত অধিক লজ্জা কি সঙ্গত বা সমুচিত?

ধীরে। দেখুন, আমি তাকে বল পূর্ব্বক বিবাহ করাচ্ছি, বললেও হয়। অনন্ত সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় এখানে আসে নি।

তর। কিন্তু তিনি ত বালক নন। শিক্ষিত—বিদ্বান্।

ধীরে। যদি অন্যসমীপে ব্যক্ত না করেন———

তর। প্রতিশ্রুত হলেম।

ধীরে। আমার ভাই সে দিন অত লজ্জা করত না, কেবল তরঙ্গিণী নামে এক জন প্রতিবাসিনী তথায় উপস্থিত ছিলেন———তাঁর থাকার বিরুদ্ধে আমরা আপত্তি করেছিলেম———তিনিই অকারণে, অতি

গর্ব্বিত ও অহঙ্কৃত ভাবে, অনন্তকে যৎপরোনাস্তি ভৎর্সনা ও তিরস্কার করে, তার মুখ একেবারে বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

তর। (অবনত মুখে, স্বগত) আচ্ছা, ভাই, আমারই যত দোষ! চারুর জন্য সব সইতে পারি। (প্রকাশ্যে) সেই স্ত্রীলোক টা আপনার সঙ্গেও ঝগড়া করেছিল কি? আপনি চারুবাহিনীকে দেখেছেন?

ধীরে। না—হ্যাঁ—এক রকম।

তর। তাঁকে আমি নিয়ে আসব? আপনি দেখবেন? (দুই এক পদ গমন।)

ধীরে। (সভয়ে) একটু দাঁড়ান, না!—আমার কি তাঁকে নিরীক্ষণ, পর্য্যবেক্ষণ করে দেখবার কিছু বিশেষ প্রয়োজন আছে? আপনিই বলুন না, আছে কি?

তর। আমার যদি পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন, তা হলে, বলি, আছে। আপনার ভ্রাতার আপনিই জগতে এক মাত্র আত্মীয়। আপনি তাঁর জন্য কন্যা দেখবেন না, ত, দেখবে কে?

ধীরে। হ্যাঁ—তা বটে—তা বটে———

তর। কিন্তু সন্নিকটে দেখতে যদি ভয় করে———

ধীরে। না, ভয় কিসের, ভয় কিসের, ছোট ভায়ের স্ত্রী, দয়া স্নেহের পাত্রী, তবে———

তর। সন্নিকটে দেখতে যদি ভয় করে, এক টা সদুপায় বলে দিচ্ছি, সকল দিক্ রক্ষা হবে। ঘটকালী করতে বসেছি, ত, ভাল করেই করি। কিন্তু বিদায়ের সময়ে স্মরণ থাকে যেন।

ধীরে। অবশ্য। আপনার মাসীকে যেমন দেওয়া যাবে, আপনাকেও তেমনি দেওয়া হবে। সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি অকৃতজ্ঞ নই।

তর। আচ্ছা, পুরস্কারের মাত্রা পরে ধার্য্য করবেন—তার ইয়ত্তা পরে হবে। দেখা যাবে তখন, আপনার কৃতজ্ঞতার গভীরতা কত দূর। কিন্তু যে উপায়টার উল্লেখ করছিলেম, তা এখন বলি, শুনুন। কোনও না কোনও উপলক্ষ করে আমি চারুবাহিনীকে এক বার ঐ বাগানে (অঙ্গুলি

দ্বারা নির্দ্দেশ) ডেকে নিয়ে যাই। আপনি এই দূরবীক্ষণ টা দিয়ে দেখবেন—তাঁকে এখান থেকে বেশ স্পষ্ট দেখতে পাবেন। (ধীরেন্দ্রহস্তে তৎপ্রদান।)

ধীরে। উৎকৃষ্ট বিধান হয়েছে। আমি ভ্রাতৃশ্বশুর সম্পর্কে—সমীপ স্থান হতে কঠোর নয়নে দেখে তাঁকে লজ্জিত কিম্বা ভীত করা নৃশংসের কার্য্য হবে। (স্বগত) তুমি নিজে লোক টা কে, আগে দেখি, দাঁড়াও—বৌ দেখব পরে! (প্রকাশ্যে) দূরবীক্ষণ টা উত্তম বলে বোধ হচ্ছে। (পরীক্ষার ভাবে তাহা ইতস্ততঃ প্রয়োগের পর, তদ্দ্বারা তরঙ্গিণীর মুখ সন্দর্শনের চেষ্টা। তরঙ্গিণীর ঈষৎ অপসরণ।) (স্বগত) আত্তর নিকচ করেছে, সরে যায়, দেখ! সর কেন?—অনন্ত টা এই খানে থাকলে খুব সাহস করে দেখতে পারতেম, একলা একলা কেমন ভয় হয়। (পুনরায় তরঙ্গিণীর মুখের দিকে দূরবীক্ষণাধান, ও তরঙ্গিণীর আবর্ত্তন।) ফের সরে?

তর। আপনি কি শনির অঙ্গুরীয়ক খুঁজছেন?

ধীরে। (স্বগত) শনির অঙ্গুরীয়ক!! তোমার তথ্য টা জানতেই হচ্ছে, ঠাকরুণ! (প্রকাশ্যে) আপনি ঠিক অনুধাবন করেছেন। কিন্তু যদিও প্রায় সন্ধ্যাগম হয়েছে, সূর্য্যের আলোক এখনও এত প্রখর যে ভাল করে দেখতে পেলেম না। আর এক বার চেষ্টা করব কি? (পূর্ব্ববৎ দূরবীক্ষণ নিয়োগ। তরঙ্গিণীর কিঞ্চিৎ মুখাবনয়ন।) (স্বগত) আংশিক গ্রাস মাত্র হল, কিন্তু আশ্চর্য্য হলেম, যা হোক! তোমার মুখে দর্প ও দেখলেম, মধুরতা নম্রতাও দেখলেম! অদ্ভুত, অসাধারণ যোগ! হে স্ত্রীরূপধারী দ্বিপদ, তুমি পদার্থ টা কি?—উঁঃ, অনন্ত যদি এই সময়ে থাকত!

তর। দেখুন, ঐ দূরবীক্ষণটার এক টু ইতিহাস আছে।

ধীরে। ইতিহাস আছে?

তর। আজ্ঞা, হ্যাঁ। ও টা আমি কুড়িয়ে পেয়েছিলেম।

ধীরে। কুড়িয়ে পেয়েছিলেন?

তর। আগন্তুক দু জন ভদ্র লোক এক দিন আমাকে আর আমার এক

বন্ধুকে অকস্মাৎ এক বৃক্ষান্তরালে দেখে, বেগে পলায়ন করলেন—বোধ হয়, কোনও রকম ভয় পেয়ে থাকবেন। তাঁদেরই এক জনের হাত থেকে ঐ টে পড়ে গিয়েছিল।

ধীরে। (স্বগত) অরে, সর্ব্বনাশ করেছে রে, সর্ব্বনাশ করেছে! এ টা আমারই দূরবীক্ষণ, সেই—সেই—সে দিন হারিয়ে ফেলেছিলেম! একেবারে সর্ব্বনাশ, কি করি?—কিন্তু, হয়ত, আমাদের ভাল করে দেখতে পায় নি। (প্রকাশ্যে) কি আশ্চর্য্য! তাঁরা কে, আর অমন করে বা পালিয়েই গেলেন কেন?

তর। তা কেমন করে জানব, বলুন। দেখুন, দেখি, ঐ খানে বুঝি, অধিকারীর নাম অঙ্কিত আছে। (প্রদর্শন।) (ধীরেন্দ্র লজ্জায় নীরব।) আপনি বিস্মিত হবেন কি না, জানি না———আমার সেই বন্ধুর নাম চারুবাহিনী।

ধীরে। (আশঙ্কাবসন্নভাবে) আপনি কে?

তর। (মস্তকোত্তোলন পূর্ব্বক, পূর্ণ দৈর্ঘ্যে দণ্ডায়মান হইয়া) তরঙ্গিণী———মিথ্যাবাদিনী, গর্ব্বিতা, অহঙ্কারিণী তরঙ্গিণী।

(ধীরেন্দ্রের বজ্রাহতের ন্যায় কিয়দপসর্পণ ও স্থিতি।)

যবনিকাক্ষেপ।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

নবীনকৃষ্ণের বাটী—পুস্তকাগার।

অনন্তের প্রবেশ।

অন। সে টা আমার মাথায় ঢুকেছে! বাস্তবিক যেন ক্ষিপ্ত হয়ে দাঁড়িয়েছি! আর এক বার দেখা পেলে হয়।

চারুবাহিনীর প্রবেশ।

চারু। (পুস্তকান্বেষণের ভাবে) সে বই খানা গেল কোথায়? কোথাও দেখছি নে। (হঠাৎ যেন অনন্তকে দেখিয়া) অ মা, আপনি!

অন। হ্যাঁ, আমি——যাকে আপনি ক্ষিপ্ত বলেছেন বা করেছেন। আমি এখনও রাণাঘাটে যাই নি, দেখছেনই ত। আমি জানতে চাই, আপনি কে, আর যা বললেন, তার অর্থ কি?

চারু। কি বললেম?

অন। "স্ত্রীর স্বপ্নে"।

চারু। আপনি বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, বিজ্ঞ, বহুদর্শী, দেশপর্য্যটক—আপনি কি এ টা এখনও শেখেন নি যে স্ত্রীলোকে যা বলে, সকল সময়ে তার এমন কিছু অর্থ থাকে না?

অন। প্রথমতঃ, আপনি সে শ্রেণীর স্ত্রীলোক নন। দ্বিতীয়তঃ, আমাকে যে বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, আর ঐ কত কি বললেন—হয়ত, বিদ্রূপ করে, আপনার কোন খান টা সত্য, কোন খান টা মিথ্যা, তা আমি কিছুই বুঝতে পারি নে—সেই সমস্ত বিশেষণে যদিই আমার কোনও, সময়ে কোনও অধিকার থাকত, এখানে এসে তার তিরোধান হয়েছে।—আপনার নাম কি?

চারু। স্ত্রীলোকের নাম জিজ্ঞাসা করা শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ।

অন। আর একজন নিরীহকে "দশচক্রে ভগবান্ ভূত" করে দেওয়া অত্যন্ত শিষ্টতার আর দয়ার কর্ম্ম!

চারু। (সস্মিতে) হুঁ, আপনি নিরীহ বৈ কি! রঙ্গালয়ে অভিনেত্রী-দের সঙ্গে———

অন। (ক্রমোন্নতস্বরে) আমি যদি কখনও কোনও নটীর সঙ্গে কথা কয়ে থাকি, আমি একটা পশু—গরু, গাধা, পাঁটা!

চারু। বিনা আগুনে কি ধোঁয়া হয়?

অন। এ ধোঁয়া নয়, ধোঁয়ার ছবি। দাদার সঙ্গে এক দিন ইয়ার্কি দিচ্ছিলেম, ঘটকী টা শুনে চার দিকে রটিয়ে দিয়েছে।

চারু। তা এ ধোঁয়াই হোক, বা তার অনুকরণই হোক, আমার ও সব কথায় থাকবার কোনও প্রয়োজন নেই।

অন। আছে।

চারু। কেমন করে?

অন। "স্ত্রীর স্বত্বে"।

চারু। (স্বগত) হার মেনেছি, প্রভু!

অন। আপনার নাম কি?

চারু। যদি না বলি?

অন। যে খানেই যান, চক রাখব, আর সুযোগ পেলেই জিজ্ঞাসা করে বিরক্ত করব।

চারু। (ক্রন্দনের ভাবে, বদ্ধমুষ্টিতে চক্ষু মুছিতে মুছিতে) দাসী বলে এত উৎপীড়ন।

অন। আমি কিছুতেই ভুলি নে। আপনার দাসীত্ব মিথ্যা, আপনার কান্না মিথ্যা, আপনার হাসি মিথ্যা, আপনি নিজেই মিথ্যা। আমি কিছু ভয় করি নে। আমার যা মুখে আসবে, তাই বলব, তা রাগই করুন, আর যাই করুন।

চারু। (সবিহসনে) আমিই যদি মিথ্যা, তবে আর এ নিয়ে এত ক্লেশ স্বীকার কেন?

অন। আপনি মিথ্যা—যতক্ষণ না পরিচয় দেন। আপনি কি এ বাড়ীর কেউ ?

চারু। আপনি এসেছেন চারুবাহিনীকে দেখতে। আমার সঙ্গে আপনার এ রকম দেখা সাক্ষাৎ, কথাবার্ত্তা হয়েছে, শুনলে, তিনি আপনাকে বিবাহ করতে অস্বীকার হতে পারেন।

অন। বড় বয়েই যাবে! তিনি, বাড়ীতে বসে, বেশি করে ভাত খাবেন—কিম্বা মুসলমানের দোকানের পাঁউরুটী।

চারু। (আশ্চর্য্যান্বিতরূপে) আপনি তাঁকে বিবাহ করতে চান না!

অন। দেখুন, বড় রাগের সময় সাধারণপ্রচলিত শপথ বাক্য মনে আসে——আমাকে অভদ্র বিবেচনা করবেন না——কিন্তু কোন শা—, অর্থাৎ, সে নিজে এসে আমার পায় ধরলেও নয়।

চারু। (বালিকার স্বরে) বাঃ, কাকে বিবাহ করবেন তবে ?

অন। যদি প্রশ্ন করেন, কাকে বিবাহ করতে ইচ্ছা করি, সে ভিন্ন কথা।

চারু। আচ্ছা, কাকে বিবাহ করতে ইচ্ছা করেন ?

অন। ভয়ে বলব, না, নির্ভয়ে বলব ?

চারু। (কিয়ন্নিকটে আসিয়া, স্নিগ্ধকণ্ঠে) নির্ভয়েই বলুন না, এখানে ত অপর কেউ নেই।

অন। আপনাকে।

চারু। (কিঞ্চিদপসৃত হইয়া) আমাকে! অসম্ভব !!

অন। আপনি কে, তা জানি না, কিন্তু আপনার শরীরে কি দয়ার লেশ মাত্র নাই ? "প্রথম দৃষ্টিতে প্রণয়," শুনেছেন? যে অবধি আপনাকে দেখেছি, মনে সঙ্কল্প করেছি, যদি বিবাহ করি, আপনাকে ভিন্ন আর কাকেও করব না।

চারু। (ঈষৎহাস্যের সহিত) যখন সম্বাদপত্র দিয়ে মুখ ঢেকেছিলেন, সেই মুহূর্ত্তেই কি "প্রথম দৃষ্টিতে প্রণয়" হয়েছিল ?

অন। যে লজ্জাশীলকে আপনি একেবারে নির্লজ্জ করে তুলেছেন, যদি নিতান্তই নিষ্ঠুর—পাষাণহৃদয় না হতেন, তাকে ভাল বাসতে পারুন বা না পারুন, অন্ততঃ ঘৃণা করতেন না।

চারু। (অধোবদনে, মৃদুস্বরে) আমি ত তোমাকে ঘৃণা করি নে। আমি, ভাই, ভাবছিলেম, তোমার দাদা কি মনে করবেন।

অন। (সোৎসুকে) আমি দাদার মত করতে পারব। তুমি এক বার বল যে আমাকে ভাল বাস, কিম্বা বাসবে ? (চারুবাহিনীর হস্তধারণের চেষ্টা।)

চারু। ঐ তরঙ্গিণী আসছে।

[প্রস্থান।

অন। (সাক্রোশে) আর আসবার সময় পেলে না!—কিন্তু অধিক ক্ষণ, বোধ হয়, থাকবে না। ও চলে গেলে, হয়ত, উনি, আবার আসতে পারেন। আমি অপেক্ষা করে থাকি। আমাকে ত আর খেয়ে ফেলবে না।

তরঙ্গিণীর প্রবেশ।

তর। অনন্তবাবু, প্রণাম হই। (প্রণাম।) আপনি ভাল আছেন ত ? আমি আপনার সেই পূর্ব্বপরিচিত বন্ধু, তরঙ্গিণী।

অন। (বিরক্তভাবে) আমার স্মৃতি নিদ্রিতা, কিম্বা আপনার কল্পনা উর্ব্বরা।

তর। কেন, সেই যে দিন চারুবাহিনীর সঙ্গে আপনার প্রথম পরিচয় হয়, আপনাতে আমাতে কত আলাপ হয়েছিল, আপনার মনে নেই ?

অন। ওঃ, আলাপ ত ভারি। আপনি নিজে যা ইচ্ছা বলে গিছ-লেন, আমি কেবল চুপ করে শুনেছিলেম—তাও সব ভাল করে বুঝতে পারি নি।

তর। তার পর আমি যখন আপনার প্রিয়তমাকে আপনার কাছে রেখে, আপনাকে প্রণাম করে চলে গেলেম, আপনি কিঙ্করীকে প্রতিপ্রণাম করে, নিজ মহত্ত্বের অসংশয়িত প্রমাণ দিলেন।

অন। আপনার এক টা ভুল হয়েছে। তিনি আমার প্রিয়তমা নন। কিন্তু আমি এখন ব্যস্ত, আপনার আলাপপ্রার্থী নই। (প্রণাম ও কিঞ্চিৎ অপগমন।)

তর। (তদনুসরণ সহ) অনন্তবাবু, আপনি জানেন না, কিন্ত আমি

যথার্থই আপনার বন্ধু। বন্ধুভাবে পরামর্শ দিই, শুনুন, চারুবাহিনীর মত গুণবতী স্ত্রী আর কোথাও মিলবে না। যদি অন্য কোনও রূপময়ী চাতুরী করে আপনার হৃদয়-রাজ্য অধিকার করে থাকে, যত শীঘ্র পারেন, তাকে দূরবিদূরিত, নির্ব্বাসিত করবেন। অনন্তবাবু, সাবধান, সাবধান, পৃথ্বীর সুন্দরীগণ চাতুরীময়। অনন্তবাবু, আমি আপনার বন্ধু—কিন্তু সমুদয়ই চাতুরী—চাতুরী, চাতুরী, চাতুরী!

অন। আমি আপনার বন্ধুতা চাই নে, আর তিনি চাতুরী জানেন না।

তর। (চক্ষু বিস্তার পূর্ব্বক) তিনি! তিনি কে?

অন। আমার মাথা!

[ক্রোধে প্রস্থান।

তর। (সহাস্য বদনে) আমি ও, ত, ভাই, তাই চাই!

অধোবদনে, চিন্তিতভাবে ধীরেন্দ্রের প্রবেশ।

ধীরে। মানস সাগরে আজ ঝটিকাতাড়নে উর্ম্মিমালা। যে প্রকৃতি এত দিন নিগড়সংযতা ছিল, সে কি এখন তার শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে পূর্ব্ব পরাভবের পরিশোধ নিতে চেষ্টা করছে? তিনি কোথায়?

তর। তিনি যে এই মাত্র এখান থেকে গেলেন।

ধীরে। (তরঙ্গিণীকে দেখিয়া, লজ্জাহ্লাদে) আপনি! কি বলছিলেন?

তর। (স্বগত) অন্তর পূর্ণ। কিন্তু কিসে? (প্রকাশ্যে) আমি বলছিলেম, আপনার ভাই এক টু আগে এই খানেই ছিলেন। দেখুন, আমার বোধ হচ্ছে, তিনি পীড়িত—শরীরে বা মনে।

ধীরে। (উদ্বেগে) কেন, কি হয়েছে?

তর। হয়ত, তেমন কিছুই নয়। আমার ভয়ানুমান মাত্র। যথার্থই বলেছিলেন, আপনার ভাই গুণাধার। তাঁকে স্নেহের চক্ষে দেখা, তাঁর জন্য চিন্তিত হওয়া, তাঁর উপস্থিত বা ভাবী সুখে সুখানুভব করা—জগতে কঠিনতম প্রস্তাবনা নয়।

ধীরে। আপনি—আপনারা অনন্তকে স্নেহের চক্ষে দেখেন, এতে যে

আমি হৃদয়ান্তরে কত আহ্লাদিত, কত কৃতজ্ঞ হলেম, তা বলতে পারি নে। ঐ ভাই ভিন্ন পৃথিবীতে আমার আর কেউই নেই। পুনরায় প্রার্থনা করি, তার সংরক্ষণে যদি কটুবাদ বা অযথাবাদ করে থাকি, তার ক্ষমা হয়। আপনি বিদ্যাবতী, আপনি ত জানেন—ক্ষমার উৎপত্তি স্বর্গে।

তর। কৈ, আপনি ত কোনও অন্যায় করেন নি। আপনাতে কোনও দোষই দেখি নে। আর যদিই করে থাকেন, বিস্মৃত হয়েছি। তবে দয়া করে যদি আমার দু ট কথা রাখেন।

ধীরে। বলুন। যদি আদৌ সম্ভবপর হয়, শ্রুতিমাত্র সিদ্ধ হবে। কিন্তু দয়া আপনার, আমার নয়।

তর। তেমন কিছুই শক্ত নয়। প্রথম, যে আপনি এক বার চারুবাহিনীকে দেখেন———(স্মিতাস্যে) বিনাদূরবীক্ষণে! আর, দ্বিতীয়, যে আপনি যদি তাঁতে কোনও অভাব বা হীনতার না নিদর্শন পান, আপনার চক্ষে যদি তিনি সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয় বলে পরিদৃষ্টমান হন, আপনার ভ্রাতার সহিত অচিরে তাঁর বিবাহ দেন।

ধীরে। (বিনয়কোমল কণ্ঠে) প্রথমটায়, বিনাদ্বিধায়, স্বীকার হলেম। কিন্তু, দেখুন, দ্বিতীয় টা অনন্তের নিজের ইচ্ছার উপর অনেক টা নির্ভর করছে। আমার যতদূর সাধ্য, যা হোক, করব, সত্য ভাবে, পূর্ণান্তঃকরণে প্রতিজ্ঞা করছি।

তর। আচ্ছা, আমি তাইতেই সন্তুষ্ট হলেম। তবে, আপনি অনুগ্রহ করে এই খানে মুহূর্ত্ত কয়েক অপেক্ষা করুন, আমি চারুবাহিনীকে নিয়ে আসি। (স্বগত) কি জানি, যদি সাহস উপে যায়!

[প্রস্থান।

ধীরে। (দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত) আমার মন শান্তির আলয়, সন্তোষের আবাসভূমি ছিল। দুই এক বার অনন্তের পীড়ার সময় ভিন্ন, কখনও যে ক্ষণিক চিত্তচাঞ্চল্য হয়েছে, তাও স্মরণ হয় না। জ্ঞানসুখে আমি পরম সুখী ছিলেম। কিন্তু সে শান্তি, সে সন্তোষ, সে জ্ঞান, সে সুখ—আজ তারা সব কোথায়? বল, প্রতিধ্বনি, কোথায়?—শুদ্ধ হৃদয়ের অধীরতা? অনিবার্য্য অধীরতা। (পরিক্রমণ।) কিন্তু যদি———

অনন্তের প্রবেশ।

অন। এই অবসর! দাদা, আমি তোমার নিকট কখনও কিছু গোপন করেছি?

ধীরে। না। কেন?

অন। আমি যাতে সুখী হই, তুমিও তাতে সুখী হও?

ধীরে। (সস্নেহস্বরে) অনন্ত, তা কি আবার মুখে বলতে হবে.!

অন। দাদা, যে কখনও প্রণয়ে পড়ে নি, বস্তুতঃ কি, প্রণয় কাকে বলে তা জানতও না পর্য্যন্ত, সে যদি প্রণয়ে পড়ে, একেবারে অতিশয় পড়ে, না?

ধীরে। (স্বগত, সলজ্জাভয়ে) এ কি, টের পেয়েছে না কি? তা পেয়ে থাকে পেয়েইছে। ছোট ভাই, ওর কাছে আর ঢাকলে কি হবে? এ জ্বালা আর সহ্য হয় না। (প্রকাশ্যে) অনন্ত, তুমি কিছু মনে করো না, ভাই। আমি তোমাকে নিজেই সে বিষয় বলতেম——

অন। (স্বগত) দাদাকে বললে কে? মুখ শীর্ণ—উনি রাগ করেছেন না কি? (প্রকাশ্যে) দাদা, হৃদয়ের স্বাভাবিক গতি রোধ করা সহজ নয়। কিন্তু গোপন করা, বা গোপন করে রাগ বাড়ান——

ধীরে। অনন্ত, গোপনের কথা শুনলে রাগ হতে পারে বটে—কিন্তু—ভাই—কিন্তু—তরঙ্গিণী—

অন। (ক্রুদ্ধভাবে, স্বগত) আগাগোড়া ঐটেই যত বিপদের, যত অনর্থের মূল। শোন, দাদা, যার অনুরোধেই হোক, আমি কখনও——

তরঙ্গিণীর পুনঃপ্রবেশ।

[তদ্দর্শনে অনন্তের রোষভরে প্রস্থান।

ধীরে। দেখুন, বন্দী উপস্থিত, পলায়িত নয়!

তর। আপনি পালিয়ে যাবেন, আমি কখনও ভাবি নে। আপনার কথায়, আপনার অঙ্গীকারে আমার সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আছে। অনন্ত-

বাবুর কণ্ঠধ্বনি শুনে চারুবাহিনী লজ্জায় এগলেন না, ঐ খানে দাঁড়িয়ে আছেন। (দ্বারের নিকট গমন পূর্ব্বক) এস, ভাই, তিনি গিয়েছেন।

ঈষদবগুণ্ঠনবতী ও ব্রীড়ানিম্নমুখী চারুবাহিনীর প্রবেশ এবং ভূমিষ্ঠ হইয়া ধীরেন্দ্রকে প্রণাম।

ধীরে। (স্বগত) ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম !! আর এমন স্থলে কি বলতে হয়, তা আমি কিছুই জানি নে ! ভাববেন কি ? না, সত্য কথা বলাই ভাল। (প্রকাশ্যে, চারুবাহিনীর প্রতি) দেখুন, সম্ভ্রান্তকুলজা কেউ কখনও আমাকে পূর্ব্বে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে নি, আশীর্ব্বাদের প্রণালীও আমি অবগত নই। কিন্তু যদিও মুখে আশীর্ব্বাদ করলেম না, হৃদয়ে আমি আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী, জানবেন।

তর। ঘোমটা খোল না, ভাই, কার সঙ্গে ভায়ের বে দিচ্ছেন, সে টা ত ওঁর জানা চাই। (চারুবাহিণীর অবগুণ্ঠনোম্মোচনপূর্ব্বক) এই দেখুন। অতিরেকোক্তি করেছিলেম কি ?

ধীরে। (চারুবাহিনীকে দেখিয়া) যদি আপনি অযথাবর্ণন দোষে দোষী হয়ে থাকেন, সে ন্যনতার ভুলায়, আতিশয্যের কক্ষে নয়।

তর। (জনান্তিকে) তোমার মুখে, ভাই, কি আছে—যে দেখে, সেই ভুলে যায় !

ধীরে। জিজ্ঞাসা করা টা আবশ্যক কি না, জানি না—আপনি আমার ভাইকে বিবাহ করতে স্বীকৃত আছেন ?

তর। (ত্রপাবনতমুখী চারুবাহিনার প্রতি দৃষ্টিপাতান্তর সস্মিতে) মৌনে সম্মতি, চিরপ্রসিদ্ধ কথা।

ধীরে। বলন কি ?—এ বিবাহে আমি আন্তরিক সুখী। আপনার মত স্ত্রী অনন্ত কোথাও পাবে না। তার সৌভাগ্য। কিন্তু এও বলি, অনন্তর তুল্য পুরুষ পৃথিবীতে সংখ্যাতীত নয়। বিদ্যা আছে, গর্ব্ব নেই—বুদ্ধি আছে, বক্রতা নেই—ধন আছে, আত্মগরিমা নেই—তেজ আছে, দয়া-সৌজন্যের অভাব নেই। এখন আপনি অনন্তে সুখী হন, অনন্ত আপনাতে সুখী হয়, এই আমার বাসনা, এই আমার প্রার্থনা।

তর। (চারুবাহিনীর মৃদুক্তি শ্রবণ পূর্ব্বক) উনি বলছেন, আপনার আশীর্ব্বাদ বৃথা হবে না।

ধীরে। বৌমা, বলতে কতক টা অনিচ্ছা হচ্ছে, কিন্তু না বলেও থাকতে পারি নে। অনন্ত সুদ্ধ আমার ভাই নয়, ভাই ও বন্ধু। আমাদের বন্ধুতা বাল্যাবধি। পাছে অপরা এসে সেই বন্ধুতার, সেই সৌহার্দ্দের পথে কণ্টক হয়, এই ভয়ে আমি এ পর্য্যন্ত নিজে (তরঙ্গিণীর প্রতি ঈক্ষণ)—অর্থাৎ—সেই ভয়ে আমি এত দিন ভীত ছিলেম। বাড়ী,ধনৈশ্বর্য্য, সংসার, সমস্তই, বৌমা, তোমার হবে। আমি, বুড় ভাশুর, এক কোণে পড়ে থাকব। কেবল, বৌমা, (সানুনয়ে) আমার এক টী মাত্র ভিক্ষা—আমাদের দু ভায়ের মধ্যে যেন আমাদের পূর্ব্বকার ভাব বজায় থাকে। আমাকে স্নেহ করবার আর কেউই নেই। আর পৃথিবীতে একলা হওয়া, সম্পূর্ণ একলা হওয়া, দুরন্ত দুঃখের, অসহ্য খেদের কথা।

(তরঙ্গিণীর বদনাবর্ত্তন, ও চারুবাহিনীর অশ্রুত্যাগ।)

চারু। (অতি নিম্নস্বরে) আমাকে কি এতই নীচপ্রকৃতি চিবেচনা করেন ?

ধীরে। না, না, না, কখনও না। অর্থাৎ, কি জান, বৌমা, আমার শীঘ্র জেঠা হবার বড় সাধ গিয়েছে !

[সলজ্জে চারুবাহিনী ও তরঙ্গিণীর প্রস্থান।

ধীরে। বাহবা, আমি মন্দ কথাটাই কি বললেম ! অনন্তর ছেলে হলে, তারা, বুঝি, আমাকে কাকা বলে ডাকবে !

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

নবীনকৃষ্ণের বাটী—উদ্যানান্তর্বর্ত্তী কুঞ্জ।

তরঙ্গিণী ও চারুবাহিনী উপস্থিত।

চারু। আচ্ছা, তাই হবে। আমি বাড়ীর ভিতর যাই। (গমনোদ্যোগ।)

তরঙ্গ। (স্মিতবদনে)

গীত।

মিশ্র হাম্বির, একতালা।

দাঁড়াও, দাঁড়াও, কোথা যাইছ, কামিনী, অত ত্বরা করি ?

চারু। (তদ্বৎ)

মা আছেন বসি, আমার পথ পানে চাহি,

যাই আমি তাঁর কাছে ত্বরা করি।

তরঙ্গ।

বল, বল, সুন্দরী, কি আছে তোমাদের বিষয় সম্পত্তি।

মনে হয়েছে সাধ, করিতে বিবাহ তোমায়, ত্বরা করি॥

চারু।

না আছে ঐশ্বর্য্য সম্পত্তি, সম্বল মাত্র মুখকান্তি।

মা বলেন, অতুল সে সম্পত্তি—যাই ত্বরা করি॥

তরঙ্গ।

মাত্র এই সম্পত্তি! হল না, হল না, তোমায়

চাহি না, চাহি না, চলে যাও তুমি ত্বরা করি।

চারু।

বিবাহিতে আপনায়, প্রভু, কভু চাহি নাই, চাহি

নাই, আপনারে কভু চাহি নাই, যাউন আপনি চলি

নিজধামে, যাউন আপনি তথায় অতি ত্বরা করি॥

[উভয়ের প্রস্থান।

অনন্তের প্রবেশ।

অন। তখন প্রায় স্বীকার করিয়ে নিয়েছিলেম, কেবল সেই যম-সহচরী টে এসেই বাধা দিলে! চার দিকে খুঁজছি, কোথায় দেখা পাই—এই যে, বলতে না কইতে!

চিন্তাব্যঞ্জকাননে চারুবাহিনীর প্রবেশ।

চারু। তাই ত, কিন্তু, (অনন্তদর্শনে) ওঃ———

অন। আমাকে দেখতে পাবে কেন? আমি মরে গেলে তুমি বাঁচ। আমিও বাঁচি।

চারু। তুমি এখানে আছ, তা আমি কেমন করে জানব?

অন। এখন একটা স্পষ্ট উত্তর দেবে কি না, তাই বল।

চারু। কিসের উত্তর?

অন। কচি খুকী, কিছু জানেন না! আমি আগে মনে করতেম, কাকেও একেবারে প্রাণে মারাই, না জানি, উৎকট পাপ। কিন্তু এখন দেখছি, তার চেয়েও ভয়ানক আছে—এই রকম করে খুঁচিয়ে মারা। তুমি যদি আমাকে বিবাহ করবে না, বল—আমি যা হয় এক টা কিছু করে বসব।

চারু। তুমি ত, ভাই, আমাকে ভাল বাস না?

অন। না, তোমাকে ভাল বাসব কেন? সেই চারুবাহিনীটাকে ভাল বাসি। দেখছ না, তার জন্য একেবারে পাগল হয়ে বেড়াচ্ছি?

চারু। (সপ্রণয়নয়নে) আচ্ছা, ভাই, তুমি সত্য করে বল, চারু-বাহিনীকে বিবাহ করবে না?

অন। না, করব না।

চারু। করবে না?

অন। করব না।

চারু। করবে না?

অন। করব না।

চারু। দেখো, ভাই, তিন বার প্রতিজ্ঞা করেছ। তিন প্রতিজ্ঞাতে শপথ। ভুলো না যেন।

অন। আমি ভুলব না। কিন্তু তুমি?

চারু। সে টা, সে টা——পরে বিবেচনা করা যাবে।

[অনন্তের প্রতি সস্নেহ দৃষ্টি ও প্রস্থান।

অন। দেখলে, দেখ।

কল্যাণীর প্রবেশ।

কল্যা। কি গো, ছোট বাবু কেমন আছ? ক দিন দেখা হয় নি।

অন। (ব্যগ্র ভাবে) ঘটকীঠাকরুণ, ঐ যে এ খানে আর এক জন কে আছেন, তিনি কে? তাঁর বাড়ী কোথায়?

কল্যা। কত লোক আছে, তা কার কথা জিজ্ঞাসা করছ, কেমন করে বুঝব?

অন। স্ত্রীলোক।

কল্যা। দাসী ত সাত আট জন আছে।

অন। ভাল আপদে পড়েছি।

[প্রস্থান।

তরঙ্গিণীর প্রবেশ।

কল্যা। হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ। তরঙ্গ মাসী, তোমরা এত কল কৌশলও জান! আমি বলে ফেলেছিলেম আর কি!—আচ্ছা, তরঙ্গ মাসী, এক টা কথা বলি, রাগ করো না। ওঁদের ত সবই ঠিক, কেবল সূত বাঁধা বাকী আছে। তা, তুমিও কেন এই বেলা নিজের জন্য যোগাড় করে নাও না?

তর। আমাকে বে করবে কে?

কল্যা। কেন, ঐ বড়বাবু। তুমি আমার কথা টা নেও দেখি, এক বার তু করে ডাকলে দৌড়ে আসবেন। তিনি ভয়ে এগন না। দু ভাইই যে লাজুকের শিরোমণি!

তর। ঘটকীঠাকরুণ, প্রভেদ আছে কিন্তু। উনি অধিক গম্ভীর। আর ওঁর বিবাহে স্পৃহা নেই, আমাদের সমক্ষে প্রায় স্পষ্টাক্ষরেই সে দিন বলেছেন।—(মৃদুভাবে) আমারও নেই।

কল্যা। কিন্তু——

তর। (অনুরোধের স্বরে) ঘটকীঠাকরুন, তুমি আমাকে এ বিষয়ে আর কিছু বলো না। আমি নিশ্চিত জানি, বিবাহে তাঁর আন্তরিক অনিচ্ছা। যদি ইচ্ছা থাকত, এত দিনে টের পাওয়া যেতই যেত। কথায় বলে, অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ। তেমনি, অতি ভদ্রতা দূরতার আর নিরাকাঙ্ক্ষতার চিহ্ন। আর আমি বেশ সুখে আছি, চারুর সুখে সুখী। চারু আমাকে দিবারাত্র ঐ কথা বলছে, পাছে তুমিও আবার সেই রকম আরম্ভ কর, এই ভয়ে সব খুলে বললেম। ঘটকীঠাকরুণ, তুমি আমাকে আর এ বিষয়ে কিছু বলো না, তোমার কাছে ব্যগ্রতা করছি।

কল্যা। আচ্ছা, মাসী, এখন চুপ হলেম বটে——

চারুবাহিনীর প্রবেশ।

তর। (স্মিতবদনে) এই যে সব প্রস্তুত দেখছি! প্রণয়ীবধের সেই বারাণসী পর্য্যন্ত!

চারু। ভাই, তোমারই আদেশ।

কল্যা। সুন্দর দেখাচ্ছে। তা, তাঁদের নিয়ে আসব না কি?

তর। হ্যাঁ, নিয়ে এস।

[কল্যাণীর প্রস্থান।

চারু। ভাই, দেখ, হাঁসব কি কাঁদব, জানি নে। সময় ত হয়ে আসছে।

তর। বলিদানের? ভাই, এ বলি সুখের। চিন্তিত হয়ো না। দয়াময় করুন, যেন তোমরা চিরজীবন সুখী হও।—তুমি, হয়ত, এর পরে আমাকে ভুলে যাবে। যাবে—যেও। আমি, কিন্তু, কখনও তোমাকে ভুলব না। (অশ্রুবিমোচন।)

চারু। (আলোকের দিকে তরঙ্গিনীর মুখ ফিরাইয়া) বল, দেখি, সত্য। তোমার, ভাই, মনে কি এক টা আছে, আমার কাছে গোপন করছ।

ধীরেন্দ্র ও অনন্ত সমভিব্যহারে কল্যাণার পুনঃপ্রবেশ।

কল্যা। সে কি কথা, ছোটবাবু? সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতা কার ভার্য্যা! এ খানে এসে, এত দিন থেকে, তার পর কি না—বে করব না?

(১০)

অন। অত উচ্চ স্বরে বলবার কি কিছু প্রয়োজন আছে?—আমি ত বিবাহ করব বলে প্রতিজ্ঞা করে এ খানে আসি নি? দাদা দেখতে এনেছিলেন।

কন্যা। দেখেছ?

অন। অনাবশ্যক। আমার এ বিবাহে বাসনাই নাই।

ধীরে। দেখ, ভাই, আমি এর মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারছি নে! তুমি অকস্মাৎ এমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলে কেন? আমি তোমাকে অনিচ্ছায় বিবাহ করতে বলতে চাই নে, কারণ যাবজ্জীবন অসুখী হতে পার, কিন্তু, দেখ, এমন স্ত্রী তুমি কোথায়ও পাবে না।

তর। উনি কি ইতস্ততঃ করছেন?

ধীরে। সেই—না—

তর। অনন্ত, ভাই, কিছু মনে করো না। আমি তোমাকে নিতান্ত স্নেহের চক্ষে দেখি বলেই, এমন ভাবে কথা কচ্ছি। এক টী বার এঁর মুখ দেখ, তার পর যা স্থির করবার হয়, করো।

অন। সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। আমার মন পূর্ব্বেই স্থির হয়েছে।

তর। ভাই, দেখ, পুনরায় বলি, আমি তোমার যথার্থ বন্ধু—প্রথমাবধিই—কেবল তুমি চিনতে পারলে না—তাই বলছি, এমন স্ত্রী তুমি সমস্ত জগতে পাবে না।

অন। (ক্রোধের সহিত) আমার বিবাহ অবিবাহ নিয়ে আপনার এ রূপ চর্চ্চা বা আন্দোলন কি নিতান্তই আবশ্যকীয়?

তর। তবে, ভাই, বলতে হল—আমার ইচ্ছা ছিল না, সকলকে জানাই। তুমি নিজের মুখে প্রতিজ্ঞা করেছ, এঁকে ভিন্ন আর কাকেও বিবাহ করবে না।

অন। আপনি কি সজ্ঞানে কথা কচ্ছেন? লজ্জাহীনতার সীমা আছে, তা জানেন কি? সহিষ্ণুতারও শেষ রেখা আছে।

তর। (চারুবাহিনীর প্রতি) কেমন, ভাই, এক বার নয়, অনেক বার উনি তোমার কাছে ঐ প্রতিজ্ঞা করেছেন কি না?

(চারুবাহিনীর স্বীকারসূচক মূর্দ্ধাবনতি।)

ধীরে। (আশ্চর্য্যে) অনন্ত!

অন। আমি মাথার উপর, না পাএর উপর দাঁড়িয়ে আছি!! দাদা, তোমাকে আমি কখনও—কখনও, কোনও মিথ্যা কথা বলেছি?

ধীরে। কখনও না।

তর। না, উনি নাটক দেখতে যান, মক্ষিস্ত্রীদের সঙ্গে আলাপ করেন, উনি মিথ্যা বলবেন কেন? আমরা কুলকুমারী, আমরাই মিথ্যাবাদিনী।

ধীরে। (সবিনয়ে) মিথ্যার কথা হচ্ছে না। উভয় পক্ষেই বিভ্রম হতে পারে। আপনি যদি অনুগ্রহ করে ওঁর মুখাবরণ এক বার মোচন করেন, তা হলেই——

তর। দেখুন, যদিও আমরা ঘোর মিথ্যাবাদিনী, তথাপি আমাদের এক টু মান অপমানের বোধ আছে। এঁর মুখ দেখতে উনি বারম্বার অস্বীকার হয়েছেন, তার আর প্রয়োজন নেই। কিন্তু ওঁর এ রূপ ব্যবহারের গুপ্ত কারণ আমাদের নিকট প্রচ্ছন্ন নেই।

অন। (স্বগত) তা, প্রকাশ ত এক দিন হবেই, আজই না হয় হোক।

ধীরে। (অনন্তকে তুষ্ণীম্ভূত দেখিয়া) অনন্ত, এ আবার কি শুনতে পাই!

তর। উনি অস্বীকার করুন দেখি, গোপনে এক অপরিচিতার প্রেম-জালে পতিত হয়েছেন?

(সকলে নিস্তব্ধ।)

ধীরে। (বিস্ময়াশ্চর্য্যে) অনন্ত, উত্তর দেও, এর অর্থ কি!

অন। (মৃদুভাবে) দাদা, আমি পরে বলব।

ধীরে। (কম্পিতস্বরে) তবে, এ সত্য?

তর। উনি মনে করেছিলেন, কেউ জানতে পারবে না। অনন্ত, দেখ, ভাই, আমি তোমার বন্ধু বলেই বলছি, যদি বাস্তবিক তার প্রণয়ে সুখী হও—যাও, হও গে। আমি তোমাকে নিষেধ করি নে। ভাই, আমি তোমার যথার্থ বন্ধু।

অন। (অতিশয় তীব্রভাবে) যদি পৃথিবীতে আমার কেউ শত্রু থাকে, সে আপনি। প্রথম হতেই আপনি আমার শত্রু। আজন্ম দাদার সঙ্গে

আমার কোনও দিন কোনও বিবাদ হয় নি, আপনি আজ তার মূল। স্বর্গে বা মর্ত্তে যদি এর উপযুক্ত পুরস্কার থাকে, আপনি যেন পান।

ধীরে। (শোকবিদগ্ধগলে) স্বকৃতের ফল পরস্কন্ধে অর্পণ করা হচ্ছে। অনন্ত, আমি তোমাকে কখনও অনুযোগ করি নি। আজও করব না। কিন্তু, অনন্ত, আমার অগোচরে তুমি এক অজ্ঞাতকুলশীলার সহিত প্রণয় স্থাপন করেছ? অনন্ত, আমার সম্মুখে তুমি এই লক্ষ্মীরূপিণীর অপমান করলে। (চারুবাহিনীর প্রতি) আমাকে ক্ষমা করবেন। আমার ভাই নেই। যদি থাকত, আপনার সঙ্গে বিবাহ দিতেম। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। (তরঙ্গিণীর প্রতি) আপনিও আমাকে মার্জ্জনা করবেন। আমাকে আর আমার ধৃষ্টতা, অবিশ্বাস ও রূঢ় ভাষণ সমুদয় এককালীন বিস্মৃত হবেন। আমি আজ বিদায় হলেম।

[প্রস্থান।

অনন্তের স্পন্দহীনের ন্যায় স্থিতি। তরঙ্গিণী, কল্যাণী ও চারুবাহিণীর দ্বারসন্নিধানে গমন।

তর। অনন্ত, শান্তিপুর হতে বারাণসী অনেক দূর। কিন্তু, ভাই, বারাণসী আর শান্তিপুরেতে যে এত বিভেদ, তা জানতেম না! (চারু-বাহিনার বদনাচ্ছাদন অপনয়ন পূর্ব্বক) ভাই, কিছু মনে করো না, আমি তোমার যথার্থ বন্ধু!

[তরঙ্গিনী, চারুবাহিণী ও কল্যাণীর প্রস্থান।

অন। (চতুর্দ্দিকে অবলোকনের পর) বলি, পৃথিবী টে ঘোরে, না সূর্য্য ঘোরে? আমার বোধ হয়, সূর্য্যই ঘোরে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

চারুবাহিণীর পাঠগৃহ।

কল্যাণীর প্রবেশ।

কল্যা। কৈ, এঁরা আবার গেলেন কোথায়? আমার ইচ্ছা করছে, এই চৌকীখানায় এক বার বসি, আর বসে দু ঘণ্টা ধরে হাসি! (উপবেশন ও হাস্য।) অ মা! অ মা! দম ফেটে মরে যাবার গোছ হয়েছি! (বদনে বস্ত্রপ্রবেশ পূর্ব্বক হাস্যরোধ।) ছোট বাবুর মুখ খানা দেখে হাঁসিও পেলে, দয়াও হল। আহা হা, ছেলে মানুষ, বেঁচে থাকুক, বেঁচে থাকুক!

অনন্তের প্রবেশ।

অন। (সোৎকণ্ঠে) ঘটকীঠাকরুণ, ঘটকীঠাকরুণ, এঁরা কোথায়?

কল্যা। এঁরা কারা গো, ছোট বাবু?

অন। (আত্মস্কন্ধোপরি, পশ্চাদ্দিকে, দুই তিন বার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠসঞ্চালন পূর্ব্বক) ঐ যে, ঐ যে, এঁরা এঁরা?

কল্যা। (নিজ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ সেই প্রকারে চালিত করিয়া) কৈ যে, কৈ যে, কাঁরা, কাঁরা?

অন। (সবিনয়ে) ঘটকীঠাকরুণ, তাঁরা তোমাকে মাসী বলেন, না? আমিও তোমাকে মাসী বলব। আর, বিশেষ, আমার মার সঙ্গে যে তোমার কি পাতান ছিল। তাঁরা কোথায়, তুমি আমাকে দয়া করে বলে দাও।

কল্যা। (সস্নেহহাস্যে) কাঁটা ফুটলে যেমন বিরাল মাসী, না? আচ্ছা, চল, খুঁজে দিই গে।

[কল্যাণী ও অনন্তের প্রস্থান।

চারুবাহিনী ও তরঙ্গিণীর প্রবেশ।

চারু। (উৎকণ্ঠিত চিত্তে) তরঙ্গ, তার মানে কি? এ যে অসম্ভব! বাবা মনে করবেন কি?

তর। চারু, আমি ত আর একেবারে চলে যাচ্ছি নে, ভাই। তোমার বের দিন আসব। সত্যই, ভাই, আমার এমনি অসুস্থ ভাব হয়েছে, আমি আমি এ খানে থাকলে তোমাদের কেবল সুখের অন্তরায় হব।

চারু। তুমি না থাকলে, বুঝি, আমি খুব সুখী হব? একেই ত এই নির্ব্বন্ধে আমার মন প্রাণ অস্থির হয়েছে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে হাঁসি কান্না দুইই আসছে। (অশ্রুবিসর্জ্জন।)

তর। ভাই, তুমি যে স্বামী পেতে যাচ্ছ, তাতে কান্নার লেশ মাত্র আসা উচিত নয়।

চারু। তা, কে জানে, ভাই, আমার বুকের ভিতর কেমন করছে। তোমারও ঐ সঙ্গে বে হলে, আমার এ রকম টা হয় না। তোমার পাএ পড়ি, তরঙ্গ, তুমি তাঁকে বে কর।

তর। (সস্মিতে) আমি কি তাঁকে গিয়ে বলব, "ধীরেন্দ্র বাবু, চারুর বিবাহ করতে ভয় করছে, আমি যদি আপনাকে বিবাহ করি, তাঁর একটু সাহস হয়, তাই আমি বন্ধুতার অনুরোধে আপনাকে বিবাহ করতে এসেছি, আপনি আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করবেন না, আমাকে অবিলম্বে বিবাহ করুন"!

চারু। আমার বেলা এত কৌশল, বুদ্ধি, সাহস যোটে, আর নিজের বেলা দাঁত কপাটী!

তর। চারু, অপরের জন্য ভিক্ষা আর নিজের জন্য ভিক্ষা অনেক বিভিন্ন। যা অপরের বেলা বন্ধুতা আর স্নেহ বা দয়া, নিজের বেলা তা স্বার্থপরতা, নীচতা, নির্লজ্জতা।

চারু। আমি তোমার এত পর, তা আগে জানতেম না।

তর। (চারুবাহিনীর গাল টিপিয়া) আমার চেয়েও যে তোমার এক জন আপনার রয়েছে! শোন, চারু, অনন্ত তোমাকে প্রাণের সহিত ভাল বাসে, আর আমাকে—কি জান, ভাই, আমি আর তোমাকে কত বার বলব, কাকা যদি অসম্মত না হন, শিক্ষাদানব্রতে জীবন আহুতি দেব, এ স্থির মানস।

চারু। তাতে তোমার কাকা কখনও সম্মতি দেবেন না, আমি ধ্রুব

স্বরূপে জানি। আচ্ছা, তরঙ্গ, তিনি তোমার কাছে কি দোষ করেছেন, যে তাঁকে বিষচক্ষে দেখ?

তর। (বেগে) আমি তাঁকে বিষচক্ষে দেখি, না, তিনি আমাকে বিষ-চক্ষে দেখেন? (সঙ্কুচিত ভাবে) আমার, ভাই, বিবাহে অভিলাষ নেই। এখঁনি মাথা ধরেছে। (বদনাবনতি ও মস্তকে হস্তার্পণ।)

চারু। (তরঙ্গিণীকে কিয়ৎ কাল স্থির নয়নে দর্শন পূর্ব্বক) আচ্ছা, ভাই, তুমি এই খানে খানিক ক্ষণ বসো, আমি তোমার "মাথাধরার" জন্য কিছু এক টা নিয়ে আসি। কোথাও যাবে না ত?

তর! আমি ত, ভাই, চোর নই, যে তোমার অনন্তকে নিয়ে পালিয়ে যাব! তোমার কোনও ভয় নেই, আমি অতি সুশীলা, যেখানে বসিয়ে রেখে যাবে, সেই খানেই পাবে!

চারু। আচ্ছা, আমি আসছি।

[তরঙ্গিণীর প্রতি দৃষ্টি ও প্রস্থান।

তর। (কয়েক ক্ষণ অধোবদনে চিন্তার পর, এক টা সেতার গ্রহণ পূর্ব্বক) সেতার, তুমি যদি মনের কথা বলতে পারতে, কি বলতে? (শোকরাগিণীর আলোচনা।) না, সেতার, তুমি প্রকাশ করতে পারলে না। তোমার মনের দুঃখ তোমার মনেই রইল। (সেতার পরিত্যাগ।) (দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত) চারুর জন্য আরম্ভ করলেম, কৌতুকের ভাবে আরম্ভ করলেম, আর এখন (কম্পন)—নিজেকেও বলতে ভয় হয়।—তাঁকে বিষচক্ষে দেখি? সেই দয়াময়, স্নেহময়, মহানুভাব দেবমূর্ত্তি, তাঁকে বিষচক্ষে দেখি? যাঁর মধুর চিত্র হৃদয়ের হৃদয়ে, অন্তরের অন্তরে, আজ উপাস্য, পার্থিব দেবতা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাঁকে বিষচক্ষে দেখি? উচ্চতায় দুষ্প্রাপ্য দ্রাক্ষাফলকে শৃগালী বিষচক্ষে দেখে? কিন্তু সে চিত্রভার প্রাণে আর সহ্য হয় না।

গীত।

ছায়ানট আলেয়া, একতালা।

মুছি সে চিত্র আজি, ঢালি নয়নবারি।
মরি রে প্রণয়িনী, হৃদি শোক সম্বরি॥

(চারুবাহিনীর প্রবেশ।)

স্বয়ং কেমনে মানি, মানিনী তরঙ্গিণী।
প্রেমে হয়েছি দাসী, প্রেমেরি ভিখারিণী॥
হাসিবে তরঙ্গিণী, সখীসুখে সুখিনী।
নির্জ্জনে অভাগিনী, প্রেমদুখে দুখিনী॥

(চারুবাহিনীর তরঙ্গিণীর নিকট আগমন, ও, স্নেহভরে, তাঁহার গলদেশে ভুজাবেষ্টন।)

তর। (চারুবাহিনীর বক্ষে মুখ লুকাইয়া) কিছু বলো না, আমি লজ্জায় মরে যাব।

অনন্ত ও কল্যাণীর পুনঃপ্রবেশ।

(চারুবাহিনীর পলায়নের চেষ্টা ও তরঙ্গিণী কর্তৃক তৎ-রোধ।)

কল্যা। এই নেও, বাবু, তা এখন হাতে ধরে হোক, পাএ ধরে হোক, নিজের কাজ নিজে সাধ।

[প্রস্থান।

অন। (যুক্তকরে, তরঙ্গিণীর প্রতি) আমার ঘাট।

তর। তোমার যদি, ভাই, পৃথিবীতে কেউ শত্রু থাকে, আমি! শত্রুর কাছে ঘাট মানা কেন, অনন্ত!

অন। বলেন, ত, নাকে ক্ষত দিই।

তর। না, ভাই, তোমাকে আর নাকে ক্ষত দিতে হবে না। কিন্তু, দেখ, অনন্ত, চারু আমাদের স্নেহের পুত্তলী, পরে যেন অবহেলা করো না। আর, যদি পার, দুর্ব্বিনীতা তরঙ্গিণীকে, ঘৃণায় নয়, স্নেহে স্মরণ রেখো।

অন। এক টা কথা জিজ্ঞাসা করব কি!

তর। দুশ টা।

অন। অধমের উপর এত দৌরাত্ম হল কেন? প্রথমে স্পষ্ট করে বললেই ত হত?

তর। তোমার, ভাই, মুখ খোলে না, কি করি! ঔষধের গুরুত্ব পীড়ার ভীষণতানুসারে। (চারুবাহিনীর প্রতি, চারু, দুয়ে যোড় তিনে বিযোড়।

[প্রস্থান।

অন। ঐ যে ঘটকী বলছিল, তা সত্যই কি পাএ ধরতে হবে? আমি স্বীকার আছি, কিন্তু।

চারু। চারুবাহিনীকে বিবাহ করেবে না, শপথ করেছিলে, তার পাএ ধরা কিসের জন্য?

অন। দেখ, পরিহাসের সময় কেটে গিয়েছে। দাদার কাছে আমি ভয়ে এগতে পারি নে! আমাকে দেখলেই তিনি দশ হাত দূরে চলে যান, কিম্বা মুখ ফিরিয়ে বসেন—(খেদের স্বরে) আমি যেন কেউ নই!

চারু। আমাকে করতে বল কি?

অন। তুমি এক বার আমার সঙ্গে এস। তোমাকে দেখলে তিনি চলে যেতেও পারবেন না, মুখ ফিরিয়েও বসতে পারবেন না—আমি তা হলে তাঁকে কথা কওয়াতে পারি। তুমি না সাহায্য করলে আমি নিরুপায়।

চারু। তোমার দাদাতে আর তোমাতে এমন ভাব থাকে, তা আমার আকাঙ্ক্ষা নয়। বিশেষ তাঁকে আমি মনের সহিত ভক্তি করি। তুমি, কিন্তু, এক টা অঙ্গীকার না করলে আমি যাব না।

অন। এক টা ছেড়ে দশ টা অঙ্গীকার করতে পারি।

চারু। শুদ্ধ মুখে অঙ্গীকার নয়—কাজে করা চাই।

অন। বাঃ, আমারও ত মানে তাই।

চারু। তরঙ্গিণীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ দিতে হবে।

অন। (সাশ্চর্য্যে) তরঙ্গিণীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ দিতে হবে!! আমি দাদার বে দেব!!!

চারু। আচ্ছা, বেশ ত, ভাই, তোমার এতে মত না থাকে, নেই, নেই। (প্রস্থানোপক্রম।)

অন। আঃ, দাঁড়াও না ছাই। আমার মত নেই, কে বললে? আমার খুব মত আছে। কিন্তু আমি ছোট ভাই হয়ে, এতে হাত দিই কেমন করে?

চারু। কেন, নটীদের গল্প তুলে ইয়ার্কি দিতে পার, আর এই ভাল কথা টা বলতেই, বুঝি, যত দোষ?

অন। আচ্ছা, যেন বললেম, কিন্তু তিনি যদি বে করতে না চান?

চারু। তিনি তোমাকে এত ভাল বাসেন, বুঝিয়ে শুঝিয়ে তাঁর মত করাবে। বুদ্ধি নেই?

অন। বুদ্ধি? এই ভিড়ে সব লোপ পেয়ে গেছে। হাঁসতে পর্য্যন্ত ভুলে গিয়েছি।

চারু। তা, ভাই, তুমি যদি আমাকে চাও, বুদ্ধি করে ঐ টে করতেই হবে।

অন। যদি তোমাকে চাই! যদি!—আচ্ছা, এ ত হল এক পক্ষের কথা। তোমার সখী সম্মত আছেন? তিনি যদি শেষে বেঁকে দাঁড়ান? তিনি, ত, আর আমার দাদাকে ভাল বাসেন না।

চারু। (সস্মিতে) কেমন করে জানলে?

অন। বোধ হয় না।

চারু। তোমাদের পুরুষজাতের না আছে চক, না আছে বুদ্ধি!

অন। তুমি আমাকে ভাল বাস? (সাগ্রহে) এক বার বল "হ্যাঁ", আর দাদা ত দাদা, সমস্ত বিশ্ব আমি জয় করে এনে দিচ্ছি!

চারু। একটুও নয়—অর্থাৎ, পরে বলব!

[প্রস্থান।

অন। দেখলে, দেখ।

[প্রস্থান।

—•:◌:•:◌:•—

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

নবীনকৃষ্ণের বাটীর প্রধান অধিবেশন গৃহ।

বিষণ্ণবদনে ধীরেন্দ্রের প্রবেশ ও পরিক্রমণ।

ধীরে। আমাদের সকলেরই হৃদয়ে অজ্ঞাত প্রদেশ আছে—যে প্রদেশের সঙ্গে আমাদের এখনও পরিচয় হয় নি, যার মানচিত্র এখনও প্রস্তুত হয় নি। অদৃষ্টপূর্ব্বঘটনাসম্পাতে, নূতনসঙ্ঘটনে, অবিদিতসূত্র-প্রবেশে, সেই অপরিচিত অংশ অনেক সময়ে হঠাৎ ঈদৃশ মূর্ত্তিতে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়, যে আমরা নিজেকেই চিনতে পারি নে; আমি কি সেই বলে বিস্ময় হয়, ভয় হয়। অথবা, নূতনের আকর্ষণ অনিবার্য্য বলে অধীশ্বর, সর্ব্বেশ্বর হয়ে ওঠে, বালককে প্রবীন করে, প্রবীণকে বালক করে—আপনার পর হয়, পর আপনার হয়। সে এ খানে এসে, বা ও খানে গিয়ে, কেন ঐ রকম করলে, জিজ্ঞাসা করা, আর উত্তরাপ্রাপ্তিতে দুর্ভাগ্যের মস্তকে ঘৃণাগালি বর্ষণ করা সহজ হতে পারে, স্বাভাবিকও হতে পারে, কিন্তু সে টা কি দয়ার কার্য্য, সে টা কি বিবেকানুমোদিত? আমি যখন নিজাভ্যন্তরীণ জীবনেরই এত অল্প জানি, অবস্থান্তরসঙ্ঘাতে তোমার হৃদয়-ভাবপরীবর্ত্ত দেখে, তোমাকে পদাঘাত করি কেন? তুমি নিকটতম হলেও, কি নিসর্গপ্রহারে, কি ভীমঘাতনে তোমার ধমনী ছিন্ন হয়েছে, তোমার স্নায়ু ধ্বংস হয়েছে, তোমার অন্তরের সমসংস্থান বিনষ্ট হয়েছে, তা আমি সম্যক্ জানি না, জানতে অক্ষম—তোমার উপর আক্রোশ করি কেন, ভাই? যিনি তোমার অন্তর্জ্জগতের সমুদয় উপকরণ এবং বহির্জ্জগতের সমুদয় উপ-করণ জানেন, তাদের আকর্ষণ বিপ্রকর্ষণ জানেন, তাদের ঘাতপ্রতিঘাতের প্রসবফলসমষ্টি জানেন, দেখছেন, তিনি তোমার বিচার করবেন। অল্পজ্ঞ, অনতিবিস্তারমতি আমি কে, ভাই, যে তোমার জীবনোপরি প্রাড়্বিবাকের আসন গ্রহণ করি? কিন্তু তা বলে বলছি নে যে ন্যায় আর অন্যায় একার্থ-প্রতিপাদকবাক্য, বা সমার্থে পরিণতিক্ষম শব্দ, কিম্বা, যে, নিকৃষ্টতম পশু-

জীবন আর উদার-শ্রেষ্ঠ নরজীবনভাঙ্গরেখাহীনভাবে সান্নিধ্যস্থিত। কেবল, আমার রাগ করবার অধিকার দেখতে পাই নে। দয়ায় আর স্নেহে যদি তোমাকে না নিবৃত্ত করতে পারি, রাগ করে কি পারব? যদি বা ক্রোধই করি, ক্রোধবশে নিশ্চেষ্ট হই, উদাসীন হই, আর তুমি মন্দ হতে মন্দতরে যাও, তার জন্য কি আমিও দায়ী হব না? না, না, অনন্ত, আমি তোমাকে হৃদয় হতে বিদায় দিতে পারি নে। কিন্তু, ভাই, এমন দুঃখ আবার যেন দিও না। (উপবেশন ও চিন্তা।) আর ত এ খানে থাকা যায় না। কিন্তু তাঁকে আর জীবনে দেখতে পাব না। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিবর্জ্জন।)

(অনন্ত ও তৎপশ্চাতে চারুবাহিনীর প্রবেশ।)

(ধীরেন্দ্রের পার্শ্বাবর্ত্ত।)

অন। (ধীরেন্দ্রের নিকট নতজানু হইয়া) দাদা——(ধীরেন্দ্র নিরুত্তর।) দাদা, আমি তাঁকে বিবাহ করতে সম্মত আছি।—(ধীরেন্দ্র মৌনী।) দাদা, চারুবাহিনী আমাকে বিবাহ করতে স্বীকার হয়েছেন।

ধীরে। (গম্ভীররবে) তিনি অভিনেত্রী নন। কুললক্ষ্মীর পবিত্র নাম পরিহাসের দ্রব্য নয়।

চারু। (কিঞ্চিদগ্রসর হইয়া, সলজ্জে, মৃদুকণ্ঠে) আমি——ইনি——

ধীরে। (সসম্ভ্রমে উত্থান পূর্ব্বক) আপনি এ খানে এসেছেন!

চারু। (নিম্নতমস্বরে) ওঁর একটু ভুল হয়েছিল মাত্র, আর কিছুই নয়।

ধীরে। আর আপনি সেই "একটু ভুল" মার্জ্জনা করেছেন! আপনার নিতান্ত দয়ার শরীর।

অন। (উত্থিত হইয়া) দয়ার শরীর ঘোড়ার ডিম, দাদা! ঐ ওঁরা দু জনে ষড়যন্ত্র করে আমি বোকাটাকে ভালুকনাচ নাচিয়েছেন। যে অপরিচিতার প্রেম নিয়ে এত হুলুস্থুল পড়ে গিয়েছে, সে উনি নিজে! দয়ার শরীর ঘোড়ার ডিম, আর মার্জ্জনা ঘোড়ার ডিম!

ধীরে। (সস্মিতে) সে টা কি, বৌমা?

[চারুবাহিনীর লজ্জায় প্রস্থান।

অন। দাদা, কেবল ষড়যন্ত্র আর চাতুরী! দাদা দেখ, আমি একটা

প্রকাণ্ড গাধা, তুমি কিঞ্চিৎ ঘাস কিনতে পাঠাও। তা, না হয়, বাঁচালি-হলেও বলবে। গরু আর গাধা, অল্পই ভেদ।

ধীরে। (সহাস্যে) বলি, রহস্য টা কি?

অন। দাদা রহস্য টা হচ্ছে, এক নব্য ন্যায়ের সৃষ্টি। এই ন্যায়ে তিন টে সূত্র। প্রথম, যথা, স্ত্রীবুদ্ধি আর পুরুষবুদ্ধি—অস্তঃ। দ্বিতীয়, দেখ, উহাদের যুদ্ধ—ভবতি। আর, তৃতীয়, শোন, পুরুষবুদ্ধির পরাভব—বভূ—উ—উ—ব, যেমন এই আমার—অধঃপাতের অধঃপাত। অস্তঃ, ভবতি, বভূব। যদি তুমি নিজে রক্ষা পেতে চাও, সকালে বিকালে ঐ টে মুখস্থ করো। গম্ভীর হবার কর্ম্ম নয়, দাদা, গম্ভীর হবার কর্ম্ম নয়—ন্যায় খাটান চাই। অস্তঃ, ভবতি, বভূব।

ধীরে। (হাস্যমুখে) মোট কথা টা হচ্ছে, তুমি আর কারও সঙ্গে প্রণয় কর নি?

অন। আর কারও? আমি কারও সঙ্গে প্রণয় করি নি। আমাকে বেশ একটা নিরীহ জড় পেয়ে, উনি নিজে এসে আমার সঙ্গে প্রণয় করেছিলেন। আমি ছেলেমানুষ, আমি প্রণয়ের কি ধার ধারি, দাদা? মহাভারত! (হঠাৎ) দাদা, তুমি এক টা বে করবে?

ধীরে। সে আবার কি!

অন। বলি, আমার বে দিয়ে ফেললে, নিজেও কর না কেন? তা, দোষ কি, দাদা? তোমার কি বিবাহে সম্পূর্ণ অমত?

ধীরে। না——কিন্তু——

অন। "না কিন্তুর" মানে কি? (ধীরেন্দ্রের মুখে চক্ষু রাখিয়া) দাদা, কারও সঙ্গে লুকিয়ে প্রণয় করেছ না কি?

ধীরে। (শুষ্কবদনে) পাগল! আমি পরিণতবয়স্ক, আমার সঙ্গে আবার প্রণয় করবে কে!

অন। "পরিণতবয়স্ক" ত ভারি! আমার চেয়ে কেবল পাঁচ বৎসরের বড়। আর তুমি চালাকী করে, আমার প্রশ্নের পাশ কাটিয়ে গেলে! আমি ত জিজ্ঞাসা করি নি, আর কেউ তোমার সঙ্গে প্রণয় করেছে কি না? তুমি নিজে প্রণয় করেছ কি না, সেই টে হচ্ছে প্রশ্ন।

ধীরে। ছেলেমানুষ দেখ! আমি কার সঙ্গে প্রণয় করব!

অন। শোনো, দাদা, যদিও ওঁদের সঙ্গে ঐ যুদ্ধে পরাস্ত হয়েছি, এই বৃষোৎসর্গব্যাপারের ধূমে আমার বুদ্ধি টে, কিন্তু, এক টু মার্জ্জিত হয়েছে। আমি আর আগেকার মত অন্ধ নই। (তর্জ্জনী দেখাইয়া) তুমি আমার প্রশ্নের এই বার ঠিক উত্তর দিতে চাও—ঠিক উত্তর—কোনও রকম চালাকী নয়। তুমি নিজে কারও সঙ্গে প্রণয় করেছ? (নিকটে যাইয়া) মনে মনে কাকেও ভাল বাস?

ধীরে। অনন্ত, তোমার এমন সন্দেহপ্রবণ মন কেন?

অন। (ক্রোধের ভাবে) না, সকল সন্দেহর এক চেটে তোমার! তুমি যে আমাকে এক টা পশু বলে সন্দেহ করেছিলে, আমার সঙ্গে কথা কও নি, "আমার ভাই নেই, যদি থাকত, আপনার সঙ্গে বিবাহ দিতেম"—তার কি?

ধীরে। (ব্যগ্রতার সহিত অনন্তের হস্ত ধরিয়া, সানুনয়ে) অনন্ত, আমি বাস্তবিকই অন্যায় করেছিলেম, কিন্তু না জেনে করেছিলেম; ভাই, ক্ষমা কর।

অন। তুমি সকলের সাক্ষাতে আমার অপমান করলে, আমার রাগ নেই, ঘৃণা নেই?

ধীরে। (সবিনয়ে) আচ্ছা, ভাই, আমি তাঁদের সকলে সম্মুখে তোমার কাছে মাপ চাইব।

অন। লোকে বলবে কি? "ছোট ভাই টে এমনি পাজি, সকলের সাক্ষাতে বড় ভাইকে মাপ চাওয়ালে"!

ধীরে। (অতিশয় বিনয়ের স্বরে) অনন্ত, আমি পূর্ব্বে কখনও তোমাকে তিরস্কার করি নি, তুমি তিরস্কারের কাজও কর নি। আর সে দিন সম্পূর্ণ অকারণ তোমার মর্ম্মে আঘাত দিয়েছি, তা আমি স্বীকার করি। কিন্তু, ভাই, আমিও কিছু মনের সুখে কাল কাটাই নি। অনন্ত, এই সুখের বিবাহের সময় তোমার অন্তঃকরণে যদি কোনও রকম ক্ষুণ্ণতা থাকে, আমার সে দুঃখ রাখবার স্থান থাকবে না। ভাই, বল, কি করলে তোমার হৃদয় হতে সে কষ্ট যায়, আমি করব।

অন। আমার রাগ নেই? অপমান নেই? সকলের সম্মুখে আমার

অপমান? সেই ঘটকীটে পর্য্যন্ত সে খানে ছিল! সে পর্য্যন্ত আমার অপমান দেখলে। "আমার ভাই নেই, যদি থাকত, আপনার সঙ্গে বিবাহ দিতেম"। আমি যদি এখন বে করি, আমার স্ত্রী পর্য্যন্ত আমাকে মানবে না। নাঃ, আমি এ বে করব না। আমার যথেষ্ট অপমান হয়েছে, আর বাড়াতে চাই নে। স্ত্রী পর্য্যন্ত অমান্য করবে, আর তাই আমাকে সহে থাকাতে হবে? না, আমি কখনও এ বে করব না—কখনও না। তোমার যদি আমাকে অপমান করবার এতই ইচ্ছা হয়েছিল, তুমি নির্জ্জনে ডাকিয়ে কেন আমাকে অপমান করলে না? সকলের সম্মুখে অপমান? "আমার ভাই নেই"! আমার রাগ নেই? ঘৃণা নেই? যাঃ, আমি রাণাঘাটেও থাকব না। কলকাতায় গিয়ে এক টা বাসা ভাড়া করব। তোমার যেমন ভাই নেই, আমারও তেমনি দাদা নেই। অপমান বলে অপমান? সকলের সম্মুখে অপমান?

ধীরে। (অনন্তের দুই হস্ত ধরিয়া) অনন্ত, যে মার গর্ভে আমরা উভয়ে জন্ম গ্রহণ করেছি, যে মার স্তনদুগ্ধ আমরা দুজনেই পান করেছি, যে মা, তুমি যখন খোকা আর আমি পাঁচ বৎসর মাত্র,আমার হাতে তোমাকে দিয়ে গেলেন—অনন্ত, ভাই, সেই মার, সেই স্নেহময়ী জননীর নামে ভিক্ষা চাচ্ছি, অনন্ত, আমাকে ক্ষমা কর, যা করলে তোমার অন্তর তৃপ্ত হয়, আমি তাই করতে সম্মত আছি।

অন। প্রতিজ্ঞা?

ধীরে। হ্যাঁ, প্রতিজ্ঞা।

অন। আমি যা বলব?

ধীরে। হ্যাঁ, তুমি যা বলবে।

অন। "জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সম পিতা," জান?

ধীরে। জানি।

অন। যদিও তোমার সঙ্গে ইয়ার্কি দিয়েছি, কখনও তোমার কথা অবহেলা করেছি?

ধীরে। কখনও না।

অন। বরাবর পিতার মত তোমার কথা রেখেছি?

ধীরে। রেখেছ।

অন। আচ্ছা, এখন তোমার প্রতিজ্ঞা। আধ ঘণ্টা তুমি ছোট ভাই হবে, আর আমি দাদা।

ধীরে। বুঝতে পারলেম না।

অন। তোমার বোঝবার কিছুই আবশ্যক নেই। নাম আমাদের যেমন আছে, তেমনি থাকবে, কিন্তু আমি দাদা আর তুমি ছোট ভাই। অর্থাৎ, ঐ আধ ঘণ্টা তুমি আমাকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মত, পিতার মত মান্য করবে, যা বলব, তাই করবে।

ধীরে। তুমি যদি কিছু অসম্ভব বল?

অন। তুমি এরি মধ্যে ছল খুঁজছ? তোমার কথার ঠিক নেই। হয়ত, আমি যা বলব, তাই তুমি অসম্ভব বলে বসবে! না, আমি তোমার প্র তিজ্ঞা চাই নে। তোমার প্রতিজ্ঞা বালির বাঁধ। তুমি কেবল অপমান করতেই জান। সকলের সম্মুখে! সেই—সেই তরঙ্গিণী টে পর্য্যন্ত দেখলে! (সাতিশয় ক্রোধের ভাবে) না, আমার কলকাতায় যাওয়াই ভাল। সে খানে আমার আমার অপমানের কথা কেউ জানে না। তা, আমি চললেম। (প্রসরণ।)

ধীরে। (অনন্তকে ধরিয়া) আচ্ছা, ভাই, তুমি, যা বলবে, আমি তাই করব, তোমার ধর্ম্মের উপর ভার রইল।

অন। আমি "ধর্ম্মের ভার" কিছু বুঝি নে। আমি শুদ্ধ জানি, আমি দাদা আর তুমি ছোট ভাই, আর "জ্যেষ্ঠভ্রাতা সম পিতা"। (স্বাহিত ঘটিকা-যন্ত্র দেখিয়া) এই এখন থেকে আধ ঘণ্টা। আরম্ভ———ধীরেন্দ্রকুমার, তুমি এই খানে দাঁড়াও, ঐ দরজার দিকে পেছন করে, আমি তোমাকে মনঃসংযম শেখাতে চাই। আমি বরাবর দেখে আসছি, তোমাকে যখন পড়তে বলি, তুমি পাঠে মনোভিনিবেশ না করে এ দিক্ ও দিক্ চেয়ে থাক। কি, হাঁসি? দুষ্ট বালক, তুমি আমার সম্মুখে হাঁস? আমি এক গাছা বেত আনছি। যত ক্ষণ না আমি ফিরে আসি, তুমি ঠিক ঐ খানে ঐ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে। যদি এক চুলও নড়, কি কোনও দিকে চাও, একেবারে হাড় ভেঙ্গে ফেলব।

ধীরে। বলি, দাদা, তুমি যখন এখানে না থাকবে, তখন আমি কি করব না করব, কেমন করে জানবে?

অন। (ভূমিতে পদাঘাত পূর্ব্বক) চোপরাও বলছি, আমি বড় ভাই, আমার সঙ্গে তর্ক?

[প্রস্থান।

ধীরে। "বামুণ গেল ঘর ত, লাঙ্গল তুলে ধর"! (চৌকীতে উপবেশন।) ওর মনস্থ টা কি, আমি বুঝতে পারছি নে! কেবল ফচকিমি, না কিছু অভিসন্ধি আছে?—মনঃসংযমের কথা বলছিল। কি মনঃসংযম শেখাবে? (দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত) আমার মন নিজেই সংযত হয়ে আছে। তা, অনন্ত সুখী হল, এই আমার পরম সুখ।—কিন্তু আমি কি স্বার্থপর দেখেছ, আমি বাস্তবিক প্রাণে সুখী নই! এই হেয় স্বার্থপরতাতেই আমার সর্ব্বনাশ করলে। সংসারে সব আছে, কেবল—কেবল অসম্ভবের দিকেই মন টা দৌড়বে! (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ।) কিন্তু সেই অসম্ভব টা যদি পাই, পৃথিবীর আর সমস্ত পরিত্যাগ করতে পারি—সমস্ত।—নাঃ, আর জেগে স্বপ্ন দেখব কত! কর্ত্তব্যের অনুসন্ধান করি। নিজের সামান্য খেদ বিস্মৃত হয়ে, জগতের গুরু শোকদুঃখভারের লাঘব করতে চেষ্টা করব—যদি পারি। কিন্তু খেদ সামান্য নয়। যদি তাঁকে হৃদয়ের বন্ধু, সহধর্ম্মিণী স্বরূপ পেতেম, দশ গুণ উৎসাহ এক শত গুণ সাহসের সহিত জীবনের রণে রণী হতেম। ভুলতে অনেক দিন লাগবে। কখনও ভুলব কি? এলেম অনন্তের বিবাহ দিতে। বিবাহ দিলেম বটে, কিন্তু চললেম——

দ্বারবহির্ভাগে বেত্রাঘাতের শব্দ, ও "এই আমি—দাদা—আসছি।"

ধীরে। ঐ যে! (সত্বর উত্থান।)

বেত্র হস্তে অনন্তের প্রবেশ।

অন। বানানগুল মুখস্থ হয়েছে? আচ্ছা, না হয়, কাল দু দিনের বানান এক সঙ্গে জিজ্ঞাসা করব।—এই বড় চৌকী খানা আমার, কারণ আমি হচ্ছি গে দাদা। আর তুমি এই ক্ষুদ্র, বামনাকৃতি ছোট মোড়াটায়

বসবে—আমার বাগে ফিরে বসবে। বসো, বলছি (ভূমিতে বেত্রাঘাত)। (উভয়ের উপবেশন।) চক বুজও।

ধীরে। বাঃ, চক বুজব কেন?

অন। তোমাকে যা বললেম, কর—যদি বেত না চাও।

ধীরে। আচ্ছা, ভাই।

অন। আচ্ছা, "ভাই"? আচ্ছা, "দাদা"।

ধীরে। আচ্ছা, দাদা।

অন! চক বুজিয়েছ? (দেখিয়া) যতক্ষণ না খুলতে বলব, খুলবে না। (বেত্রোত্তোলন।)

নিঃশব্দপদসঞ্চারে চারুবাহিনী ও তরঙ্গিণীর প্রবেশ, ও অনন্তের সঙ্কেতে, অনতিদূরে, ধীরেন্দ্রের পশ্চাতে স্থিতি।

অন। তিন বার মৃত্তিকায় বেত্রাঘাত করব। তৃতীয়বারান্তে চক খুলতে পার। চক খোলবার পর, সাতিশয় বিনীত ভাবে, ভক্তিভাবে, আমার মুখের উপর চেয়ে থাকবে। শুদ্ধ চেয়ে থাকবে না, বোকার মত, ফেলফেল করে চেয়ে থাকবে না, সরল ভাবে আমার প্রশ্নসমুদয়ের উত্তর দেবে, আর আমার জ্ঞানগর্ভ, সুমধুর উপদেশাবলি শ্রবণ করবে। কিন্তু, সাবধান, মুখ অন্য কোনও দিকে ফেরাবে না, রেখার্দ্ধও নয়। যদি ফেরাও, বা ফেরাতে চেষ্টা কর, তখনি ফের চক বুজবার আজ্ঞা হবে। (ভূমিতে বেত্রাঘাত পূর্ব্বক, দন্তঘর্ষণের সহিত) বুঝেছ?

ধীরে। আজ্ঞা, হ্যাঁ।

অন। আচ্ছা, এখন সেই তিন বেত্রাঘাত। এক—দুই—তিন। (ধীরেন্দ্রের চক্ষুরুন্মীলন।) প্রশ্নের উত্তর দেও। তোমার বয়স কত?

ধীরে। ২৭ বৎসর।

অন। তোমার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর অক্কা হয়েছে কত দিন?

ধীরে। ৩৭ বৎসর, ৮ মাস, ৯ দিন, ৪ ঘটা, ১৫ পল, ১৩½ বিপল।

অন। (ধীরেন্দ্রের স্কন্ধে চপটস্পর্শপূর্ব্বক) উত্তম বালক, উত্তম বালক! তার পর তুমি এত দিন বিবাহ কর নি কেন? ঠিক সত্য কথা বলবে।

ধীরে। আমার সেই ছোট ভাই ছিল—এ কিছু অবিদিত নেই যে তার সম্প্রতি স্বর্গপ্রাপ্তি হয়েছে—বিবাহ করলে পাছে আমার নবোঢ়া স্ত্রী এসে তাতে আমাতে কোনও সূত্রে বিরোধ জন্মিয়ে দেয়, এই আশঙ্কায়।

অন। বিবাহ না করতে পার, কিন্তু মনে মনে কাকেও ভাল বেসেছ—এই, কৃষ্ণনগরে আসার পূর্ব্বে?

ধীরে। না—কখনও না।

অন। অত তেজে বলবার আবশ্যক নেই, আমি বধির নই। ধীরেন্দ্র-কুমার, তোমাকে আমি এখন এক টা গুরুতর, অতিশয় গুরুতর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছি। যদি অবিকল সত্য উত্তর না দাও, কিম্বা উত্তর দিতে মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব কর, তোমারই এক দিন আর আমারই এক দিন। তুমি অনেক সময় কু ব্যবহার করেছ, দুষ্ট ব্যবহার করেছ—পড়বার সময় খেলা করে বেড়িয়েছ, গাছে উঠতে গিয়ে কাপড় ছিঁড়ে ফেলেছ, আমার খাবার চুরী করে খেয়েছ—ছোট ভাই বলে ক্ষমা করেছি, নিজোদার্য্যে ক্ষমা করেছি। কিন্তু আজ (কুট্টিমে বেত্রাঘাত), বুঝলে কিনা? মনকে প্রস্তুত কর। কঠিন প্রশ্ন। উত্তর, শুদ্ধ সত্য নয়, মিথ্যাসংস্পর্শ পর্য্যন্ত বর্জ্জিত হওয়া চাই। প্রস্তুত?

ধীরে। (কিঞ্চিদ্ভয়ে) কি জিজ্ঞাসা করবে?

অন। শীঘ্রই জানতে পাবে। প্রস্তুত?

ধীরে। হ্যাঁ, প্রস্তুত।

অন। খাঁটী, অমিশ্র সত্য বলবে?

ধীরে। বলতে চেষ্টা করব।

অন। বলতে চেষ্টা করবে? (ভূমিতে বেত্রাঘাত।)

ধীরে। হ্যাঁ—বলব।

অন। সাবধান! (নিম্নগম্ভীর কণ্ঠে) তুমি এ খানে আসবার পর কাকেও ভাল বেসেছ?

ধীরে। ও আবার এক টা কি প্রশ্ন!

অন। (উচ্চস্বরে) মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক, প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী——

ধীরে। (সভয়ে) বলছি, বলছি, তুমি কর কি। বাড়ী সুদ্ধ লোক দৌড়িয়ে আসবে যে!

অন। আচ্ছা, বল।

ধীরে। (নিম্নরবে) হ্যাঁ।

অন। হ্যাঁ, কি?

ধীরে। (অতিকষ্টে) হ্যাঁ, ভাল বেসেছি।

অন। এখনও বাস?

ধীরে। (অতিনিম্নে) হ্যাঁ।

অন। কাকে?

ধীরে। এ টা, ভাই, নিতান্ত অন্যায় প্রশ্ন। তা জেনে লাভ কি?

অন। ধীরেন্দ্রকুমার, বড় হয়ে তুমি এমন মিথ্যাবাদী হবে, জানলে, তোমাকে সেই কচি বেলায় বিরালছেনার মত জলে ডুবিয়ে দিতেম। লাভ অলাভের কথা হচ্ছে না। আমি দাদা, "জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সম পিতা", আর প্রতিজ্ঞা—প্রতিজ্ঞা। ধীরেন্দ্রকুমার, উত্তর চাচ্ছি—তুমি কাকে ভাল বাস?

ধীরে। সেই——সেই——(নিরুত্তর।)

অন। (উত্থান পূর্ব্বক) আজ আমি বাড়ী মাথায় করব। তুমি বলবে না? (অতিশয় চীৎকারের ভাবে মুখবিন্যাস করিয়া) মিথ্যা——

ধীরে। (সত্রাসে) তুমি বসো, তুমি বসো, আমি বলছি।

অন। (উপবেশনপূর্ব্বক) বল।

ধীরে। তুমি কাকেও বলবে না?

অন। না।

ধীরে। তুমি এ নিয়ে কখনও আমাকে ঠাট্টা করবে না?

অন। এতে ঠাট্টার কি আছে?

ধীরে। সেই—সেই—

অন। আচ্ছা, না হয়, আমার কাণে কাণে বল। (ধীরেন্দ্রের মুখের নিকট নিজ কর্ণ স্থাপন।)

ধীরে। (প্রায় অস্পষ্ট বাদে) ত—র—ঙ্গি—নী।

অন। (চক্ষু বিস্তার পূর্ব্বক কিয়দুচ্চস্বরে) তরঙ্গিনী! তুমি তরঙ্গিনীকে ভাল বাস!! ধীরেন্দ্রকুমার, তুমি তরঙ্গিনীকে ভাল বাস!!!

(চারুবাহিণীর তরঙ্গিনীর প্রতি দৃষ্টি। তরঙ্গিনীর মুখাবনমন।)

ধীরে। (ভয়ে) চেঁচিয়েই সর্ব্বনাশ করলে! তুমি চেঁচাও কেন? শুনতে পাবে যে?

অন। তুমি তরঙ্গিনীকে ভাল বাস!! ও হরির খুড়, তুমি তরঙ্গিনীকে ভাল বাস!!!—আচ্ছা, তাকে ভাল বাসলে কেন?

ধীরে। (তীব্রভাবে) জগৎ আলোক ভাল বাসে কেন? কর্ণ সঙ্গীতে বিমোহিত হয় কেন? তারানক্ষত্রখচিত নভোমণ্ডলে, পূর্ণচন্দ্রে নয়ন আনন্দিত হয় কেন?

অন। তা, তাঁকে বলে দেখলে না কেন?

ধীরে। শিশু বলবে, "হে ইন্দ্রধনু, তুমি অতি সুন্দর, তুমি আমার হাতে এস, আমি তোমাকে চাই"! ভিক্ষুক বলবে, "হে রাজনন্দিনী, তুমি প্রাসাদ পরিত্যাগ করে এস, আমি তোমার পাণিগ্রহণাভিলাষী"। নর বলবে, "হে দেবী, স্বর্গ হতে অবতরণ কর, তোমাতে আমার অধিকার আছে, কারণ আমি সৃষ্টির মুকুটভূষণ, সৃষ্টির অহঙ্কার"!

অন। (ঘটিকা দেখিয়া) ধীরেন্দ্রকুমার, আমার সময় সংক্ষেপ হয়ে আসছে; শোন, এক টা কথা বলি।—তুমি সকল চিনেছ, সকল জেনেছ, কেবল নিজেকে চেন নি, নিজেকে জান না। তোমার স্নেহ, তোমার দয়া, তোমার মহত্ব সমগ্র জগতে আর কোথাও নেই।

ধীরে। না, না, না।

অন। (মৃত্তিকায় বেত্রাঘাত পূর্ব্বক) চোপরাও, বাঙ্গালি। আর, শুদ্ধ বাঙ্গালি বলে বাঙ্গালি? ধুতি চাদর পরা বাঙ্গালি! "কোট প্যাণ্টালুন" পরা হলেও, না হয়, এক দিন কথা হত! আমার গল্প ফুরতে দেও।—এই যেমন বলছিলেম, তোমার স্নেহ, তোমার দয়া, তোমার মহত্ব জগতে তুলনাহীন, সমকক্ষহীন, অনুপম! যদি কারও এ কথা বলবার অধিকার থাকে, আমার আছে, আমি অনেক দিন—আজন্ম—দেখে আসছি।

আমার ব্যারাম হলে, তুমি নিজের খেলা ভুলে গিয়েছ, আমাকে শান্ত করতে গিয়ে আহার ভুলে গিয়েছ, রাত্রিতে নিদ্রা ভুলে গিয়েছ—নিদ্রা যাও নি, পাছে আমি পীড়ার আতঙ্কে জেগে উঠে "দাদা, দাদা" বলে ডাকি, আর তোমার উত্তর না পাই। এ——শৈশবে। বাল্যকালে——বাগান থেকে সুস্বাদু ফলমূল বা সুরভি পুষ্প এসেছে, সিংহের অংশ আমার—আত্মীয়দের বাড়ি হতে উপঢৌকন এসেছে, উৎকৃষ্ট যা কিছু, মনোহর যা কিছু, আমার। পঠদ্দশায়——রাজধানীতে বাসাবাটীর বৃহত্তম গৃহ, প্রকৃষ্টতম আসন, কোমলতম শয্যা, যা কিছু ভাল, সবই আমার। যৌবনে——নিজে বিবাহ করলে না, পাছে আমার অযত্ন হয়, পাছে আমার মনে কষ্ট হয়। আমার জন্য বধূ নির্ব্বাচনে এলে, হৃদয়ে—যে প্রথম, প্রণয়ে লোকে অনেক সময়েই স্বপ্রেম, স্বানুরাগ ভিন্ন অন্য সমুদয়ই বিস্মৃত হয়—সেই প্রথম প্রণয়ের ছায়া পড়ল, কিন্তু সেই প্রথম প্রণয়, নিজেকে স্বপ্রণয়াধিকারিণীর অনুপযুক্ত বিবেচনা কারে——

ধীরে। ভাই, আমি——

অন। ফের কথা কয় বাঙ্গালি! কেমন এক টা বাঙ্গালির রোগ আছে, কথা না কয়ে, বাঁচে না!——সেই প্রথম প্রণয়, নিজেকে প্রণয়রাজ্ঞীর অযোগ্য বিবেচনা করে, হৃদয়ের গূঢ়তম প্রকোষ্ঠে, বিষাদাচ্ছাদনে আচ্ছাদিত করে রাখলে, ভুবনকে আমার সুখে সুখী বলে জানালে। এরি মধ্যে আবার আমার ভাবী স্ত্রীকে এমনি দয়ার চক্ষে দেখেছ, এমনি স্নেহ যত্ন করেছ, যে সে তোমার বিরুদ্ধে কেউ পরিহাস করে এক টা কথা বললেও সহ্য করতে পারে না! ধীরেন্দ্রকুমার, তুমি কি? পরের দোষ, আমার দোষ, নারকীভাবে দৃশ্যমান দোষ, ক্ষমা করতে ব্যগ্র, আর নিজের চরিত্রবর্ম্মে ভ্রমক্রমেও ভ্রমের আঁচড় লাগলে, একেবারে উৎকণ্ঠিত, উদ্বিগ্ন! ছোট ভায়ের কাছে, যে ছোট ভাইকে তুমিই লালনপালন করেছ, তুমিই রক্ষা করেছ, যে ছোট ভায়ের প্রতি পিতা মাতা, উভয়ের, কার্য্য করেছ—তার কাছে কাতরে ক্ষমা প্রার্থনা করতে এক বার কুণ্ঠিতও হলে না! আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করি, ধীরেন্দ্রকুমার, তুমি কি? ঐ যে তরঙ্গিনীর নাম করছিলে, তিনি তোমাকে কি চক্ষে দেখেন, তা ঠিক জানি নে, কিন্তু

(উত্থিত হইয়া), ধীরেন্দ্রকুমার, আমি কখনও দেবতা দেখি নি, যদি দেখে থাকি, সে তুমি।

ধীরে। দাদা মহাশয়, ঐ বক্তৃতা টা কণ্ঠস্থ করতে আপনার কদিন লেগেছিল?

অন। দেখলে? কচুরী দিলে না, উল্টে ঠাট্টা!

ধীরে। আমার কোমর ব্যথা করছে, উঠতে অনুমতি পেতে পারি কি?

অন। (ঘড়ি দেখিয়া) চোপরাও, বাঙ্গালি, আমার এখনও সময় হয় নি। (উপবেশন।) আচ্ছা, ঐ তরঙ্গিনীকে বলে পাঠাব?

ধীরে। (সাতঙ্কে) না, না, না।

অন। কেন না, না, না?

ধীরে। তিনি আমাকে চান না, আমি তাঁর অনুপযোগী।

অন। কেমন করে জানলে? তুমি ত আর আমার চেয়ে তাঁকে বেশি দেখ নি?

ধীরে। ভাই, তুমি দেখেছ তাঁকে দূর থেকে, আমি দেখেছি নিকট হতে——অন্তরের আকর্ষণে। তাঁকে ও কথা বলে, কেবল তাঁর মনে কষ্ট দেওয়া আর আমাকে ঘৃণাস্পদ করা হবে।

অন। ধীরেন্দ্রকুমার, তুমি বালক, নিজের হিতাহিত বোঝ না। বিবাহ না দিলে তোমার রক্ষা নাই, দেখছি। তোমার স্ত্রী তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করবে। আমি আর কাঁহাতক তোমাকে চকে চকে রাখি? তা, ঐ ঘটকা দ্বারা তোমার জন্য একটা সম্বন্ধ আনিয়েছি, তোমাকে বিবাহ করতে হবে।

ধীরে। অনন্ত, এই অনুরোধ টা, ভাই, আমাকে করো না; আর যা বলবে, তা করব। যদিও জানি তাঁকে কখনও পাব না, কিন্তু, ভাই, হৃদয়-সিংহাসনে তাঁর স্থানে অন্য কাকেও বসাতে পারি নে।

অন। (রোষবেগে উত্থানপূর্ব্বক) পাষণ্ড, নরাধম, কুলাঙ্গার, আমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, "সম পিতা", তুই আমার কথা অবহেলা করিস? যাঃ, আর তোর মুখ দেখব না!

[প্রস্থান।

[অপর দিক দিয়া চারুবাহিনীর নির্গমন।

ধীরে। (উত্থানানান্তর সহসা তরঙ্গিনীকে দেখিয়া) আপনি! (কিঞ্চিদপসরণ।)

তর। (মৃদুকণ্ঠে) প্রাণনাথ, আমিই তোমার অনুপযুক্ত, তবে ভালবাসায় সব হয়, তুমি যদি অনুগ্রহ করে আমাকে স্ত্রী বলে গ্রহণ কর, সময়ে তোমার যোগ্য হতে পারি।

ধীরে। এ কি সত্য, না, স্বপ্ন!

তর। ধীরেন্দ্র, প্রাণবল্লভ, এ স্বপ্ন, এ সুখের স্বপ্ন, সত্য। প্রাণেশ্বর, তোমার নিজের হৃদয় যেমন তোমার, তোমার তরঙ্গিনীও তেমনি তোমার।

ধীরে। আমি—আমি—কি বলব———

তর। নাথ, বলবার ত কিছুই নেই। তবে যদি কিছু বলতে চাও, বল, "তরঙ্গিনী, আমি তোমার"।

ধীরে। (তরঙ্গিনীর হস্তগ্রহণপূর্ব্বক) তরঙ্গিনী, তা কি তুমি জান না?

চারুবাহিণীর প্রবেশ, সস্নেহে তরঙ্গিনীকে আলিঙ্গন, এবং ভূমিষ্ঠ হইয়া ধীরন্দ্রকে প্রণাম।

ধীরে। বৌমা, তোমার ত সবই আছে, আশীর্ব্বাদ আর কি করব? তবে এই মাত্র বলি, যে, যে অমল দম্পতীপ্রেমে ধরণীকে স্বর্গের সদৃশ, না স্বর্গের প্রতিদ্বন্দ্বী করে, সেই অকলঙ্ক প্রণয় তোমাদের হৃদয়ে চিরজীবন জাগরূক থাকুক।

বেগে অনন্তের প্রবেশ।

অন। (তরঙ্গিণীব প্রতি) আমাকে ক্ষমা করবেন, আমার ভাই নেই, যদি থাকত, আপনার সঙ্গে বিবাহ দিতেম। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। (চারুবাহিনীর প্রতি) আপনিও আমাকে মার্জ্জনা করবেন। আমাকে আর আমার ধৃষ্টতা, অবিশ্বাস ও রূঢ়ভাষণ সমুদয় এককালীন বিস্মৃত হবেন। আমি আজ বিদায় হলেম। (প্রণাম ও প্রস্থানের ভাণ।)

ধীরে। আজ যদি না তোকে আমি কীচকবধ করি, আমার নাম নেই! (অনন্তের দিকে ধাবন।)

অন। (অত্র তত্র পলায়নের পর, অবশেষে, চারুবাহিনীর পশ্চাতে

আশ্রয়গ্রহণের চেষ্টা।) এই রে! (চারুবাহিনীর প্রতি) ঐ দেখ না!

ধীরে। কি বলব, বৌমা কি ভাববেন, তা না হলে আজ ওঁর সামনেই ওটাকে শেষ করতেম!

তর। অনন্ত, সত্য কি না, ভাই, জানি না, কিন্তু শুনেছি, না কি, কোন দেশের লোক বিপদে পড়লে স্ত্রীর অঞ্চল ধরে! তা, তোমাকে দোষ দিই নে!

অন। যেমন কানাকে কানা বলা, কালাকে কালা বলা, তেমনি যার "কাতুকুতু" লাগে, তাকে "কাতুকুতু" দেওয়া শিষ্টাচার বিরুদ্ধ। কেবল শিষ্টাচার বিরুদ্ধ নয়, ভয়ঙ্কর পাপ। যাঁর আমার ন্যায় সূক্ষ্ম চর্ম্ম—ও টা, কি জান, বুদ্ধির চিহ্ন, দাদার মত নয়, বোকা টা!—তিনিই জানেন ওতে কি প্রলয় ব্যাপার উপস্থিত হয়।

ধীরে। বৌমা, দেখ, ঐ বাঁদর টা যদি তোমাকে কখনও কিছু বলে, আমাকে জানিও, আমার কাছে অব্যর্থ ঔষধ আছে, এক মুহূর্ত্তে ভূত ঝাড়িয়ে নীরোগ করে দেব!

চারু। (অর্দ্ধজনান্তিকে) শুনলে ত? বুঝে চলো!

অন। অরে আমার কচুপোড়া-খাউনী রে! বুঝে চলবে!

ধীরে। কচুং পোড়য়তীতি কচুপোড়া। অর্থাৎ, বৌমা কচু পুড়িয়ে তোমাকে খাইয়ে দেবেন!

অন। বাহবা, কচুং পোড়য়তীতি, বুঝি, কচুপোড়া? কচুস্য পোড়া, ইতি, কচুপোড়া!

তর। না, ভাই, আমার বোধ হচ্ছে, কচু এব পোড়া, ইতি, কচুপোড়া, এই ওর যথার্থ সমাস!

নবীনকৃষ্ণ ও কল্যাণীর প্রবেশ।

নবী। কিসের সমাস হচ্ছে?—সমাসের প্রকৃত অর্থ মিলন। আর সকল মিলনাপেক্ষা পরিণয়মিলনই শ্রেষ্ঠতম মিলন। বাবাজীগণ, ঘটকী-

প্রমুখাৎ শুনে বড়ই হর্ষিত হলেম। (ধীরেন্দ্রের হস্তে তরঙ্গিণীকে ও অনন্তের হস্তে চারুবাহিনীকে অর্পণ।)

"নচেদিদং দ্বন্দ্বমযোজয়িষ্যৎ"!

দ্বন্দ্ব ত নয়, যুগল দ্বন্দ্ব। আর্য্য-গৌরব কালিদাসে পাওয়া যায় না, এমত কিছুই নাই! কালিদাস যিনি না আস্বাদ করেছেন, তিনি সাতিশয় কৃপার পাত্র। এই যে আর্য্যবিদ্যার গভীরতা আর আর্য্যধর্ম্মের উদারতা—নাঃ, পৌরোহিত্যক্রিয়ার বিষয় টা অগ্রে নিষ্পাদন করা যাক। উঁহার পিতৃব্য মহাশয়কে সংবাদ দিতে হবে—এস, ঘটকীঠাকরুণ, তোমার সাহায্য প্রয়োজনীয়।

[প্রস্থান।

কল্যা। রক্ষা! আমি ভাবলেম, আবার বা ধান ভাঙ্গতে শিবের গীত আরম্ভ হয়!

(কল্যাণীর নিকটে চারুবাহিনী ও তরঙ্গিণীর আগমন।)

চারু। (জনান্তিকে) বেশি তাড়াতাড়ির কিছু আবশ্যক নেই।

কল্যা। (সহসনে) এত কারখানা করে এখন ভয়!

তর। (জনান্তিকে) ঘটকী মাসী, আমি তোমার হয়ে কত ঘটকালী করেছি, বিদায়ের বেলা যেন ভাগ পাই!

কল্যা। (ধীরেন্দ্রকে দেখাইয়া) তোমার ভাগ, ঐ, উনি! বড়বাবু, ছোটবাবু, আমি আসছি এখনি আবার।

[প্রস্থান।

অন। অস্তঃ, ভবতি, করোতি!

ধীরে। শেষ পদে পরিবর্ত্তন হল কেন? আগে ত শুনেছিলেম "বভূব"!

অন। দাদা, কালের পরিবর্ত্তন! যেমন এই মেদিনী টে এক সময়ে বহ্নি-তরল ছিল, আর, এখন—এখন ত দেখতেই পাচ্ছ, কোথাও ভল্লূকনৃত্য, অপরত্র দাসীবিক্রয়!

তর। পণ্ডিত মহাশয়, দাসীদের জন্য ব্যাখ্যা করে দিতে আজ্ঞা হোক!

অন। (ধীরেন্দ্রকে ইঙ্গিত করিয়া) আঃ, তা আর একদিন হবে। আচ্ছা, না হয়, আজই করে দিচ্ছি। এক টা নূতন গ্রায়—নূতনতর হয়েছে। চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করা যাক। তিন টা সূত্র বা চরণ। প্রথম, ইদমেতৎ—অন্তঃ, আছে—স্ত্রীবুদ্ধি ও পুরুষ বুদ্ধি। দ্বিতীয়, পশ্যতাং—ভবতি, হয়—উহাদের মধ্যে বিগ্রহ। তৃতীয়, শৃণু রে পার্থ (অর্থাৎ, যাঁর ইচ্ছা, যাঁর না ইচ্ছা, তিনি নিদ্রা যেতে পারেন), বভূব, হয়েছিল—পুরুষবুদ্ধির পরাভব, অর্থাৎ দুই কুহকিনীর ষড়যন্ত্রে আমি বরাহ অবতারের—শূকর যে বরাহ, সে বরাহ নয়, বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদের নামোল্লেখ করছিলেম, কারণ আমি তিনি—আমি বরাহশ্রেষ্ঠের নৃত্যগীত, মনের আনন্দে—তৎ কবৎ। এই ছিল। কিন্তু এক্ষণে কালের পরিবর্ত্তে, শেষ অধ্যায়ে, "বভূব"র বিনিময়ে—অশুদ্ধসংশোধন; যেমন প্রায় বাঙ্গালা পুস্তক মাত্রেই; সুদীর্ঘ, সাড়ে পাঁচ গজ, অশুদ্ধের নির্ঘণ্ট—অর্থাৎ, সেই পুরাতন "বভূব"র স্থানে "করোতি" পাঠ করতে হবে। "করোতি"—করিতেছে; পুরুষবুদ্ধি স্ত্রীবুদ্ধিকে পরাজয় করিতেছে। (চারুবাহিনীকে নির্দ্দেশ করিয়া) ঐ দেখ না, এখন আর হুঁ টি করবার যো নেই, ভয়ে কাঁপছে! ক্রীতদাসী, ভয় নেই, ভয় নেই, বিলেতে পাঠিয়ে দেব না। তেমন কিছু বেশি বকব টকবও না—আমার দয়ার শরীর।

চারু। (জনান্তিকে) বীরপুরুষ, মড়ার উপর আর খাঁড়ার ঘা কেন! আমি ত মরেই আছি!

তর। অনন্ত, ভাই, যে স্ত্রী প্রণয়ে স্বামীর ক্রীতদাসী নয়, সে কেবল অর্দ্ধেক স্ত্রী। ও শৃঙ্খল প্রণয়িনীর আকাঙ্ক্ষা, প্রণয়িনীর গলভূষণ।

অন। (চারুবাহিনীর প্রতি জনান্তিকে) তুমি আমাকে ভাল বাস?

চারু। না!

অন। আমি যদি দাদাকে না বলে দিই!—দাদা, এই এ টা বলছে—

চারু। (ব্যগ্রতার সহিত, জনান্তিকে) হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভাল বাসি।

অন। বল, ঘাট হয়েছে।

চারু। হ্যাঁ, ঘাট হয়েছে!

অন। বল, নাকে ক্ষত দেবে।

চারু। হ্যাঁ, নাকে ক্ষত দেবে, না হাতী করবে!

অন। বলবে না? দাদা——

চারু। হ্যাঁ, হ্যাঁ, নাকে ক্ষত দেব!——আচ্ছা, উনি যখন না থাকবেন, তখন যদি এর শোধ না নিই!

অন। (আশ্চর্য্যের ভাবে) শোধ নেবে!

চারু। কেন, তোমাকে ভয় করি না কি?

অন। আমি স্বামী, গুরুলোক, আমাকে ভয় করবে, মান্য করবে, তা নয়, শোধ—শোধ—নেবে!—দাদা, দেখ, যে টা লিখেছিল——

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া, শিক্ষনীয়াতিযত্নতঃ,"

সে টা এক টা পাঁচপেয়ে গরু! লেখাপড়া শিখলে, ঐ "কন্যা"গুল না করে মান্য, না করে ভয়! কথার উত্তর দেয়! এই দেখ না, সম্মুখে দুই জলন্ত প্রমাণ!

চারু। (নিম্নকণ্ঠে) যিনি লিখেছিলেন, তিনি, হয়ত, নিজে স্ত্রীলোক।

তর। ঠিক বলেছ, চারু। পরাঙ্কিত চিত্রে আর নিজাঙ্কিত চিত্রে অনেক প্রভেদ।

অন। হুঁ—"ব্যাং যায়, ব্যাং যায়, খলসে পুঁটী বলে, আমি ও যাই"! দাদার ঐ বেহায়া বৌটির দেখাদেখি এই ছেনীটেও আবার তর্ক করতে শিখেছে।

ধীরে। "ছেনী" কি, অনন্ত?

অন। "ছেনা চাকরাণী"র হ্রস্ব, "ছেনী"—সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ দেখ। ঐ ছেনা চাকরাণী সেজে এসেই ত আমার মাথা খেয়ে ছিল!

চারু। বীরচূড়ামণি! মুখে এখন খৈ ফোটে!

তর। তা, দু ভাইই প্রায় সমান বীর!

চারু। (পূর্ব্ববৎ নিম্নস্বরে) উনি ত আর সর্দ্দিগর্ম্মি যান নি!

ধীরে। হাজার হোক, আমার বৌমা! আমার মান রক্ষার ভার তাঁর হাতে!

অন। হ্যাঃ, আমার, কি, সত্য সত্য সর্দ্দিগর্ম্মি হয়েছিল? ও টা করেছিলেম কেবল—কেবল—তোমাদের ভয় দেখাবার জন্য!

তর। দূরবীক্ষণ পড়ে গিয়েছিল কার হাত থেকে?

ধীরে। বাঃ, মাধ্যাকর্ষণ শক্তিতে সে টা টেনে নিলে, তা, বুঝি, আমার দোষ!

তর। আর পা দু ট যে দৌড়িয়ে গেল, সে কি, নাথ, কৈশিকাকর্ষণে?

ধীরে। (অনন্তের প্রতি জনান্তিকে) এই বারেই গিয়েছি, চট করে এক টা উত্তর বলে দাও!

অন। (জনান্তিকে) দাদা, এক সর্দ্দিগর্ম্মির ধাক্কাতেই মরে আছি, আমাকে আর জ্বালাও কেন, নিজের ভার নিজে বহন কর।

তর। আবার বা এক টা নূতন ন্যায়ের সৃষ্টি হয়!

ধীরে। (অনন্তের প্রতি জনান্তিকে) যা হয় একটা বল না শীঘ্র করে! মাথা টা খেয়ে ফেললে যে! (অনন্ত নিস্তব্ধ।) তোকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেম, ভস্মে ঘি ঢেলেছিলেম! বিপদে পড়লে এক টা উত্তর বলে দিতে পারে না! বোকাকান্ত!

তর। চারু, দেখ ত, ওঁরা ঘুমিয়ে পড়েছেন বা!

চারু। ছোট ভাই পালিয়ে গেল, নূতন স্থান, পথ হারিয়ে কোথায় যেতে কোথায় যাবে, রাস্তায় রাস্তায় কেঁদে বেড়াবে, কাজেই উনি তার পেছনে পেছনে দৌড়িয়ে গেলেন।

ধীরে। আমি বলিছি কি না, আমার বৌমা!

অন। অরে আমার ছেনী রে! তা, যাই হোক, সম্বাদপত্র চাইতে এসে ত আর আমি ভয়ে কেঁদে ফেলি নি!

চারু। তুমি নিজের মনেই জান, সে টা কেবল তোমাকে সাহস দেবার জন্য করা গিছল।

তর। (ধীরেন্দ্রের প্রতি জনান্তিকে) প্রাণকান্ত, সেই দূরবীক্ষণ টা, কিন্তু, আজীবন প্রেমস্নেহযত্নে রক্ষা করব—ইচ্ছায় হোক, বা অনিচ্ছায় হোক, আমার স্বামীর প্রথম উপহার।

অন। (তরঙ্গিণীকে লক্ষ করিয়া) উৎকোচ প্রদান সাতিশয় গর্হিত কর্ম্ম, বিশেষতঃ মাননীয়া দেবরপত্নীর সন্নিধানে। (চারুবাহিনীকে হাসিতে দেখিয়া) দাদা, এই শালী টে হাঁসছে।

চারু। আচ্ছা, ভাই, তুমি আমাকে শালী বল কি সম্পর্কে ?

অন। (তদনুকরণে) আচ্ছা, ভাই, তুমি আমাকে ভাই বল কি সম্পর্কে ? তা, এ সবই শালী—এও শালী, ওও শালী।

তর। আমি শালী হলেম কেমন করে ?

অন। শালী নয় ত কি শালাজ ?

চারু। বটেই ত পণ্ডিত !

অন। ওঃ, ওটা এক টা বলবার ভুল হয়েছিল ! তা, ভুল কার না হয়, বল। যাই হোক, বৌ শালী যে শালী, তা আমি প্রমাণ করে দিচ্ছি। আচ্ছা, এটাকে আমি শালী বলতে পারি ?

তর। চারুকে তুমি যা ইচ্ছা বলতে পার। মন যায়, ভগ্নী বলতে পার !

অন। আচ্ছা, এ হল শালী। প্রমাণ। তুমি একে বরাবর ভগ্নীর মত ভাল বেসেছ ? স্নেহে তুমি ওর ভগ্নী ? শালীর ভগ্নী কি, শালা ? সপ্রমাণ। এ টা ছেনী শালী, আর তুমি যথার্থবন্ধু শালী। যথার্থবন্ধু, যথার্থবন্ধু করে জ্বালিয়ে ছিলে যে, তা আমি ভুলে গিয়েছি মনে করেছ ? ভবী ভোলবার নয়। এই ছেনী শালী, আর ঐ যথার্থবন্ধু শালী।

তর। (অনন্তের নিকটে আসিয়া) আমি শালী ?

অন। ভয় দেখাতে চাও না কি ? হঁঃ, দাদাকেই ভয় করি নে, তা তুমি ত তুমি !

তর। আমি শালী?

অন। শালী, শালী, শালী। কেমন হয়েছে?

তর। আচ্ছা, ভাই। (অনন্তের কর্ণমলন।) কেমন হয়েছে?

অন। (কর্ণে হাত বুলাইয়া) উ-হু-হু-হু। দেখলে, দেখ! পৃথিবীতে কৃতজ্ঞতা নেই। দাদা বে করতে চায় নি বলে শালী (ভঙ্গীপূর্ব্বক) ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল, আমি দাদাকে ছেনাবড়া খাইয়ে, ঘুড়ি উড়ুতে দিয়ে, কত রকমে, সাধ্য সাধনা করে, লওয়ালেম, আর শালী, কি না, এখন আমার কাণ মলে দেয়? দেখ দেখি, দশ জন ভদ্র লোকে অবিচার। এতে রাগ হতে পারে-এ-এ কি না? আমার রক্ত মাংসের শরীর বই ত নয়?

ধীরে। দাও ত, ও কাণটাও মলে দাও ত।

অন। (সবিষাদানুযোগে) দাদা, এরি মধ্যে স্ত্রীর বশ! একেবারে গোল্লায় গিয়েছ?

ধীরে। বৌমা, আমি পাশ ফিরে দাঁড়াচ্ছি, তুমি ওর দুট কাণ একেবারে এক সঙ্গে মলে দাও ত। (স্বল্প পার্শ্ববর্ত্ত।)

চারু। কি করি, ভাই, বল, ভাশুরের আজ্ঞা ত ফেলতে পারি নি! (অনন্তের দুই কর্ণ মলন।)

তর। তা, নাক টা বাকী থাকে কেন? (অনন্তের নাসিকা মলন।)

অন। (অবাক্ ভাবে তরঙ্গিণী ও চারুবাহিনীর প্রতি দৃষ্টি ও তদন্তে) এই দোকানে কাণমলা ও নাকমলা অতি সস্তায় বিক্রয় হয়——বিনা-মূল্যে! যদি কাহারও খাইবার ইচ্ছা থাকে, তিনি অনুগ্রহ করিয়া এই খানে আসুন।

কল্যাণীর প্রবেশ।

কল্যা। কি গো ছোট বাবু, হয়েছে কি?

ধীরে। হবে আবার কি, কেবল ভায়ার কীর্ত্তি!

অন। কেবল

দাদা ও আমি।

কল্যা। বটে!

শঙ্খ, "শ্রী" প্রভৃতি সহ কতিপয় দাসী ও প্রতিবাসিনীর প্রবেশ।

গীত।

যোগীয়া, কাশ্মীরী খেমটা।

"দাদা ও আমি"র দেখলেন খেলা।
তারানক্ষত্রের গো কতই মেলা॥
নটীর নামে বড়ই মুখতোলা।
হেরলে ভদ্রবালা, পটলতোলা॥
অন্তরে জ্বলে যে নবপ্রেমজ্বালা।
নিবাইবে কুসুম, বরণ ডালা॥

(মালাদান, প্রদক্ষিণ ইত্যাদি।)

ঘটকী-বিদায় তবে এই বেলা।
চাই আমি ভয়ে প্রশংসার পেলা॥

সমাপ্ত।